গিল মিনিস্ট্রিস

প্রার্থনা
স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনে

Dr. A.L. & Joyce Gill

গিল মিনিস্ট্রিস

প্রার্থনা

স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনে

ডঃ এ.এল এবং জয়েস গিল

আপনি এগুলিকে বিনামূল্যে
ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে পারেন

Web: gillministries.com

লেখক সম্বন্ধীয়

এ.এল এবং জয়েস গিল আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্পিকার, লেখক এবং বাইবেল শিক্ষক। তাঁর প্রেরিত সেবাকাজের ভ্রমণ তাকে বিশ্বের আশি দেশেরও বেশি দেশে নিয়ে গিয়েছে, এবং তারা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এক লক্ষাধিক ব্যক্তিকে এবং বহু মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রচার করেছেন। তার শীর্ষ বিক্রিত বই এবং ম্যানুয়ালগুলোর পনেরো মিলিয়নেরও বেশী অনুলিপি বিক্রি হয়েছে। তাদের লেখাগুলি, যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, বাইবেল স্কুল এবং সেমিনারগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিশালী জীবন পরিবর্তনের সত্যগুলি তাদের গতিশীল প্রচার, শিক্ষা, লেখার এবং ভিডিও এবং অডিও টেপ মন্ত্রকের মাধ্যমে অন্যের জীবনে বিস্ফোরিত হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতির অপূর্ব গৌরব তাদের প্রশংসা ও উপাসনার দ্বারা সেমিনারে অনুভুত হয় এবং তার দ্বারা বিশ্বাসীরা আবিষ্কার করে যে কীভাবে ঈশ্বরের সত্য এবং অন্তরঙ্গ উপাসক হওয়া যায়। বিশ্বাসীরা তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অনেকে বিজয় এবং সাহসের এক নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ মাত্রা তাদের জীবনে আবিষ্কার করেছেন। গিলস প্রশিক্ষনের দ্বারা প্রবাহিত ঈশ্বরের নিরাময় শক্তি দিয়ে ঈশ্বর-প্রদত্ত অতিপ্রাকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে অনেক বিশ্বাসীকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহার তাদের প্রতিদিনের জীবন ও সেবাকাজে পরিচালিত করার জন্য সাহায্য করেছে তাতে অনেকে অতিপ্রাকৃতভাবে প্রাকৃতিক হতে শিখেছেন। এ.এল. ও জয়েস উভয়েরই মাস্টার্স অফ থিওলজিকাল স্টাডিজ ডিগ্রি রয়েছে। এ.এল. ভিশন ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজি ডিগ্রিতে ডক্টর অফ ফিলোসফি অর্জন করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তাদের সেবাকাজ, যীশুর উপর নির্ভর করে, বিশ্বাসে দৃঢ় এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে শেখানো হয়ে থাকে।তাদের সেবাকাজ পিতার হৃদয়ের ভালবাসার একটি প্রদর্শন। তাদের প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা শক্তিশালী অভিষেক, চিহ্ন, আশ্চর্য এবং নিরাময়কারী অলৌকিক চিহ্ন কাজ হচ্ছে এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ঢেউয়ের আকারে নিহিত হচ্ছে। ঈশ্বরের গৌরব এবং শক্তির অপূর্ব প্রকাশগুলি তাদের সভাগুলিতে উপস্থিত হওয়া সকলেই অনুভব করছে।

ডাঃ এ.এল. ও জয়েস গিল বিশ্বাসীদের যীশুর কাজ করতে সজ্জিত করার জন্য ব্যবহারিক সরঞ্জাম তৈরিতে সর্বদা নিবেদিত রয়েছেন ।

তাদের আকাঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর পরিপক্কতার সকল স্তরে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য বিজয়ী, অতিপ্রাকৃত জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা।

ভূমিকা

ফলদায়ক খ্রীষ্টীয় জীবনে পরিচালনার জন্য প্রার্থনা হল একটি অসাধারণ বিশেষাধিকার এবং আবশ্যক প্রয়োজনীয়তা! এবং তবুও, আমরা যখন বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলি, তাদের শিক্ষাকে শুনি, অথবা বিভিন্ন ধরনের বই পড়ি, তখন আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে সকলের আলাদা মতবাদ এমনকি ভিন্ন সংজ্ঞাও দেখতে পাই। কারোর কাছে প্রার্থনা হল সুপারিশ। অন্যজনের কাছে এটা যুদ্ধ। আবার কিছুজনের কাছে, এটি ঈশ্বরের সাথে কথা বলা এবং তাঁর কথাকে শোনা। এগুলি সমস্ত কিছুই প্রার্থনার অংশ তবুও এর আরও অনেক অর্থ রয়েছে।

বাইবেলের প্রতিটি সত্য অন্য একটি সত্যের উপর স্থাপিত - এটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। দাউদ যেমন লিখেছিলেন, "তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য" (গীতসংহিতা ১১:১৬০) । প্রেরিত পৌল লিখেছেন, কারণ আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে সঙ্কুচিত হই নাই (প্রেরিত ২০:২৭) । তবুও, আমাদের শেখার পদ্ধতির মধ্যে এখনও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

আমরা এই শিক্ষার চেয়ে বেশি এই বাস্তবতার সাথে সংগ্রাম করিনি। প্রতিটি পাঠ সমগ্রের একটি অংশ। আমরা কেবল একটি অংশ অধ্যয়ন করলে প্রকৃত প্রার্থনা কী তা কখনই বুঝতে পারব না। প্রার্থনা শুধুমাত্র সুপারিশ নয়। প্রার্থনা শুধু ঈশ্বরের কথা শোনা নয়। প্রার্থনা শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করা নয়। প্রার্থনা শুধু চাওয়া নয়। প্রার্থনা হল এই সমস্ত কিছুর সমষ্টি।

আমরা আমাদের জীবন বা মতবাদের ভিত্তিকে শুধুমাত্র যেটা আমরা পছন্দ করি সেই সত্যের উপর ভিত্তি করে এবং বাকিগুলোকে উপেক্ষা করে স্থাপন করলে হবে না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং যীশু বলেছেন যদি আমরা চাই, আমরা পাব। এবং, যীশু আরও বলেছিলেন যে আমরা যদি পাপের মধ্যে থাকি তবে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন না। একটি সত্যের সাথে অন্য সত্যের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। কেবল আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। আমাদের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলিওকেও দেখতে হবে। ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ এবং আমাদের সর্বোত্তম ক্ষমতার দ্বারা এই শিক্ষাকে অধ্যয়ন করতে হবে।

বছরের পর বছর, আমরা এই অধ্যয়নটিকে একত্রিত করতে দ্বিধাবোধ করেছি কারণ সর্বসময় আরও অনেক কিছু শেখার বা জানার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমরা বহু বছর ধরে এই অধ্যায়নটি লেখার কাজ করছি, এবং তবুও আমরা জানি এটি কেবলমাত্র প্রার্থনার একটি ভূমিকা হতে পারে - একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রার্থনার মহান সত্যের উপর সম্পূর্ণ পুস্তক লেখা অসাধ্য ব্যাপার তবুও আমরা কিছু অধ্যায়ের দ্বারা এটিকে যত সম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের প্রার্থনা যেন ঈশ্বর আপনাকে এই অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনার জীবনে প্রার্থনার অভিজ্ঞতাকে অনুভব করতে সাহায্য করবেন।

আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কেন আমরা এই অধ্যায়নে শাস্ত্রবাক্য ব্যবহার করেছি - আমরা শুধুমাত্র রেফারেন্স ব্যবহার করলে আমরা হয়ত অন্য কিছু বলতে পারতাম। বছরের পর বছর ধরে শত শত বাইবেল ছাত্রদের প্রশ্ন করার পর, আমরা খুব কমই খুঁজে পেয়েছি যারা বলতে পারে যে তারা অধ্যয়নের সময় বইয়ে দেওয়া রেফারেন্সগুলো দেখেছে। আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে এটি আমাদের বা কোন লেখকের কথা নয়, যা জীবন্ত এবং শক্তিশালী। আমাদের কথাগুলি কেবলমাত্র তিনি যা বলেছেন তার একটি ভূমিকা হিসাবে ধরা হতে পারে, বাইবেলের সম্পূর্ণতা থেকে "একত্রিত করা"। ঈশ্বর আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর বাক্য কখনই অকার্যকর হয় না। তিনি সদা সতর্ক, সক্রিয়ভাবে তাঁর বাক্যের কার্যের উপর নজরদারি করছেন। এটা তাঁর বাণী যা আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে থাকে । অতএব, আমরা সর্বদা তাঁর বাক্যকে জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে; তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি, সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে।

(যিশাইয় ৫৫:১১)

তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ভাল দেখিয়াছ, কেননা আমি আপন বাক্য সফল করিতে জাগ্রৎ আছি।

(যিরমিয় ১:১২)

তোমার বাক্য সকল পাওয়া গেল, আর আমি সেগুলি ভক্ষণ করিলাম, তোমার বাক্য সকল আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল; কেননা হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত।

(যিরমিয় ১৫:১৬)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	*প্রার্থনা কি?*	*08*
দ্বিতীয় অধ্যায়	*মৌলিক বিষয়কে বোঝা*	*19*
তৃতীয় অধ্যায়	*যীশু প্রার্থনা করেছিলেন*	*32*
চতুর্থ অধ্যায়	*প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান*	*43*
পঞ্চম অধ্যায়	*প্রার্থনা ফল নিয়ে আসে*	*57*
ষষ্ঠ অধ্যায়	*সফল প্রার্থনাশীল জীবনে প্রবেশ*	*74*
সপ্তম অধ্যায়	*বিশ্বাসের রব*	*90*
অষ্টম অধ্যায়	*সামর্থ্যের সহিত প্রার্থনা*	*107*
নবম অধ্যায়	*ঈশ্বরের হৃদয়-আর্তনাদ*	*121*
দশম অধ্যায়	*"তোমরা যদি আমাতে থাক"*	*135*

প্রথম অধ্যায়

প্রার্থনা কি?

ভূমিকা

সবথেকে শক্তিশালী ক্ষমতা

বর্তমান পৃথিবীতে সত্য প্রার্থনা হল সবথেকে শক্তিশালী ক্ষমতা। সত্য প্রার্থনা আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতাকে প্রকাশিত করে। তবে, দুঃখের কথা এই যে, বর্তমান সময়ে সত্য প্রার্থনার অভাব রয়েছে।

বেশিরভাগ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শেখানো হয়নি, বরং অন্যদের কাছ থেকে শুনে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা শিখেছে।

আমাদের মণ্ডলীতে বুধবার রাতে প্রার্থনা সভা আয়োজন করা হত। আমরা প্রত্যেকে গোল করে বসে নিজেদের এবং পরিবার ও বন্ধুদের সমস্যাগুলির কথা বলতাম। তারপর তারা উত্তর কি হবে সেটি জিজ্ঞেস করত। যখন প্রার্থনা করার জন্য আমরা মাথা নত করতাম, তখন আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয় এটা থাকত যে আমরা কিছু সমস্যা ঈশ্বরকে বলতে ভুলে যাইনি তো। পরের সপ্তাহে, আমরা একই সমস্যা এবং একই উত্তরের জন্য আশার বিষয়ে শুনতাম। কিছু অবাধ্য কিশোরদের সম্পর্কে আমরা তাদের বড় হওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করেছি। আমরা আন্টি হিন্ডার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার ক্যান্সারের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।

মণ্ডলীর প্রার্থনার বিষয়গুলি সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই থাকত। আমাদের প্রার্থনার উত্তর আমরা পাচ্ছিলাম না এবং অবশেষে প্রার্থনা সভায় যাওয়া ছেড়ে দিলাম। প্রার্থনাসভাগুলী একঘেয়ে লাগত, সকলের জীবন নেতিবাচক ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল এবং কারোর জীবনেই বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটছিল না।

এই অধ্যয়নের মাধ্যমে, আমাদের লক্ষ্য হল প্রার্থনার প্রতি একটি নতুন, সতেজ ধারণা তৈরি করা। বাইবেলের অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে, আমরা প্রার্থনা কী এবং কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শিখব।

মরিচা ধরা পেরেক

কয়েক বছর আগে, আমরা আমাদের রান্নাঘর পুনর্নির্মাণ করেছিলাম। আমাদের প্রথম কাজটি ছিল পুরানো ক্যাবিনেট এবং কাউন্টারগুলি, এমনকি কিছু পুরানো দেয়াল, ছাদ এবং মেঝে পুনর্নির্মাণ করা। কাঠের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি খুব শক্ত হয়ে যায় এবং কিছু তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা পেরেক যা টেনে বার করার দরকার ছিল সেগুলিকে বার করতে একটি বড় লৌহদণ্ড লেগেছিল, এবং তাদের মধ্যে কিছু পেরেক বার করার

সময়, সেটা একটি চিৎকারের শব্দ করে বেড়িয়ে আসত যেন তারা প্রতিবাদ করছে।

পুনর্নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করার কয়েক সপ্তাহ পরে, একদিন উপাসনার শুরুতে প্রশংসা করার সময়, আমি হঠাৎ আত্মার মধ্যে দেখতে পেলাম যে একটি দীর্ঘ মরিচা ধরা পেরেককে টেনে বার করা হচ্ছে। এবং সেই একই চিৎকার শুনতে পেলাম। তখন আমি " আমি জিজ্ঞেস করলাম, " প্রভু এটা কি?"

তিনি বললেন, "যে ভুল জিনিসগুলি আপনাকে বছরের পর বছর ধরে শেখানো হয়েছে তাদের অপসারণ করা হয়ত কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের তাদের অবশ্যই বের করে আনতে হবে!

আসুন প্রার্থনা সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনার কিছু "মরিচাধরা পেরেকগুলির" বিষয়ে আলোচনা করি।

প্রার্থনা যেটা নয়

∑ আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য "অনিচ্ছুক" ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করা।

অনেকসময় প্রার্থনা এমন শুনতে লাগে যেন, লোকেরা কার্য করতে অনিচ্ছুক ঈশ্বরের কাছে কিছু ভিক্ষা করছে। তারা জানে ঈশ্বর কাজ করতে পারেন, কিন্তু তাদের জন্য তা করার ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছাকে তারা সন্দেহ করে কারণ তারা নিজেকে খুবই অযোগ্য মনে করে।

∑ ঈশ্বরকে আমাদের সমস্যাগুলী বলা

আমরা লোকেদের ঈশ্বরকে তাদের সমস্যাগুলী বলতে শুনি - যেন তিনি তা আগের থেকে সেগুলি জানেন না - এবং তারপর তারা ঈশ্বরকে তাদের জন্য কি করতে হবে তা বলে।তারা ঈশ্বরকে কি করতে হবে তার প্রতিলিপি দেয় এবং আশা করে ঈশ্বর তাদের জন্য সেটাই করবে।

আমরা যদি সমস্যাগুলি সম্পর্কে ক্রমাগত প্রার্থনা করি, তবে সেগুলি আমাদের মনের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

∑ আমরা কতটা যোগ্য তা ঈশ্বরকে বোঝানো

অনেকে ঈশ্বরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে একজন ব্যক্তি কতটা যোগ্য। "ঈশ্বর, মেরি সর্বদা তোমাকে ভালোবাসে। সে সানডে স্কুলে কুড়ি বছর ধরে শিক্ষকতা করেছে। সে একজন ভাল স্ত্রী এবং মা । আমাদের তার প্রয়োজন রয়েছে, এবং আমরা আপনার কাছে চাই ..." এটি একজন ব্যক্তির সদচরিত্রের উপর বিশ্বাস এবং প্রার্থনা করা।

∑ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে অন্যদের কাছে প্রত্যয়িত করা।

কিছু প্রার্থনা শুনলে মনে হয় যেন তারা ঈশ্বরের সাথে তার যে মহান সম্পর্ক রয়েছে তা অন্যদের বোঝানোর জন্য সে প্রার্থনা করছে।

∑ সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি

আমাদের ঐতিহ্য মণ্ডলীতে অনেক প্রার্থনাগুলী সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রকাশে পরিপূর্ণ ছিল।আমরা অন্যদেরকে ভালো বিষয় শিক্ষা দিতাম, কিন্তু বাস্তবে নিজেরাই আমাদের প্রিয় মানুষদের অভিশাপও দিচ্ছিলাম। যখন আমরা লোকেদেরকে কোন বিষয়ে প্রার্থনা করতে বলতাম, তখন আমরা নিজেরা পরচর্চা করতাম। "আমি আপনাদেরকে এই বিষয়গুলী এই কারনেই বলছি যাতে আপনি কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা জানতে এবং শিখতে পারেন," অনেক কথোপকথনের একটি প্রস্তাবনা হয়ে উঠেছে। যাতে আপনি অন্যদের কাছে সঠিক উদাহরন হয়ে ওঠেন।

আমরা যাকে প্রার্থনা বলেছি তা হল আমাদের চারপাশে ঘটে চলা মন্দতার মৌখিক তালিকা। প্রার্থনার পরিবর্তে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়ে দিই!

প্রার্থনা হল

প্রার্থনার অনেকরকম রূপ রয়েছে। যত খ্রীষ্ট বিশ্বাসী এবং পরিস্থিতি রয়েছে প্রায় তত পন্থা রয়েছে। একটি পন্থা ঠিক তো অন্যটি ভুল। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেন আমরা তার পরিচালনার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত কিছুর দ্বারা কার্যকারী হতে পারি।

বাইবেলে প্রার্থনার জন্য বিভিন্ন রকমের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ঈশ্বরের সহিত কথা বলা

প্রার্থনা হল খ্রীষ্টীয় জীবন প্রকাশের সহজতম রূপ। এটি হল ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। এটি হল একজন বিশ্বাসীর তার শিশুসুলভ বিশ্বাস নিয়ে অন্তর হতে পিতার নামকে ডাকা।

গালাতীয় ৪:৬ আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি “আব্বা, পিতা” বলিয়া ডাকেন।

যাচ্ঞা বা অনুরোধ করা

প্রার্থনা হল প্রয়োজনীয় আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করা, বা তাঁর কাছে আমাদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করা।

১বংশাবলী ৪:১০ আর যাবেষ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ডাকিলেন, বলিলেন, আহা, তুমি সত্যই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক; আর আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্য মন্দ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার যাচিত বিষয় দান করিলেন।

যীশু আমাদের যাচ্ঞা করতে বলেছেন।

মথি ২১:২২ আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সে সকলই পাইবে।

যোহন ১৬:২৩খ, ২৪ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে

তোমাদিগকে তাহা দিবেন। এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আবেদন করা

"আবেদন" শব্দের অর্থ হল সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন করি, তখন আমরা স্বীকার করি যে আমরা নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম এবং ঈশ্বরের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১শমূয়েল ১:১৭ তখন এলি উত্তর করিলেন, তুমি শান্তিতে যাও; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা যাচ্ঞা করিলে, তাহা তিনি তোমাকে দিউন।

মিনতি করা

প্রার্থনা হল মিনতি করা অর্থাৎ বিনীতভাবে বা আন্তরিকভাবে কিছু চাওয়া।

১রাজাবলী ৮:৩৩ তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুর সম্মুখে আহত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার তোমার দিকে ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি করে;

অনুনয় করা

প্রার্থনা বিনতি আকারে হতে পারে অর্থাৎ আন্তরিকভাবে চাওয়া বা অনুনয় করা।

যাত্রাপুস্তক ৮:৮ক পরে ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর, যেন তিনি আমা হইতে ও আমার প্রজাদিগের হইতে এই সকল ভেক দূর করিয়া দেন...।

মধ্যস্থতা করা

প্রার্থনা হল মধ্যস্থতা করা যা একে অপরের জন্য করা হয়ে থাকে।

যিশাইয় ৫৩:১২ এই জন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্ম্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

আরধনাস্বরূপ

প্রকাশিত বাক্যে, প্রার্থনাকে কেবল সুগন্ধি ধূপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি বরং ধূপ দ্বারা প্রার্থনা উৎসর্গকৃত করার কথা বলা হয়েছে । সুগন্ধি ধূপ হল আরধনার একরূপ যা ধার্মিকগণের প্রার্থনাস্বরূপ।

প্রকাশিত বাক্য ৫:৮ তিনি যখন পুস্তকখানি গ্রহণ করেন, তখন ঐ চারি প্রাণী ও চব্বিশ জন প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে একটী বীণা ও

সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি ছিল; সেই ধূপ পবিত্রগণের প্রার্থনাস্বরূপ।

এটি কতটা সুন্দর বিষয় যে ধার্মিকগনের সকল প্রার্থনা স্বর্গের স্বর্ণময় বাটিতে গচ্ছিত হয়ে থাকে। কোন প্রার্থনাগুলী গচ্ছিত হবার জন্য যোগ্য? অবশ্যই ত্রুটি, পাপ, অভিযোগ, উদ্বেগ এবং স্বার্থপরতার প্রার্থনাগুলী নয় বরং, ক্রুশেতে করা যীশুর প্রার্থনার মত প্রার্থনাগুলী সেখানে গচ্ছিত হয়ে থাকে।

লুক ২৩:৩৪ক তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।

অবশ্যই শহীদ হবার সময় স্টিফানের আরাধনাস্বরূপ প্রার্থনা স্বর্গে গচ্ছিত করা হয়েছে।

প্রেরিত ৭:৫৯-৬০ এদিকে তাহারা স্তিফানকে পাথর মারিতেছিল, আর তিনি ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। পরে তিনি হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, প্রভু, ইহাদের বিপক্ষে এই পাপ ধরিও না। ইহা বলিয়া তিনি নিদ্রাগত হইলেন। আর শৌল তাঁহার হত্যার অনুমোদন করিতে ছিলেন।

সেবা

তাঁর লোকেদের জন্য প্রার্থনা করা ঈশ্বরের একটি সত্যিকারের সেবা।

লুক ২:৩৭ আর চৌরাশী বৎসর পর্য্যন্ত বিধবা হইয়া থাকেন, তিনি ধর্ম্মধাম হইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে রাত দিন উপাসনা করিতেন।

প্রেরিত পৌল ইপাফ্রাকে প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করার কথা লিখেছিলেন।

কলসীয় ৪:১২ ইপাফ্রা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন, তিনি ত তোমাদেরই এক জন, খ্রীষ্ট যীশুর দাস; তিনি সতত প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতেছেন, যেন তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাতে সিদ্ধ ও কৃতনিশ্চয় হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।

ঈশ্বরের সহিত সহভাগীতা

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে তার সহিত সহভাগীতা করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি দিনের শীতলতার মধ্যে নেমে আসতেন এবং তাদের সহিত গমনাগমন করলেন যতদিন না পাপ আদম ও হবার মধ্যে প্রবেশ করল। সেই দিন থেকে এখন পর্যন্ত, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করার এবং কথা বলার গভীর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সহিত সহভাগীতা। ঈশ্বর যেমন তাঁর বাক্য এবং তাঁর আত্মার মাধ্যমে মানুষের সাথে কথা বলেন, তেমনি মানুষ প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সাথে কথা বলে থাকে।

"সহভাগীতা" কথার অর্থ হল, আমাদের গভীরতম চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতি একে অপরের সাথে ভাগ করে নেওয়া। অর্থাৎ এক দ্বিমুখী কথোপকথন।

আপনি কি কখনও এমন একজন ব্যক্তির সাথে সময় কাটিয়েছেন যে আপনি কি ভাবছেন বা অনুভব করছেন তা জানতে চায়নি কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার চাকরি, পরিবার, বাড়ি, গাড়ি, সমস্যার কথা শুধু বলেছে? হয়ত কিছু সময় পর, আপনার মনে হয়েছে কেন আমি সেখানে গেছিলাম।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আচরণও অনেকসময় এমন হয়ে থাকে।আমরা আমাদের সমস্যার তালিকা নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একতরফা কথোপকথন করে থাকি। তারপর, ঠিক যখন ঈশ্বর উত্তর দিতে শুরু করেন, তখন আমরা ভাবি হয়ত সময় ফুরিয়ে গেছে এবং তাড়াহুড়ো করে প্রার্থনা শেষ করে ফেলি। ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা করার জন্য, আমাদের অবশ্যই তার সাথে কথা বলতে হবে এবং তাকে আমাদের সাথে কথা বলতে দিতে হবে।

এক অন্তহীন তালিকা

আমাদের ঈশ্বর হলেন অন্তহীন বৈচিত্র্যের ঈশ্বর- তিনি হলেন বৈচিত্র্যময়। আমাদের প্রার্থনা করার পন্থাও অন্তহীন।

গীতসংহিতা হল প্রার্থনার উপর একটি অসাধারণ পুস্তক এতে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন, ঈশ্বরকে ডাকা, ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করা এবং ঈশ্বরের কাছে হাত তুলে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

চুক্তি, বিশ্বাস, মুক্তি, যুদ্ধ, কর্তৃত্ব এবং আরও অনেক কিছু বিষয়ের প্রার্থনা রয়েছে। সমস্ত সত্য প্রার্থনা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে।

হিতোপদেশ ১৫:৮খ কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার সন্তোষজনক।

এক সাধারণ সংজ্ঞা

আসুন প্রার্থনার একটি সহজ সরল সংজ্ঞা দেখি।

প্রার্থনা হল প্রভুর সামনে একটি পরিস্থিতিকে তুলে ধরা, তাঁর উত্তর শোনা, এবং পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করা। প্রার্থনা স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে আসে।

প্রার্থনার দুটি ভাষা

আত্মা- বুদ্ধি

প্রেরিত পৌল প্রার্থনার দুটি ভাষার কথা বলেছেন -আত্মার সহিত এবং বুদ্ধির সহিত।

১করিন্থীয় ১৪:১৪,১৫ক কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে।তবে দাঁড়াইল কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব;

পৌল আত্মা এবং বুদ্ধি উভয়েই প্রার্থনা করেছিলেন। এর অর্থ এই কি তিনি একবার একপ্রকার আরেকবার অন্যভাবে প্রার্থনা

করেছিলেন বা তিনি প্রথমে আত্মায় প্রার্থনা করেছিলেন এবং পরে বুদ্ধিতে প্রার্থনা করেছিলেন?

ইফিষীয় পুস্তকে তিনি যুদ্ধসজ্জার কথা বলেছেন, আমরা অনেকসময় এই অংশটিকে এই বিষয়েই ভেবে থাকি কিন্তু এই একই অংশে প্রার্থনার বিষয়ও অনেক কিছু বলা হয়েছে।

ইফিষীয় ৬:১৭-২০ এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর। সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক, সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি কর, যেন মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়, যাহাতে আমি সাহস পূর্ব্বক সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি, যাহার নিমিত্ত আমি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি; যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন সেই বিষয়ে সাহস দেখাইতে পারি।

প্রেরিত পৌল বলছেন, আমাদের পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে আত্মায় প্রার্থনা করতে হবে। কেন? তিনি এটি ব্যক্তিগতকৃত করেছেন। " যাহাতে আমি সাহস পূর্ব্বক সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি, যাহার নিমিত্ত আমি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি; যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন সেই বিষয়ে সাহস দেখাইতে পারি"।

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি এবং আত্মায় প্রার্থনা করি, তখন আমাদের চিন্তাভাবনা সকল ফলপ্রসূ হয়। ঈশ্বর আমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় উদঘাটিত করেন। আমাদের হৃদয় আলোকিত হয়ে ওঠে এবং তারপর আমরা সাহসের সহিত এবং সঠিকভাবে বোধগম্যতায় প্রার্থনা করতে সক্ষম হয়ে উঠি।

আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা

® অনুগ্রহ এবং যাচ্ঞা

সখরিয় যখন পবিত্র আত্মার আগমনের ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন, তিনি তাকে অনুগ্রহ এবং যাচ্ঞার (অপূরণীয় অনুগ্রহ এবং প্রার্থনা) আত্মা বলে উল্লেখ করেছিলেন।

সখরিয় ১২:১০ক আর দায়ূদ-কুলের ও যিরূশালেম-নিবাসীদের উপরে আমি অনুগ্রহের ও বিনতির আত্মা সেচন করিব;

® যাতে আমরা জানতে পারি

প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন,

১করিন্থীয় ২:১২, ১৪ কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।

কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।

প্রেরিত যোহন লিখেছিলেন,

যোহন ১৬:১৩ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।

® পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করা

যিহুদা পুস্তকে আমরা পাই,

যিহুদা ১:২০ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে,

পৌল লিখেছেন,

ইফিষীয় ৬:১৮ সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক,

এখন প্রশ্ন আসে যে, আমরা কি আমাদের সাধারণ ভাষা দিয়ে পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করতে পারি? হ্যাঁ আমরা পারি। আমরা এটা করছি তখন বুঝতে পারি যখন আমরা নিজেদেরকে এমন কিছু প্রার্থনা করতে শুনি যা আমরা নিজেরাও জানি না।

প্রথমবার এটি আমার সাথে ঘটেছিল, যখন আমি একজন সহকর্মীর সাথে প্রার্থনা করছিলাম এবং আমি জোরপূর্বক দেউলিয়ার আঘাত মুঝে যাবার বিষয়ে প্রার্থনা করছিলাম। আমি জানতাম না যে সে কখনও দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন হয়েছিল কিনা। প্রার্থনা শেষ হলে আমরা একে অপরের দিকে যখন তাকালাম। আমি ভাবছিলাম, "তার দেউলিয়া না হলে কি হবে।" কিন্তু তার প্রথম কথা ছিল, " আপনি আমার দেউলিয়ার বিষয়ে যে জানেন তা আমি জানতাম না।" এই শুনে আমি চমৎকৃত হলাম।

® প্রার্থনা এবং পবিত্র আত্মার দান

প্রার্থনা এবং পবিত্র আত্মার উপহারগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হওয়া এক শক্তিশালী বিষয়! সাধারণত, আমরা আত্মায় অর্থাৎ পরভাষায় প্রার্থনা করার সময় এমন বিষয়ে প্রার্থনা করি যা আমরা হয়ত সাধারণভাবে জানি না।। এই জ্ঞান পরভাষা এবং তার ব্যাখ্যার দান, জ্ঞানের বাক্য বা প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে এসে থাকে।

পবিত্র আত্মার উপহারগুলি তখনি কার্যকর হয় যখন আমরা হঠাৎ এমন কিছু জেনে যাই যা হয়ত আগে জানতাম না। আমরা জানি কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে, এবং যেহেতু আমরা এইমাত্র

ঈশ্বরের কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে জেনেছি, তাই আমাদের বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যখন আমরা বিশ্বাসের উপহারে কাজ করি, তখন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে থাকে।

® অবক্তব্য আর্ত্তস্বর

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

রোমীয় ৮:২৬, ২৭ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।

আপনার সাথে কি এমন কখনো ঘটেছে যা আপনাকে অনেক আঘাত করেছে যা কিনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না? দৈহিকভাবে হয়ত আপনি চেয়ার থেকে হাঁটুতে পরে গেছেন বা মেঝেতে পরে গেছেন। হৃদয়ের গভীরে আপনার হয়ত প্রার্থনা করার ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু আপনি এতটা ব্যাথার মধ্যে রয়েছেন যে আপনি তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছেন না। কিছু সময় পরে আপনার অনুভুতি হচ্ছে যে আপনার ভাষার, চিন্তাভাবনার উদ্ধে আপনার এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক যোগাযোগ রয়েছে। এটিকেই বলে অবক্তব্য আর্ত্তস্বর। পবিত্র আত্মা আপনাকে তখন প্রার্থনা করতে সাহায্য করে এবং আপনি হৃদয়ের গভীরে শান্তি অনুভব করেন।

® জীবন্ত জলের ফোয়ারা এবং নদী

এটি হল পবিত্র আত্মার ফোয়ারা যা বিশ্বাসীদের মধ্যে হতে প্রবাহিত হয়।

যোহন ৭:৩৮,৩৯ক যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন...।

প্রার্থনার গুরুত্ব

সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষাধিকার

প্রার্থনা হল খ্রীষ্টীয় জীবনের এক সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষাধিকার, এবং বিশেষাধিকার সর্বসময় দায়িত্বকেও নিয়ে আসে। প্রার্থনার উত্তরে আশীর্বাদ আসে এবং যারা প্রার্থনা করে তাদের জন্য "যা কিছু," "সমস্তকিছু," এবং "যে কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের, অন্যদের এবং নিজের উপর তাঁর আশীর্বাদের আদেশ দেওয়ার চমৎকার সুযোগ দিয়েছেন। কি চমৎকার দায়িত্ব আমাদের প্রদান করা হয়েছে এবং তাই যখন আমরা প্রার্থনা করি না তখন অন্যদের এবং আমাদের নিজেদের কী ক্ষতিই না করে থাকি।

যীশু প্রার্থনা করতে বলেছেন

যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন।

মথি ৬:৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্ত্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।

যীশু বলেননি, "যদি তোমরা প্রার্থনা কর"। তিনি বলেছেন, "যখন তোমরা প্রার্থনা কর"। তিনি তাঁর শিস্যদের এবং আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন।

মহান ব্যক্তিরা প্রার্থনা করেছেন

বাইবেলের প্রত্যেকটি বাক্য এবং ঘটনার কারন রয়েছে এবং সেখানে আব্রাহাম, মোশি, ইলিশা, এলিয়, হিষ্কিয়, যিরমীয়, দানিয়েল, যোনা, মনিশিঃ, নহিমিয়, জাবেজ, ইপাফ্রা, পৌল এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যীশুর প্রার্থনার বিষয় বর্ণিত রয়েছে।

প্রথম মণ্ডলী প্রার্থনা করেছিল

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে প্রার্থনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

প্রেরিত ১:১৪ ইহাঁরা সকলে স্ত্রীলোকদের, এবং যীশুর মাতা মরিয়মের ও তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে একচিত্তে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রহিলেন।

প্রেরিত ২:৪২ আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।

প্রেরিত ১২:৫, ১২ এইরূপে পিতর কারাবদ্ধ থাকিলেন, কিন্তু মণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে একাগ্র ভাবে প্রার্থনা হইতেছিল।

এই বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি মরিয়মের বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন, ইনি সেই যোহনের মাতা, যাঁহাকে মার্ক বলে; সেখানে অনেকে একত্র হইয়াছিল ও প্রার্থনা করিতেছিল।

প্রেরিত ১৩:১, ৩ তখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বার্ণবা, শিমোন, যাঁহাকে নীগের বলে, কুরীণীয় লুকিয়, হেরোদ রাজার সহপালিত মনহেম, এবং শৌল নামে কয়েক জন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন। তখন তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনা এবং তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

সারাংশ - প্রার্থনা কি?

প্রার্থনা আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য অনিচ্ছুক ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করা নয়। এটা ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত সমস্যা বলার সময় নয়। এটা আমাদের বা অন্য কারোর যোগ্যতাকে ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করার বিষয় নয় আমরা কতটা আধ্যাত্মিক তা অন্যদের বোঝানোর উপায়ও এটি নয়।

প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের একটি সময় - একজন অত্যন্ত করুণাময়, চমৎকার বন্ধুর সাথে কথা বলার এবং তাঁর

উত্তর শোনার মত। প্রার্থনা আমাদের এবং অন্যদের প্রয়োজনগুলীকে নিয়ে তাঁর কাছে আসার একটি সময়।

ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রার্থনা করার দুটি উপায় প্রদান করেছেন -আত্মার সহিত এবং জ্ঞানের সহিত। তিনি আমাদেরকে আত্মার সহিত প্রার্থনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন যতক্ষণ না আমাদের চিন্তাভাবনা আলোকিত হয় যাতে আমরা আমাদের পরিস্থিতিতে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রার্থনা করতে পারি।

প্রার্থনা প্রতিটি বিশ্বাসীর বিশেষাধিকার এবং দায়িত্ব।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আপনার অবস্থান সমর্থন করার জন্য কমপক্ষে দুটি শাস্ত্র বাক্য উল্লেখ করে প্রার্থনার বিষয় আপনার নিজস্ব সংজ্ঞা লিখুন।

২। প্রেরিত পৌল দ্বারা উল্লেখিত প্রার্থনার দুটি ভাষা কি কি? তারা কিভাবে একসাথে প্রবাহিত হয় তা বর্ণনা করুন।

৩। প্রার্থনা আপনার জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

দ্বিতীয় পাঠ

মৌলিক বিষয়কে বোঝা

কার্যকরভাবে প্রার্থনা করার আগে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, কে প্রার্থনা করতে পারে - খ্রীষ্টে আমাদের অবস্থান কী - এবং আমাদের কর্তৃত্ব কি রয়েছে।

কে প্রার্থনা করতে পারে?

পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনায় - ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যীশুতে বিশ্বাস, -সর্বদা শোনা যায়। ক্রুশেতে টাঙ্গানো দস্যু প্রার্থনা করেছিল এবং উত্তর পেয়েছিল।

লুক ২৩:৪২, ৪৩ পরে সে কহিল, যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন।

তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।

কর আদায়কারী প্রার্থনা করেছিল এবং তাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছিল।

লুক ১৮:১৩ কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর।

প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য এক চমৎকার বিশেষাধিকার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার অধিকার আমাদের প্রদান করা হয়েছে। আসুন শাস্ত্র হতে কিছু উদাহরন দেখি যে কারা প্রার্থনা করতে পারে এবং তারপর আমরা ঈশ্বরদত্ত স্থান এবং কর্তৃত্বের বিষয়ে আলোচনা করব।

শাস্ত্র হতে উদাহরন

জাতি, আর্থিক সাফল্য ঈশ্বর দেখেন না । ঈশ্বর সেই লোকেদের কথা শুনে থাকেন যারা তাঁর নামে আহুত, যারা নিজেদের নম্র করে, এমন লোকেরা যারা তাঁকে আনন্দিত করে, যারা প্রভুর কাছে তাদের জীবনকে সমর্পণ করে।

® ঈশ্বরের লোক

২বংশাবলী ৭:১৪ আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

® যারা প্রভুতে আনন্দ করে

গীতসংহীতা ৩৭:৪ আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ করিবেন।

® যারা তাহাতে নির্ভর করে

গীতসংহীতা ৩৭:৫ তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, তাঁহাতে নির্ভর কর, তিনিই কার্য্য সাধন করিবেন।

® নম্র

গীতসংহীতা ১০:১৭ হে সদাপ্রভু, তুমি নম্রদের আকাঙ্ক্ষা শুনিয়াছ; তুমি তাহাদের চিত্ত সুস্থির করিবে, তুমি কর্ণপাত করিবে।

® দরিদ্র এবং দীনহীন

গীতসংহীতা ৬৯:৩৩ক কেননা সদাপ্রভু দরিদ্রদের কথা শ্রবণ করেন.....

গীতসংহীতা ১০২:১৭ তিনি দীনহীনদের প্রার্থনার দিকে ফিরিয়াছেন, তাহাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করেন নাই।

® দুঃখভোগ

যাকোব ৫:১৩ক তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখ ভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা করুক।

® নিপীড়িত

যিশাইয় ১৯:২০ তাহা মিসর দেশে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে চিহ্ন ও সাক্ষীস্বরূপ হইবে; কেননা তাহারা উপদ্রবীদের ভয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিবে, এবং তিনি এক জন তারক ও মহাবীরকে পাঠাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

যাকোব ৫:৪ দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়াছে, তাহারা তোমাদের দ্বারা যে বেতনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার চীৎকার করিতেছে, এবং সেই শস্যচ্ছেদকদের আর্ত্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

® বিধবা এবং পিতৃহীন

যাত্রাপুস্তক ২২:২২, ২৩ তোমরা কোন বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীনকে দুঃখ দিও না।তাহাদিগকে কোন মতে দুঃখ দিলে যদি তাহারা আমার নিকটে ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের ক্রন্দন শুনিব।

® বুদ্ধিহীনদের

যাকোব ১:৫ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।

® সত্যের অন্বেষণকারী

প্রেরিত ১০:৩০, ৩১ তখন কর্ণীলিয় কহিলেন, অদ্য চারি দিন হইল, আমি এত বেলা পর্য্যন্ত নিজ গৃহ মধ্যে নবম ঘটিকার প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে, দেখুন, তেজোময় বস্ত্র

পরিহিত এক পুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তিনি কহিলেন, 'কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং তোমার দান সকল ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ করা হইয়াছে।

® ধার্মিক

হিতোপদেশ ১৫:২৯ সদাপ্রভু দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন, কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকদের প্রার্থনা শুনেন।

খ্রীষ্টে আমাদের স্থান

আমরা কীভাবে প্রার্থনা করব তা বোঝার জন্য, প্রথমে খ্রীষ্টে আমাদের অবস্থান কি তা বুঝতে হবে। অনেক বছর ধরে, আমরা ঈশ্বরের কাছে "দুর্ভাগা হারানো পাপী" হিসাবে এসেছি। আমরা অযোগ্যতা এবং নিন্দার অনুভূতি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছি। আমরা নিজেদেরকে এতটাই নিঃস্ব হিসেবে দেখেছি যে, ঈশ্বর আমাদের বিষয়ে চিন্তা করবেন, আমাদের কথা শুনবেন বা আমাদের মাধ্যমে কাজ করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এভাবে কখনই দেখেন না।

আমরা দুর্ভাগা হারানো পাপী ছিলাম, কিন্তু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা পাপের দাসত্ব হতে উদ্ধার হয়েছি। আমরা এক মনোনীত প্রজন্ম, এক রাজকীয় বংশ হয়েছি। যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের নিজেদেরকে এইভাবে দেখতে হবে।

পাপ সর্বদা এক বাঁধাস্বরূপ

® বলিদান প্রদান করা হয়েছে

যখন আদম এবং হবা পাপ করেছিলেন, তখন তাদের আর ঈশ্বরের সাথে মুক্ত যোগাযোগ ছিল না। যেখানে তারা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি হাঁটতে এবং কথা বলতে পারত তাদের সেই এদেন উদ্যান ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের আবরণ পরিধিত করার দ্বারা প্রথম রক্ত বলি প্রদান করেছিলেন।

আদিপুস্তক ৩:৮-১০, ২১ পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়?

তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি।

আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাইলেন।

আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে, আমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে কয়িন এবং হেবলের নৈবেদ্য - বলি-উৎসর্গের ঘটনা দেখতে পাই। একটি গ্রহণ করা হয়েছিল, অন্যটি হয়নি। কেন? কারন কয়িন রক্তপাত ছাড়াই প্রভুর সামনে এসেছিলেন।

আদিপুস্তক ৪:২খ, ৫ক হেবল মেষপালক ছিল, ও কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল। পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কএকটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না।

মোশির মাধ্যমে, ঈশ্বর আইন প্রদান করেছিলেন এবং বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎসর্গের নিয়ম করেছিলেন। তবে সমস্ত পুরাতন নিয়মের, পুরাতন চুক্তির সময়ে ঈশ্বর পুরুষ ও মহিলাদের জন্য তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য উৎসর্গ অর্থাৎ নির্দোষ পশুদের রক্তপাতের মাধ্যমে উপায় প্রদান করেছিলেন।

সমস্ত উৎসর্গই ঈশ্বর হতে আগত মেষশাবকের নিখুঁত উৎসর্গকে নির্দেশ করে থাকে।

® যাজকত্ব স্থাপিত

ঈশ্বর যাজকদের মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারা জনগণের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গগুলী সম্পাদন করত। ঈশ্বর এক মহাযাজক নিযুক্ত করেছিলেন সেই পুরোহিত যিনি বছরে একবার মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করে পাপাবরনের সম্মুখে আসতেন। তিনি, যথাযথ পদ্ধতিতে উৎসর্গ সম্পাদন করার পর, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারতেন।

যাত্রাপুস্তক ২৫:১৭, ২১,২২ক পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণে আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত করিবে। তুমি এই পাপাবরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবে, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখিবে। আর আমি সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব...

যাজকের কার্যগুলী আমাদের সেই মহাযাজক অর্থাৎ যীশুর দিকে নির্দেশ করে থাকে।

যীশু হলেন

® আমাদের পক্ষে বলি

যীশু ক্রুশেতে মৃত্যুবরণের দ্বারা, তিনি আমাদের পাপের জন্য নিখুঁত, সম্পূর্ণ বলিদান প্রদান করলেন। তিনি পাপের নিমিত্ত সমস্ত শাস্তিকে মুছে দিলেন।

ইব্রীয় ৯:২৬খ-২৮ক কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক বার, যুগপর্য্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়াছেন। আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত এক বার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও 'অনেকের পাপভার তুলিয়া লইবার' নিমিত্ত এক বার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন..।

ইব্রীয় ১০:১২-১৪ কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন, এবং তদবধি অপেক্ষা করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার

পাদপীঠ না হয়। কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন।

® আমাদের মহাযাজক

ইব্রীয় পুস্তকটি আমাদের দেখায় কিভাবে খ্রীষ্ট, তাঁর নিজের রক্তের দ্বারা, আমাদের মহাযাজক হলেন এবং প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসার পথকে খুলে দিলেন।

ইব্রীয় ২:১৭ অতএব সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কার্য্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন।

ইব্রীয় ৯:১১, ১৪ কিন্তু খ্রীষ্ট, আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসম্পর্কীয়, তবে, যিনি অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার!

® আমাদের পথ

যোহন ১৪:৬ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।

মন্দিরে একটি ভারী পর্দা ছিল যা পবিত্র স্থানকে আলাদা করে - যেখানে পুরোহিতরা পরিচর্যা করতে পারে - মহাপবিত্রস্থান - সেই জায়গা যেখানে শুধুমাত্র মহাযাজক পরিচর্যা করতে পারে। এই পর্দা ঈশ্বর এবং মানবজাতির উপস্থিতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। বছরে মাত্র একবার এই পর্দার মধ্য হতে মহাযাজক ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারত।

যেইমুহূর্তে যীশু ক্রুশে প্রান দিলেন, সেই পর্দাটি উপর হতে নীচ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে ভাগ হয়ে গেল।

মথি ২৭:৫০,৫১ক পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন। আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল...

আজ, আমরাও পর্দার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসি - অর্থাৎ যীশুর দ্বারা, ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে। আমাদের আর প্রায়শ্চিত্তের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আমাদের আর যাজকের কাছে আমাদের পাপের জন্য বলি আনতে হবে না এবং তাকে আমাদের জন্য বলি উৎসর্গ করতে হবে না। পুরাতন নিয়মের যাজকদের মতোই আমাদেরকেও, বিশুদ্ধ হৃদয়ে বিশ্বাসে নিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে হবে।

ইব্রীয় ১০:১৮-২২ ভাল, যে স্থলে এই সকলের মোচন হয়, সেই স্থলে পাপার্থক নৈবেদ্য আর হয় না।অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া, অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া, যে

পথ সংস্কার করিয়াছেন, আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; এই জন্য আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছি।

যীশুর বলিদানের দ্বারা

যীশু আমাদের নিমিত্ত বলি হবার সময় আমাদের জন্য যা করেছিলেন তা বুঝতে আমাদের সম্পূর্ণ জীবন লেগে যাবে। তিনি আমাদের লজ্জাকে নিয়েছেন। তিনি আমাদের অভিশাপ গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের পাপের শাস্তি নিজের উপর নিয়েছেন। তিনি আমাদের নতুন সৃষ্টি করেছেন! তাই এখন, আমরা সাহসের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তাঁর পুত্র ও কন্যা হিসাবে প্রবেশ করতে পারি।

® আমরা ক্রীত হয়েছি

আমাদের মহান মূল্যে দিয়ে ক্রীত করা হয়েছে যাতে আমরা ঈশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ করতে পারি।

১করিন্থীয় ৬:১৯, ২০ অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।

® মনোনীত জাতি

আমরা আর "বেচারা হারানো পাপী" হিসাবে ঈশ্বরের কাছে যেতে চাই না। এখন, প্রতিটি বিশ্বাসী এক মনোনীত বংশের অংশ -একটি রাজকীয় যাজকবর্গ - এক পবিত্র জাতি -- এক বিশেষ প্রজাবৃন্দ!

১পিতর ২:৯ কিন্তু তোমরা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তন কর," যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন।

® রাজা এবং যাজক হওয়া

পিতর বিশ্বাসীদের রাজকীয় যাজকবর্গ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১পিতর ২:৯ কিন্তু তোমরা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ.

প্রেরিত যোহন প্রকাশিত বাক্যে লিখেছিলেন যে যীশু আমাদেরকে তাঁর ঈশ্বর ও পিতার রাজকীয় যাজকবর্গ করেছেন।

প্রকাশিত বাক্য ১:৫খ, ৬ যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার যাজক

করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন।

আমাদের রাজা এবং যাজক করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

∑ **যাজক মধস্থ্যতা এবং রাজা শাসন করে।**

∑ **যাজক অপবিত্র মানুষ এবং পবিত্র ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থ্যতা করে, প্রার্থনা করে।**

∑ **এক রাজা কর্তৃত্ব সহকারে প্রার্থনা করে।**

যীশু যখন জেরুজালেমের পাপের জন্য কাঁদলেন, তখন তিনি একজন যাজক হিসাবে করলেন এবং যাজক হিসাবে এটি আমাদের জন্য একটি সুন্দর উদাহরন।

মথি ২৩:৩৭ হা যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না।

যখন তিনি ঝড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "শান্ত হয়ে যাও"। তখন তিনি রাজা হিসাবে কাজ করছিলেন এবং এই পৃথিবীতে রাজা হিসাবে কাজ করার আমাদের জন্য এটি একটি উদাহরণ।

মার্ক ৪:৩৯ তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল।

® সাহসের সহিত প্রবেশ করা

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদের বলছেন আমরা যেন সাহসের সহিত যীশুর রক্তের মাধ্যমে পবিত্র পবিত্র স্থানে প্রবেশ করি।

ইব্রীয় ১০:১৯ আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি..

আমাদের অবস্থান কি রয়েছে?

বিশ্বাস এবং বাধ্যতার সাথে চলা প্রতিটি বিশ্বাসীর, যীশুর রক্তের দ্বারা উদ্ধারের মাধ্যমে এবং আমাদের মহাযাজক যীশুর মধ্যস্থ্যতাঁর দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। এই কারণেই আমাদেরকে সাহসের সাথে এবং বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে বলা হয়েছে।

ইব্রীয় ১০:২২ এই জন্য আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছি।

ইব্রীয় ৪:১৬ অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।

যারা খ্রীষ্টের রক্তকে সঠিক স্থান এবং মূল্য দেয় তারাই, প্রার্থনায় সাহসের এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারে।

খ্রীষ্টে আমাদের অধিকার

অনেকে প্রশ্ন করে, "ঈশ্বর যদি সার্বভৌম হন এবং তিনি যা করতে চান তা করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন প্রার্থনা করব?

"কেন ঈশ্বর স্বর্গে যেমন মন্দকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমন পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে দেন না?

"সম্ভবত আমরা চিন্তা করে থাকি যে, যদি আমরা যথেষ্ট দীর্ঘ, কঠিন, বা যথেষ্ট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, অথবা যদি আমরা যথেষ্ট কান্নাকাটি করি, তাহলে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য রাজি করতে পারি।

"কিছু কারণবশত, ঈশ্বরের পৃথিবীতে কাজ করতে অনিচ্ছুক বলে মনে হয়, হয়ত আমাদের প্রার্থনা তাকে তা করতে রাজি করতে পারে। কেন ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতিতে সার্বভৌমভাবে কাজ করেন না?

"হয়তো তিনি এটি বুঝতে পারেন না, এবং আমাদের তাকে এটি সম্পর্কে বারবার বলা উচিত - যতক্ষণ না আমরা যা চাই তা তিনি না করা পর্যন্ত তাকে স্মরণ করিয়ে দিই।"

ঈশ্বর কে?

শার্লি গুথিরে লিখেছেন, "ঈশ্বর একজন মহান স্বর্গীয় দাদু নন যিনি আমাদের জন্য সবকিছু করেন এবং আমাদের জীবনকে মসৃণ এবং ব্যথাহীন এবং সহজ করে তোলেন। কিংবা তিনি একজন মহান স্বর্গীয় অত্যাচারী নন যিনি তাঁর স্বেচ্ছাচারী, অপ্রত্যাশিত, শক্তি এবং গৌরব দ্বারা আমাদের আতঙ্কিত করেন।

"বাইবেল আমাদের জীবিত এবং সার্বভৌম ঈশ্বর সম্পর্কে দুটি জিনিস বলে থাকে। একদিকে, তিনি হলেন অসীম, সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম, নিজের মধ্যে যথেষ্ট, তিনি যা খুশি তাই করতে সক্ষম। এবং অন্যদিকে, তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন ঈশ্বর যিনি মানুষের কাছে আসেন এবং নিজেকে অন্তরঙ্গভভাবে ঈশ্বর হিসাবে পরিচিত করেন, যিনি সাহায্য করেন এবং তাদের সঙ্গী হন।

"তিনি অত্যাচারী নন, বা দাদুও নন, আবার উভয়ের সংমিশ্রণও নন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন এমন এক ঈশ্বর, যিনি মানবজাতি হতে মুক্ত তবুও তাদের সাথে আবদ্ধ; অনেক উপরে, তবুও তাদের সাথে; অনেক দূরে, তবুও কাছাকাছি; অনেক শক্তিশালী এবং তবুও প্রেমময়, তিনি প্রেমময় এবং একই সাথে শক্তিশালীও।"

টীকাঃ উপরিক্ত কথাগুলি সি.এল.সি প্রেস, রিচমন্দ, ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত খ্রীষ্টীয় মতবাদ হতে নেওয়া হয়েছে।

আমরা যখন ঈশ্বরকে বোঝার চেষ্টা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মানুষের মন তাকে সম্পূর্ণরুপে বোঝার জন্য

অনেক ক্ষুদ্র। আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি দিকের প্রতি মনোযোগ করে থাকি কিন্তু ঈশ্বর এর থেকে আরও অনেক বড় যা আমাদের বোঝার সাধ্যের বাইরে!

® ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব

ঈশ্বর সার্বভৌম। এই শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের সর্বোচ্চ শাসনকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ঈশ্বর পরম। তিনি কোন বাহ্যিক সংযমের অধীন নন। সকল প্রকার অস্তিত্বই তাঁর আধিপত্যের আওতাভুক্ত।

ঈশ্বরের কোনো সিমাবদ্ধতা নেই, তিনি তাঁর সিমাবদ্ধতাকে ঠিক করেন এবং তাঁর চরিত্রের সীমাবদ্ধতাগুলি তিনিই ঠিক করেন।। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর হলেন নিখুঁত প্রেম এবং তাই তিনি এমন কিছু করেন না যা সেই নিখুঁত প্রেমকে লঙ্ঘন করে থাকে।

মনুষ্য কে?

দাউদ, ঈশ্বর এবং মানবজাতি সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন।

গীতসংহীতা ৮:৪-৯ [বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর? তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ। তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ; – সমস্ত মেষ ও গোরু, আর বন্য পশুগণ, শূন্যের পক্ষিগণ, এবং সাগরের মৎস্য, যাহা কিছু সমুদ্রপথগামী। হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।

অর্পিত কর্তৃত্ব

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং শয়তান এবং তার সমস্ত ভূতকে স্বর্গ থেকে যেই গ্রহে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন সেই একই গ্রহে তাদের রেখেছিলেন।। সৃষ্টির পর আদম ও হবাকে তিনি প্রথম কথা বলেছিলেন যে, "তাদের কর্তৃত্ব হোক"।

আদিপুস্তক ১:২৬, ২৭ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে তাঁর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি তাদের হাতে এই পৃথিবীর কর্তৃত্বকে দিয়েছিলেন!

কর্তৃত্ব অর্থাৎ পরাধীন করা, নিয়ন্ত্রণে আনা, জয় করা, শাসন করা।

ঈশ্বরের দ্বারা পুনর্নির্মিত একটি নিখুঁত পৃথিবীর, নিয়ন্ত্রণ, জয় এবং শাসন করার প্রয়োজন কি ছিল?

এমনকি আদম এবং হবা পাপ করার পরেও, ঈশ্বর তাদের থেকে সেই কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নেননি। মানবজাতি এটি শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিল এবং শয়তান এই জগতের অধিপতি হয়ে ওঠে। চার হাজার বছর ধরে, শয়তান এই কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল এবং যতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক না কেন ঈশ্বর তা ফিরিয়ে নেননি।

কেন? কারন তিনি এটি মনুষ্যকে দত্ত করেছিলেন।

শেষ আদম

যখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রথম আদম কে ছিলেন -এবং কি জন্য তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল - তখন আমরা বুঝতে পারি কেন যীশুর শেষ আদম হয়ে আসা আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম আদমকে এই পৃথিবীতে কর্তৃত্বে করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাকে শয়তান এবং তার দূতদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগীতা করার জন্য।

যীশু শেষ আদম হিসাবে এসেছিলেন - এক নিখুঁত মানব সত্তারুপে। যীশু এই পৃথিবীতে কর্তৃত্বে সহকারে চলতে, শয়তানকে প্রতিরোধ করতে, এবং একটি নিখুঁত জীবনযাপন করে এবং আমাদের বিকল্প হিসাবে ক্রুশেতে মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন - তিনিই হলেন নিখুঁত বলিদান।

১করিন্থীয় ১৫:৪৫ এইরূপ লেখাও আছে, প্রথম "মনুষ্য" আদম "সজীব প্রাণী হইল;" শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যীশু এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে শক্তিতে কাজ করেননি। তিনি তাঁর সমস্ত স্বর্গীয় অধিকারগুলিকে একপাশে রেখে পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে কাজ করেছিলেন - একজন নিখুঁত মানুষ হিসাবে - যেমন ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তেমন।

ফিলিপীয় ২:৬-৮ ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন।

যখন যীশু নৌকায় দাঁড়ালেন এবং প্রকৃতিকে বললেন, "শান্তি, শান্ত হও!" তখন প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেল। এটিই হল আধিপত্য!

ক্রুশেতে মৃত্যুর দ্বারা, যীশু শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন, এবং সমস্ত কর্তৃত্বের চাবিগুলি ফিরিয়ে নিয়ে এবং সেগুলি বিশ্বাসীদের, তাঁর দেহ অর্থাৎ তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছিলেন।

মথি ১৬:১৯ আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

যীশু বলেছিলেন যে তিনি এক মণ্ডলী গড়ে তুলবেন এবং নরকের দরজাও এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। যীশু বলেছিলেন যে আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আবদ্ধ করব তা স্বর্গে আবদ্ধ হবে এবং আমরা পৃথিবীতে যা খুলব তা স্বর্গে খুলে দেওয়া হবে।

যীশু এই কর্তৃত্বের কথা মার্ক পুস্তকে বর্ণিত করেছেন।

মার্ক ১৩:৩৪ কোন ব্যক্তি যেন আপন বাটী ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া প্রবাস করিতেছেন; আর তিনি আপন দাসদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, প্রত্যেকের কার্য্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এবং দ্বারীকে জাগিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

প্রার্থনা করার সময়, আমরা পৃথিবীতে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের শক্তি এবং কর্তৃত্বকে প্রবাহিত করি । স্বর্গে, ঈশ্বরের সমস্ত কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু পৃথিবীতে, তিনি তাঁর কর্তৃত্ব মণ্ডলীকে অর্থাৎ আপনাকে এবং আমাকে প্রদান করেছেন।

পৃথিবীতে যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে তা অবশ্যই খ্রীষ্টের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্য হতে আসা উচিত!

স্বাধীন ইচ্ছা

যেমন ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব এবং অধিকার দিয়েছেন। তেমনি তিনি তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাও দিয়েছেন। যেমন ঈশ্বর মনুষ্যকে দেওয়া কর্তৃত্বের অধিকার লঙ্ঘন করবেন না, তেমনি তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারকেও উল্লঙ্ঘন করবেন না।

ইচ্ছা হল নির্বাচন করার অধিকার। আদম এবং হবাকে ঈশ্বরের বাধ্য বা অবাধ্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

ঈশ্বর আদম এবং হবার মাধ্যমে সমস্ত মানবজাতিকে যে অধিকার দিয়েছিলেন তা কখনও তাদের থেকে হরণ করে নেননি। আমাদের নির্বাচন করার অধিকার আছে। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেও পারি আবার নাও করতে পারি। আমরা তাকে ভালবাসতে পারি, আবার নাও ভালোবাসতে পারি। আমরা তাকে সেবা করতে পারি, বা নাও করতে পারি। প্রতিদিনের প্রতি মিনিটে আমরা সমস্ত কিছুই নিজের ইছায় করতে পারি। তাই আমাদের ইচ্ছার ফলে কোন কিছু ঘটলে তা আমাদের দায়।

কতবার আমরা বিশ্বাসীদের কাছে এই প্রশ্ন শুনতে পাই যে, "ঈশ্বর কীভাবে এমন জঘন্য ঘটনা ঘটতে দিতে পারেন?

ঈশ্বর তা ঘটতে দেন না, বরং আমরা দিই।

এই সত্য নিন্দা আনার জন্য নয়। বরং স্বাধীনতা আনার জন্য। অন্যায় এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের ওপর স্তুপাকৃত হয়ে রয়েছে। মন্দ এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে সত্য প্রায় সমাধিস্থ হয়ে

গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য এখনও সত্য। এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব আমাদেরই। যীশু শয়তানের কাছ থেকে এটা ফিরিয়ে নিয়ে, আমাদের হাতে কর্তৃত্বের চাবি দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে শয়তান এবং তার দূতেরা সেটাই করতে পারে যা মনুষ্য তাদের করার সুযোগ দিয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্টে আমাদের সাহসী হওয়ার সময় এসেছে। আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে শিখতে হবে এবং আমাদের পুনরুদ্ধার করা কর্তৃত্বের সাথে আধিপত্য গ্রহন করতে হবে।

তাঁর নামেতে

আমাদের অবস্থান এবং আমাদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে যীশুতে রয়েছে। তাই আমাদের সর্বদা যীশুর নামে পিতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা যীশুতে গৃহীত; আমরা তাঁহাতে প্রিয়; তাঁর সাথে যৌথ উত্তরাধিকারী। আমাদের যা কিছু আছে তা যীশুতে আছে।

যোহন ১৪:৬, ১৩ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।

আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।

সারাংশ - প্রাথমিক বিষয়কে জানা

ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সহভাগীতা করার জন্য। তিনি দিনের শীতল সময়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, কিন্তু সেই সুন্দর সম্পর্কটি হারিয়ে গিয়েছিল যখন আদম এবং হবা পাপ করল। তিনি তাদের যে কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিলেন তা তারা শয়তানের কাছে সমর্পণ করে দিল এবং সে এই বিশ্বের শাসক হয়ে গেল। ঈশ্বর তার মুখ ফিরিয়ে নিতে পারতেন এবং এই গ্রহ এবং এর সমস্ত কিছু শয়তানের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে পারতেন - কিন্তু তিনি তা করেননি।

ঈশ্বরের পুত্র যীশু, শয়তানের কাছে মনুষ্য যা হারিয়েছিল তা ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হিসাবে তার সমস্ত অধিকারকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং শেষ আদম হিসাবে মনুষ্যরুপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব সহকারে চলেছেন যেমনভাবে নারী ও পুরুষকে চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি আমাদের পাপের শাস্তিস্বরূপ ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা নির্বাচিত প্রজন্মের অংশ হয়েছি - তাঁর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছি। তাঁর দ্বারা, আমরা রাজা এবং পুরোহিত হয়েছি। তিনি আমাদের তাঁর নাম দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের তাঁর কর্তৃত্বকে প্রদান করেছেন।

পুনরোলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আপনার নিজের ভাষায়, কর্তৃত্ব, অর্পিত কর্তৃত্ব এবং স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন।

২। কিসের ভিত্তিতে প্রতিটি বিশ্বাসীর ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করার এবং অনুরোধ করার অধিকার রয়েছে?

৩। কেন ঈশ্বর একজন ব্যক্তির প্রয়োজন দেখে এবং তাদের যাচ্ঞা না দেখে সঠিক সময়ে সঠিক আশীর্বাদ পাঠান না?

তৃতীয় অধ্যায়

যীশু প্রার্থনা করেছিলেন

যীশু খ্রীষ্টীয় জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কাছে উদাহরণ। আমাদের কী করতে হবে তা জানার জন্য, তাঁর জীবনের বিষয়ে অধ্যায়ন করতে হবে। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময়, লোকেরা তাঁর কাছে এসেছিল, তারা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করেছিল এবং তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করেছিলেন। তিনি তাদের মন্দতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের শরীরকে সুস্থ করেছিলেন।

যীশু একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকেও প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন।

যীশু অভাবী লোকেদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন

যীশু এই পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যার সময় যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই লোকেদের প্রার্থনার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। এই উত্তরগুলির মধ্যে আমাদের চমৎকার উৎসাহ প্রদান করে থাকে। আমরা এই প্রার্থনা এবং উত্তরগুলির কয়েকটি দেখব।

আমার ইচ্ছা

এক কুষ্ঠরোগী যীশু কাছে এসে বলল, "যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন"।

তাঁর উত্তরে বললেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও। তিনি এটি বলার দ্বারা পিতার হৃদয়কে প্রকাশ করলেন।

মার্ক ১:৪০-৪২ একদা এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন। তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও। তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগ তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সে শুচিকৃত হইল।

যদি আমাদের প্রার্থনা আরোগ্যতাঁর জন্য হয়, তবে ঈশ্বর এখনও ইচ্ছুক আমাদের আরোগ্য করার জন্য।

শুধুমাত্র বিশ্বাস

আমরা আরোগ্যতা প্রার্থনার উত্তরের আরেকটি উদাহরণ দেখতে পাই, যখন একজন সমাজ অধ্যক্ষ যীশুর পায়ে পড়ে তার মেয়ের জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে ভিক্ষা করেছিলেন। এমনকি তিনি যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, ঠিক তখনি সবচেয়ে খারাপ খবরটি তাঁর কাছে এল। "খুব দেরী হয়ে গেছে, তোমার মেয়ে মারা গেছে।" কিন্তু যীশু বললেন, "ভয় পেও না, শুধু বিশ্বাস কর।" আমাদের জন্যও এটি একটি চ্যালেঞ্জ। যখন আমরা প্রার্থনা করেছি এবং সমস্ত আশাও চলে গেছে, তখনও আমরা যেন বিশ্বাস রাখতে পারি।

মার্ক ৫:২২, ২৩, ৩৫-৪২ আর সমাজের অধ্যক্ষদের মধ্যে যায়ীর নামে এক জন আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন, এবং অনেক বিনতি করিয়া কহিলেন, আমার মেয়েটী মারা যায়, আপনি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থ হইয়া বাঁচে।

তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষের বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিতেছেন?

কিন্তু যীশু সে কথা শুনিতে পাইয়া সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর। আর পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন, এই তিন জন ছাড়া তিনি আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে যাইতে দিলেন না। পরে তাঁহারা সমাজের অধ্যক্ষের বাটীতে আসিলেন, আর তিনি দেখিলেন, কোলাহল হইতেছে, লোকেরা অতিশয় রোদন ও বিলাপ করিতেছে। তিনি ভিতরে গিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ কেন? বালিকাটী মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া, বালিকার পিতামাতাকে এবং আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া, যেখানে বালিকাটী ছিল, সেইখানে প্রবেশ করিলেন, পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকে, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।

তাহাতে বালিকাটী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেননা তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। ইহাতে তাহারা বড়ই বিস্ময়ে একেবারে চমৎকৃত হইল।

আপনার বিশ্বাস দ্বারা

দুই অন্ধ ব্যক্তি যীশু কাছে আর্তনাদ করেছিল।

মথি ৯:২৭-৩০ক পরে যীশু সেখান হইতে প্রস্থান করিলে, দুই জন অন্ধ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর সেই অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল; তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি ইহা করিতে পারি? তাহারা তাঁহাকে বলিল, হাঁ, প্রভু।

তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হউক। তখন তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল।

নির্দিষ্ট

দুই অন্ধ রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। যীশু যখন সেখান থেকে যাচ্ছিলেন, তখন তারা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হে প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া করুন!"

যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, "তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করব?" তারা টাকা নাকি আরোগ্যতা চাইছিল?

মথি ২০:২৯-৩৪ পরে যিরীহো হইতে তাঁহাদের বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল; সেই পথ দিয়া যীশু যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তাহাতে লোক সকল চুপ্ চুপ্ বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিল; কিন্তু তাহারা আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু থামিয়া তাহাদিগকে ডাকিলেন, আর বলিলেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করিব? তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভু, আমাদের চক্ষু যেন খুলিয়া যায়। তখন যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর তখনই তাহারা দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

লক্ষ্য করুন যখন তাদের চারপাশের লোকেরা বলেছিল, "চুপ কর! তাকে একা ছেড়ে দাও," তবুও তারা যীশুর কাছে আর্তনাদ করেছিল। তবুও, তখনও তারা নির্দিষ্ট ছিল না। এই উদাহরণে, আমাদের জন্য দুটি সত্য রয়েছে। অন্যরা আমাদের থামতে বললেও আমাদের প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

মন্দশক্তিকে ধমক

মথি ১৭:১৪-২১ পরে তাঁহারা লোকসমূহের নিকটে আসিলে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া কহিল, প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে মৃগীরোগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, কারণ সে বার বার আগুনে ও বার বার জলে পড়িয়া থাকে। আর আমি আপনার শিষ্যদের নিকটে তাহাকে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে সুস্থ্ করিতে পারিলেন না।

যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তোমরা উহাকে এখানে আমার কাছে আন। পরে যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, আর বালকটী সেই দণ্ড অবধি সুস্থ্ হইল।

তখন শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য আমরা উহা ছাড়াইতে পারিলাম না?

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

শিষ্যরা এই পরিস্থিতিতে তাদের ক্ষমতার অভাব সম্পর্কে যীশুকে প্রশ্ন করেছিল এবং যীশু তাদের কারণগুলী বলেছিলেন সেগুলি হল - তাদের অবিশ্বাস - এবং তার সমাধন হল - প্রার্থনা এবং উপবাস।

যীশুর প্রার্থনাশীল জীবন

আমাদের যা কিছু আছে, এবং আমাদের যা কিছু করতে হবে সবই যীশুর মাধ্যমে। যদি যীশু, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, শেষ আদম, নিখুঁত মানুষ হয়েও ঈশ্বরের সাথে নির্জন সময় কাটিয়ে থাকেন তবে আমাদের আরও কত কিছু না করতে হবে।

প্রার্থনার বিষয়ে অধ্যায়নে যীশুর প্রার্থনার বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কি হতে পারে। অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় লুক পুস্তকে যীশুর প্রার্থনা জীবনের বিষয়ে বেশি দেখা যায়।

নিজের বাপ্তিশ্মে প্রার্থনা করেছিলেন

যীশু তাঁর নিজের বাপ্তিশ্মের সময় প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি কি প্রার্থনা করেছিলেন সেটি লিখিত হয়নি, কিন্তু তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন।

লুক ৩:২১, ২২ আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তাইজিত হয়, তখন যীশুও বাপ্তাইজিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন, আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।"

ভোরের বেলায় একাকী প্রার্থনা করেছিলেন

যীশু ভোরেরবেলায় নির্জন স্থানে প্রার্থনা করেছিলেন।

মার্ক ১:৩৫ পরে অতি প্রত্যূষে, রাত্রি পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নির্জ্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন।

সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রার্থনা করেছিলেন

যীশু বড় কোন সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে প্রার্থনা করতেন।

লুক ৬:১২, ১৩ সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে বাহির হইয়া পর্ব্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরে যখন দিবস হইল, তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে বারো জনকে মনোনীত করিলেন, আর তাঁহাদিগকে 'প্রেরিত' নাম দিলেন।

নির্জনে প্রার্থনা করতেন

যখন জনতা তাঁকে চারপাশে ঘিরে রাখত, এবং অনেকে তাঁর কাছে আরোগ্য কামনা করত, তখন যীশু প্রায়ই নির্জনে গিয়ে একাকী প্রার্থনা করতেন। মানুষের চাহিদা, তাকে প্রার্থনায় সময় কাটাতে বাধা দিতে পারিনি।

লুক ৫:১৫, ১৬ কিন্তু তাঁহার বিষয়ে জনরব আরও অধিক ব্যাপিতে লাগিল; আর কথা শুনিবার জন্য এবং আপন আপন রোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য বিস্তর লোক সমাগত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন।

মার্ক ৬:৪৬ লোকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।

আশ্চর্যকার্যের আগে প্রার্থনা করেছিলেন

যীশু খাদ্যের উপর প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন এবং তারপর তার শিষ্যদের দিলেন তারপর তারা জনতার মধ্যে সেটিকে বিতরণ করেছিল। প্রার্থনাই ছিল ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর অলৌকিক কাজের প্রথম পদক্ষেপ।

লুক ৯:১৬, ১৭ পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সেইগুলিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও ভাঙ্গিলেন; আর লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যগণকে দিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং তাহারা যাহা অবশিষ্ট রাখিল, সেই সকল গুঁড়াগাঁড়া কুড়াইলে পর বারো ডালা হইল।

শিস্যদের সহিত প্রার্থনা করেছিলেন

তিনি নিজে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং অন্যদের সাথেও প্রার্থনা করেছিলেন।

লুক ৯:১৮ক একদা তিনি বিজনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন...।

ছোট্ট শিশুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন

তিনি শিশুদের উপর হস্তার্পণ করে প্রার্থনা করলেন।

মথি ১৯:১৩ক তখন কতকগুলি শিশু তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যেন তিনি তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করেন ও প্রার্থনা করেন...।

শিমোনের নাম ধরে প্রার্থনা করেছিলেন

তিনি তাঁর এক শিস্যের নাম ধরে তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন।

লুক ২২:৩১, ৩২ শিমোন, শিমোন, দেখ, গোমের ন্যায় চালিবার জন্য শয়তান তোমাদিগকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছে; কিন্তু আমি তোমার নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি, যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়; আর তুমিও একবার ফিরিলে পর তোমার ভ্রাতৃগণকে সুস্থির করিও।

তাঁহার মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল

একদা প্রার্থনা করার সময় যীশুর মুখের দৃশ্য এবং বস্ত্র অন্যর্য্যপ হয়ে গেছিল।

লুক ৯:২৮, ২৯ এই সকল কথা বলিবার পরে অনুমান আট দিন গত হইলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে উঠিলেন। আর তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র শুভ্র ও চাক্‌চক্যময় হইল।

উল্লাসিতের প্রার্থনা

লুক পুস্তকে আমাদের শুধুমাত্র যীশু প্রার্থনা করেছিলে এটাই বলা হয়নি তার সাথে তিনি কি প্রার্থনা করেছিলেন সেটিও বলা হয়েছে।

লুক ১০:২১ সেই দণ্ডে তিনি পবিত্র আত্মায় উল্লাসিত হইলেন ও কহিলেন, হে পিতঃ, স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে এই সকল প্রকাশ করিয়াছ। হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।

যীশু আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন!

যোহন ১৭ অধ্যায়ে, আমরা যীশুর চমৎকার প্রার্থনা দেখতে পাই। পৃথিবীতে তাঁর সময় যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি শিষ্যদের জন্য, সেই সময়ের বিশ্বাসীদের জন্য এবং যারা তাকে অনুসরণ করবে তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

আমাকে মহিমান্বিত কর যাতে আমি তোমাদের মহিমান্বিত করি

যোহন ১৭:১-১৯ যীশু এই সকল কথা কহিলেন; আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন; যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যেন, তুমি যে সমস্ত তাঁহাকে দিয়াছ, তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন। আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

আমার কাজ সমাপ্ত করেছি

তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি। আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর।

আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি

জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল, এবং তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। এখন তাহারা জানিতে পাইয়াছে যে, তুমি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছ, সে সকলই তোমার নিকট হইতে..

তোমার বাক্য আমি তাহাদের দিয়েছি

কেননা তুমি আমাকে যে সকল বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; আর তাহারা গ্রহণও করিয়াছে, এবং সত্যই জানিয়াছে যে, আমি তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, এবং বিশ্বাস করিয়াছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছি

আমি তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি; জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না, কিন্তু যে সকল আমাকে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত; কেননা তাহারা তোমারই। আর আমার সকলই তোমার, ও তোমার সকলই আমার; আর আমি তাহাদিগেতে মহিমান্বিত হইয়াছি।

® তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর

আমি আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর–যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ–যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক। তাহাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি–যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ–আমি তাহাদিগকে সাবধানে রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বিনাশ-সন্তান হইয়াছে, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়।

® যাতে তাহারা আনন্দপ্রাপ্ত হয়

কিন্তু এখন আমি তোমার নিকটে আসিতেছি, আর জগতে এই সকল কথা কহিতেছি, যেন তাহারা আমার আনন্দ আপনাদিগেতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।

® তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর

তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি।

® তাদেরকে পবিত্র কর

আর তাহাদের নিমিত্ত আমি আপনাকে পবিত্র করি, যেন তাহারাও সত্যই পবিত্রীকৃত হয়।

আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি।

তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন!

যীশুর অনবরত তাঁর শিষ্য এবং বিশ্বাসীদের এবং তারপরে যারা অনুসরণ করবে তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ আমরাও তার অন্তর্ভুক্ত! তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন! এই পৃথিবীতে থাকাকালীন আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

® যারা তাঁকে বিশ্বাস করে

যোহন ১৭:২০-২৬ "আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি।

® বিশ্বাসীদের একতার জন্য

যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

® মহিমার জন্য

আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক।

® যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়

আমি তাহাদিগেতে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়; যেন জগৎ জানিতে পায় যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও প্রেম করিয়াছ।

® একদিন তাহাঁর সহিত মিলিত হবার জন্য

পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে। ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি, এবং ইহারা জানিয়াছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

® তাহাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ হতে

আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি, ও জানাইব; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমি তাহাদিগেতে থাকি।

এই প্রার্থনা করার পর, যীশু এবং শিষ্যরা অবিলম্বে গেৎশীমানি বাগানে চলে গেলেন।

যোহন ১৮:১ এই সমস্ত বলিয়া যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বাহির হইয়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইলেন; সেখানে এক উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন।

তার প্রার্থনা অনবরত চলেছিল

গেৎশীমানি উদ্যানে

যীশু মৃত্যুর মুখোমুখি ছিলেন। তিনি দুঃখে এবং গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন এবং জানতেন যে তাকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল যে শিষ্যরা তাঁর সাথে প্রার্থনা করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছিল। আমরা সকলেই জানি সেখানে কি ঘটেছিল।

® যোহনের বিবরণ

যীশু ব্যাথিতরুপে প্রার্থনা করেছিলেন।

যোহন ১২:২৭, ২৮ "এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে; ইহাতে কি বলিব? পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারই নিমিত্ত আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি।পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'আমি তাহা মহিমান্বিত করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত করিব।"

® মথির বিবরণ

মথির বিবরণের এই অংশে যীশুর মানবতার বিষয়ে প্রকাশ করে। তিনি ঈশ্বরকে প্রার্থনার দ্বারা উচ্চকৃত করতেন এবং সকলের ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা করতেন। তিনি ক্রুশেতে মৃত্যুবরণের দ্বারা নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত পূর্ণ করেছিলেন।

মথি ২৬:৩৬-৪৬ যখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।

∑ প্রথম প্রার্থনা

পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক;

যীশুর প্রার্থনা করলেন, "তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক"।

পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরকে কহিলেন, এ কি? এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না? জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্ব্বল।

যখন যীশু তাদের ঘুমাতে দেখলেন, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে

তোমাদের শক্তি হইল না? তারপর তিনি তাদের প্রার্থনা কেন করতে হবে সেই বিষয়ে বললেন।"জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্ব্বল।"

∑ দ্বিতীয় প্রার্থনা

পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

∑ তৃতীয় প্রার্থনা

লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয়বার যীশু যখন তার শিস্যদের ঘুমাতে দেখলেন, তখন তিনি তাদের কিছু বললেন না বরং ঘুমাতে দিলেন।

পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কেননা তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল।

আর তিনি পুনরায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পূর্ব্বমত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

যীশু তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন, "তোমার ইছা পূর্ণ হোক"।

তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে, সে নিকটে আসিয়াছে।

® লুকের বিবরণ

ডাক্তার লুক, যীশুর প্রার্থনার এক জীবন্ত দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

লুক ২২:৪৩, ৪৪ তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল করিলেন। পরে তিনি মর্ম্মভেদী দুঃখে মগ্ন হইয়া আরও একাগ্র ভাবে প্রার্থনা করিলেন; আর তাঁহার ঘর্ম্ম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল।

ক্রুশেতে

® পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর

যীশুর প্রার্থনা যা তিনি ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় করেছিলেন তা সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর অংশ। তাঁর নিজের সৃষ্টি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যাদের তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার দ্বারাই তিনি নিন্দিত,ঘৃণিত এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যাদের পরিত্রাণ দিতে এসেছিলেন তারাই তাঁকে হত্যা করেছিল। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে এই পরিস্থিতিতে কাউকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু একমাত্র যীশু, অসহ্য যন্ত্রণা, কষ্টের মধ্যে ক্রুশেতে মৃত্যু যন্ত্রণা সত্ত্বেও তখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা করুন"..

লুক ২৩:৩৪ক তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।

® তাঁর শেষ আর্তনাদ

লুক ২৩:৪৬ আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি; আর এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর্বসময়ের মধস্থ্যতাকারী

যীশু ছিলেন এক প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। তিনি অনবরত প্রার্থনা করার এক উদাহরন। আজও, তিনি প্রার্থনা করছেন - তিনি স্বর্গে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন।

ইব্রীয় ৭:২৫ এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

সারাংশ - যীশু আমাদের সর্বোত্তম উদাহরণ

আমাদের প্রধান নেতা হিসাবে যীশু আমাদের প্রার্থনা এবং আনুগত্যের বিজয়ী জীবনযাপনের সর্বোত্তম উদাহরণ। সুসমাচারে তাঁর প্রার্থনার জীবনের সম্পূর্ণ আলোকপাত করে এবং আমাদের স্বর্গীয় পিতার সাথে কিরুপ সম্পর্ক হওয়া উচিত তারও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যীশু, ঈশ্বরের পুত্র তিনি যেমন সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে প্রার্থনা করেছেন সেটি আমাদের কছে এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। আমরা কি আমাদের হিসাবে জীবনযাপন করছি, নাকি প্রতিনিয়ত আমাদের পিতার নির্দেশের অপেক্ষা করছি?

যীশু আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন - যারা বিশ্বাস করবে তাদের জন্য - যাতে আমরা প্রেম এবং ঐক্যে চলতে পারি, নিখুঁত হয়ে উঠতে পারি, আমাদের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রকাশ পাবে, এবং একদিন আমরা তাঁর সাথে বসবাস করতে পারি।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। মথি ২০:২৭ পদে অন্ধরা যদি তাদের প্রতি করুণা করার সময়, কেন যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কি চায় তাদের জন্য তিনি কি করতে পারেন? আপনি এই শাস্ত্রাংশ থেকে প্রার্থনা সম্পর্কে কি শিখেছেন?

২। মথি ১৭:১৪ মৃগীরোগীগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা যখন যীশুর কাছে এসে বললেন যে তাঁর শিস্যরা তাঁর ছেলেকে সুস্থ করতে পারিনি। তখন যীশু তাঁর শিস্যদের গোপনে ডেকে সুস্থ না করতে পারার কি কারন বলেছিলেন? এই শাস্ত্রাংশে প্রার্থনার বিষয়ে আপনি কি শিখলেন?

৩। যীশুর প্রার্থনার তিনটি উদাহরণ দিন এবং এর থেকে প্রার্থনা করার বিষয়ে আপনি কি শিখলেন। এই শিক্ষা থেকে যে সত্য আপনি শিখলেন তাঁর দ্বারা আপনি আপনার প্রার্থনার জীবনে কি পরিবর্তন এনেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

“প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাও”

শিষ্যরা দেখেছিল যে, যীশুর জীবন ছিল একটি প্রার্থনাশীল জীবন, এবং একদিন তারা বলেছিল, "প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।" যীশুর জীবনে ভিন্ন কিছু ছিল - যা তাদেরও প্রয়োজন ছিল।

লুক ১১:১ এক সময়ে তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিতেছিলেন; যখন শেষ করিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন, যেমন যোহনও আপন শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আমাদের হৃদয়েরও সর্বদা এই একই প্রার্থনা থাকা উচিত,

“প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান”

প্রভুর প্রার্থনা

প্রভুর প্রার্থনা একটি আদর্শ হতে হবে যা শিষ্যরা তাদের নিজস্ব প্রার্থনার বিন্যাস করার জন্য ব্যবহার করবে। এটি পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়, যেমনটি শতাব্দী ধরে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে এসেছে।

আমরা লক্ষ্য করি যে যীশু কত সুন্দর করে প্রার্থনার উদাহরণ দিয়েছিলেন। লুক পুস্তকে মাত্র ৩টি পদে অথবা মথি পুস্তকে ৫টি পদের দ্বারা। (৬:৯-১৩)

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও;

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ

তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,

তোমার রাজ্য আইসুক,

তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক,

যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক;

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও;

আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর,

যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি;

আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।

লুক ১১:২-৪

এই কয়েকটি পদ নিয়ে বহু চমৎকার পুস্তক লিখিত হয়েছে, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র প্রথম পদটির উপর ধ্যান দেব।

“যখন আপনি প্রার্থনা করেন - বলুন”

এই প্রার্থনায়, যীশু এটা বলেননি যে যখন আপনি প্রার্থনা করেন, তখন কান্নাকাটি করুন যেন এক অনিচ্ছুক ঈশ্বরের কাছে আপনি ভিক্ষা এবং যন্ত্রণা সহকারে বলছেন। তিনি বললেন যখন তোমরা প্রার্থনা করবে - বলবে।

যীশু এই একই কথা আরেক জায়গায় বলেছেন।

মার্ক ১১:২৩ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

যখন আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের বলতে হবে। আমরা যদি এই পর্ব্বতকে বলি, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করি, কিন্তু বিশ্বাস করি, তবে যা বলব তাই ঘটবে।

আমরা সরলীকৃত প্রার্থনার সংজ্ঞাটি মনে রাখিঃ

প্রার্থনা হল প্রভুর সামনে একটি পরিস্থিতিকে তুলে ধরা, তাঁর উত্তরকে শোনা এবং সেই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য অপেক্ষা করা। প্রার্থনা হল স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা।

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা"

® আমাদের অবস্থান

যীশু তাঁর শিষ্যদের তাদের অবস্থান মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যখন প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন আমাদের সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আসতে হবে। স্বাভাবিক শিশুরা যেমন তাদের পার্থিব পিতামাতার কাছে ছুটে যায় ঠিক তেমনি তাঁর কাছে আসা আমাদের এক অধিকার।

রোমীয় ৮:১৫, ১৬ বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, এবং এটা বুঝতে হবে যে তিনি আমাদের পার্থিব পিতার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের স্বর্গস্থ পিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে নাকি আমাদের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের কাছে যেমন অনেকে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

"তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক"

® আমাদের মনোভাব

তারপর যীশু তাঁর শিস্যদের প্রার্থনার মনোভাব সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন।

যদিও আমরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, তবুও আমরা অসম্মান সহকারে তাঁর উপস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে আসতে পারি না।

আমরা তাকে সম্মান করি। "পবিত্র" অর্থাৎ পবিত্র করা, পরিষ্কৃত করা, শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করা, প্রশংসা করা, প্রিয়ভাব রাখা, এবং লালন করা। আমরা আমাদের হৃদয় থেকে এমন কিছু বলার মাধ্যমে তাঁর নামকে পবিত্র করার জন্য সময় নিই যা তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে থাকে।

“তোমার রাজ্য আসুক”

প্রার্থনা সময় আমাদের বলতে হবে "তোমার রাজ্য আসুক" আমাদের রাজ্য নয়। অনেকে এটা বুঝতে না পেরে, তাদের নিজস্ব রাজ্য তৈরি করার জন্য প্রার্থনা করে থাকে - যেমন একটি সুন্দর বাড়ি, একটি বড় গাড়ি, একটি ভাল চাকরি, এমনকি একটি বৃহৎ সেবাকার্যের জন্য প্রার্থনা। যীশু বলেছেন, আমাদের বলতে হবে - "ঈশ্বরের রাজ্য আসুক।"

আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে, এবং তারপর আমাদের পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। এটি একটি শাসকীয় রাজকীয় প্রার্থনা।

® আসো - এরকোমেহে

গ্রীক শব্দ, “এরকোমেহে” অর্থ হল, “এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আসা”

এর অর্থ এই নয় যে, "ঈশ্বর দায়িত্বে আছেন এবং যা হবার, তাই হবে"।

এর অর্থ এই নয় যে, "হলে ভালো হতো..., কিম্বা ঈশ্বর আপনার যা ইচ্ছা”

যীশু যখন গ্রীক ভাষায় "এসো" বলেছিলেন, তখন এর অর্থ ছিল, " সেগুলিকে ডাকো, যা কঠিন মনে হলেও অতটা কঠিন নয়।"

এর অর্থ, “তুমি, ওদিক থেকে এদিকে এসো।"

® জলের মধ্য দিয়ে হাঁটা

পিতর যীশু ডাকে অর্থাৎ এরকোমেহের উত্তরে জলে হেঁটেছিল।

মথি ১৪:২৮, ২৯ তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন।

তিনি বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন।

পিতর একজন জেলে ছিল তাই সে জানত যে মানুষ জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে পারে না। তবুও, তার ইচ্ছার জবাবে - "প্রভু আমাকে জলে আপনার কাছে আসতে আদেশ করুন" -যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, "এসো।" পিতর প্রাকৃতিক থেকে অতিপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, এবং সে জলের উপর দিয়ে হাঁটল।

পিতর জলের উপর হাঁটার সময় ভীত হয়ে গেল তাঁর ফলে সে পুনরায় প্রাকৃতিক রাজ্যে ফিরে গেল এবং সে ডুবে যেতে লাগল।

মথি ১৪:৩০, ৩১ কিন্তু বাতাস দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন।

তখনই যীশু হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলে?

আজও একই রকম পরিস্থিতি হয়ে থাকে, যখন আমরা প্রার্থনায় অতিপ্রাকৃত রাজ্যে চলে যাই। আমরা সাহসের সাথে শুরু করি, কিন্তু তারপরে আমরা পরিস্থিতির দিকে তাকাতে শুরু করি। আমরা সন্দেহকে মনে আসতে দেই। আমরা ভীত হই এবং ব্যর্থ হতে শুরু করি। সেই মুহূর্তে আমাদের প্রার্থনা পিতরের মতোই হওয়া উচিত, "প্রভু আমাকে রক্ষা করুন - আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করুন।"

® শতপতি

শতপতি যীশুর কাছে এসে তাঁর দাসকে সুস্থ করার জন্য অনুরোধ করলে যীশু তাকে বললেন, "আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব।" কিন্তু শতপতি জানত যে যীশুর যাওয়ার দরকার নেই শুধুমাত্র যীশুর বলার দ্বারাই দাসটি সুস্থ হয়ে যাবে।

মথি ৮:৫-১০ আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে এক জন শতপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে।

তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব।

শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন; আমি তাহাদের এক জনকে 'যাও' বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে 'এই কর্ম্ম কর' বলিলে সে তাহা করে।

এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই।

যতক্ষণ না আমরা কর্তৃত্বের অধীনে থাকব এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে সত্যিকারের আত্মসমর্পণ করব ততক্ষন আমরা কখনই কর্তৃত্বের সহিত বলতে বা আদেশ দিতে পারব না।

® আসো - এক আজ্ঞা

এরকোমেহে কোনো পরামর্শ নয় বরং এটি একটি আদেশ। এটি সেবাকার্যের জন্য আহ্বান। "তোমার রাজ্য আসুক" ঈশ্বরের রাজ্য ততক্ষন আসবে না যতক্ষণ এটিকে আসতে আদেশ করা

হয়। পৃথিবীতে, ঈশ্বর আমাদের এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন।

এই নমুনা প্রার্থনা যীশু শিষ্যদের দিয়েছিলেন যা এমন কর্তৃত্বের উপর নির্মিত যা ঈশ্বর আদম এবং হবাকে প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বর কোন কর্তৃত্ব নিজের কাছে রেখে দেননি, এবং যীশুও আমাদের আংশিক কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেননি বরং তিনি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

"স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক"

এটি যীশুর দেওয়া নমুনা প্রার্থনার একটি দুর্দান্ত অংশ। "তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও সিদ্ধ হোক।"

স্বর্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা কি?

® স্বর্গে

স্বর্গে, একটিই ইচ্ছা রয়েছে এবং তা হল ঈশ্বরের। এটা নিয়ে কোন দ্বিমত হতে পারে না। সেখানে কোন কিছু পছন্দ করার নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা আনন্দের সাথে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন সেখানে হয়ে থাকে। স্বর্গে, কোন মতভেদ নেই, শুধুমাত্র হ্যাঁ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমেন বলা হয়ে থাকে।

® পৃথিবীতে

যীশু আমাদের আদেশ করতে বলেছেন, যেন স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও সেইরুপ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছার প্রয়োগ করার দ্বারা আদম এবং হবা পাপ করেছিল, এবং তখন থেকে সমস্ত মনুষ্যজাতিও সেই একই কাজ করে চলেছে।

বছরের পর বছর ধরে, আমরা প্রার্থনা করেছি আমাদের ইচ্ছা পূরণ হোক। "প্রভু, আমাদের একটি নতুন গাড়ি, একটি নতুন বাড়ি, একটি চাকরি দরকার।" আমরা নিজের জিনিসের - আমাদের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি - এবং আমাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করছিলাম।

এখন আমরা যীশুকে কেবল আমাদের ত্রাণকর্তা এবং প্রদানকারী হিসাবেই দেখি না, কিন্তু আমাদের প্রভু এবং রাজা হিসাবেও দেখি। আমরা তাঁর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে অর্পণ করেছি যাতে আমরা আর বলতে না পারি, "প্রভু, আমি চাই..."।

আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারবে না যতক্ষণ না আমরা, অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহ, এটি না বলি, "প্রভু, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হবে।" কত চমৎকার প্রার্থনা! আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী, শহরগুলি এবং দেশের উপর ঈশ্বরের আবরণ আবৃত করার দায়িত্ব আমাদের কাছে রয়েছে।

শয়তান হত্যা, চুরি এবং ধ্বংস করতে এসেছিল। আমাদের কর্তৃত্বের মধ্যে তার এটি করতে পারার কারন হল, কীভাবে

প্রার্থনা করতে হয় তা আমরা এখনও শিখিনি। - প্রার্থনায় কী বলতে হয় তা শিখিনি। আমাদের পরিস্থিতিতে কীভাবে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রকাশ করতে পারি তা শিখিনি।

আমাদের কর্তৃত্বের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কীভাবে প্রকাশ করা যায় তা আমরা যত বেশি বুঝতে পারি, ততই প্রার্থনা আরও উৎসাহকর হয়ে ওঠে! আমরা যত বেশি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করব এবং আত্মায় প্রার্থনা করব, ততই আমরা জানতে পারব কীভাবে আমাদের ক্ষেত্রগুলিতে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে হবে।

ঈশ্বরের রাজ্য কি?

দানিয়েলের দ্বারা ভাববাণী

আমাদের পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতে হবে। আমাদের বলতে হবে, "তোমার রাজ্য আসুক।" এটি আরও কার্যকরভাবে করার জন্য, আমাদের অবশ্যই আগে জানতে হবে ঈশ্বরের রাজ্য কী?

দানিয়েল ৭:১৩, ১৪, ১৮, ২৭ আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।

কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রগণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং চিরকাল, যুগে যুগে চিরকাল, রাজত্ব ভোগ করিবে।'

আর রাজত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য, এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে।

ঃ দানিয়েল পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের রাজ্য হল অনন্তকালস্থায়ী এবং ধার্মিকেরা তা প্রাপ্ত হবে।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দ্বারা ভাববানী

যোহন জানতেন যে ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট।

মথি ৩:২ তিনি বলিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।'

ঃযীশুর সেবাকার্যের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতে এসেছিল।

পরে কারাগারে যোহন যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যীশুই সেই ব্যক্তি কিনা যার সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তখন যীশু এই উত্তরটি দিয়েছিলেন।

মথি ১১:৪, ৫ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও; অন্ধেরা দেখিতে পাইতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচিকৃত হইতেছে ও বধিরেরা শুনিতেছে, এবং মতেরা উত্থাপিত হইতেছে ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে।

যীশু যোহনকে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি, খঞ্জদের হাঁটা, কুষ্ঠরোগীদের শুদ্ধ করা, বধিরদের শ্রবণ, মতদের জীবিত হওয়া এবং সুসমাচার প্রচারের সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রেরন করে বললেন যে ঈশ্বরের রাজ্য এসে গেছে।

যীশু বলেছেন এবং করেছেন

প্রভুর প্রার্থনায় উল্লেখ করা ছাড়াও যীশু বহুবার ঈশ্বরের রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা এই শাস্ত্রবাক্যগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য আসলে কি তা জানতে পারি।

® যীশু রাজ্যের বিষয় প্রচার করেছিলেন

মথি ৯:৩৫ আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিলেন।

ঃ **রাজ্যের সুসমাচার প্রচারের সহিত সর্বপ্রকার রোগের এবং অসুস্থতার আরোগ্যতা প্রদান করেছিলেন।**

® রাজ্য উপস্থিত

লুক ১১:২০ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

ঃ যীশু, মন্দ শক্তিকে ছাড়ানোকে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের চিহ্নস্বরূপ বলেছেন।

® রাজ্য এবং শিষ্যেরা

যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যদের সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রেরন করেছিলেন।

মথি ১০:৭,৮ক আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল'। পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও।

ঃ ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে অসুস্থদের আরোগ্যতা, কুষ্ঠীদের শুচি, মৃতদের উত্থাপন করা এবং মন্দ আত্মা ছাড়ানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

® রাজ্য এবং সত্তরজন

যীশু সত্তরজনকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রেরন করেছিলেন।

লুক ১০:১, ৯-১১ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন, আর আপনি যেখানে যেখানে যাইতে উদ্যত ছিলেন,

সেই সমস্ত নগরে ও স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন করিয়া তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।

আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল। কিন্তু তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তবে বাহির হইয়া সেই নগরের পথে পথে গিয়া এই কথা বলিও, তোমাদের নগরের যে ধূলা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাড়িয়া দিই; তথাপি ইহা জানিও যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল।

ঃ ঈশ্বরের রাজ্য আরোগ্যতার সাথে আসে, যীশু বলেছিলেন, "আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও, "ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হল"।

®রাজ্য এবং আক্রান্ত

মথি ১১:১২ "আর যোহন বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমীরা সবলে তাহা অধিকার করিতেছে"।

ঃ ঈশ্বরের রাজ্য আক্রান্ত হবে, এবং বিশ্বাসীদের তা জোর করে নিতে হবে।

® শেষ সময়ের চিহ্ন

মথি ২৪:১৪ "আর সর্ব্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে"।

∑ ঈশ্বরের রাজ্য সাক্ষ্য হিসেবে সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হবে এবং তারপর শেষ সময় আসবে।

ফিলিপ রাজ্যের বিষয় প্রচার করেছিল

ফিলিপ ক্ষমতা সহকারে রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। লোকেরা তার অলৌকিক কাজগুলি শুনেছিল এবং দেখেছিল ভূতেরা চিৎকার করে বেড়িয়ে যাচ্ছিল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং খোঁড়ারা সুস্থ হয়েছিল।

প্রেরিত ৮:৫-৮, ১২ আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন। আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কত চিহ্ন-কার্য্য সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল। কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল; তাহাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল।

কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।

ঃ যীশুর মত্য এবং পুনরুত্থানের পর প্রথম সুসমাচারপ্রচার কার্য ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ছিল।

রাজ্যের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী

প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫ পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন, তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এইরূপ বাণী হইল, 'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন।'

ঃ **জগতের রাজ্য একদিন আমাদের প্রভুর এবং তাঁর অভিষেকের রাজ্য হবে।**

অকম্পনীয় রাজ্য

ইব্রীয় ১২:২৫-২৮ দেখিও, যিনি কথা বলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে আদেশবাণী বলিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে যখন ঐ লোকেরা রক্ষা পাইল না, তখন যিনি স্বর্গ হইতে বলিতেছেন, তাঁহা হইতে বিমুখ হইলে আমরা যে রক্ষা পাইব না, ইহা কত অধিক গুণে নিশ্চিত! তৎকালে তাঁহার রব পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিয়াছিল; কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি আর একবার কেবল পৃথিবীকে নয়, আকাশমণ্ডলকেও কম্পান্বিত করিব।" এখানে "আর একবার," এই শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সেই কম্পমান সকল বিষয় নির্ম্মিত বলিয়া দূরীকৃত হইবে, যেন অকম্পমান বিষয় সকল স্থায়ী হয়।

অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে, আইস, আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি।

আমাদের নিজস্ব মানবিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নড়ে যেতে পারে। ক্ষমতা, চিহ্নকার্য, আশ্চর্যকাজ এবং অলৌকিকতার সাথে প্রচারিত ঈশ্বরের রাজ্যের শ্রবণ এবং দেখা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে কখনই নড়বড়ে করা যায় না।

"তোমার রাজ্য আসুক"

তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে পূর্ণ হোক"।

আমাদের মধ্যে রাজ্য

আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বাহ্যিক চিহ্নগুলির অধ্যয়ন করেছি, এবং সেগুলি খুব উৎসাহজনজনক! এই চিহ্নগুলী ঈশ্বর পরিত্রাণের বার্তা দ্বারা হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করে থাকেন। ঈশ্বরের রাজ্য অভ্যন্তরীণ - তা হল বিশ্বাসীর মধ্যে।

® অদৃশ্য

যীশু বলেছিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য অদৃশ্য, বরং এটি আত্মা অর্থাৎ আমাদের মধ্যে রয়েছে।

লুক ১৭:২০, ২১ ফরীশীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসিবে? তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,

ঈশ্বরের রাজ্য জাঁকজমকের সহিত আইসে না: আর লোকে বলিবে না, দেখ, এই স্থানে! কিম্বা ঐ স্থানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।

রাজ্যে প্রবেশ

নীকদীম এক রাত্রে যীশুর কাছে এলেন।

যোহন ৩:১-৪ ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নাম নীকদীম; তিনি যিহূদীদের এক জন অধ্যক্ষ। তিনি রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু; কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী না থাকিলে এ সকল কেহ করিতে পারে না।

যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।

নীকদীম তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে?

® আপনাকে নতুন জন্মপ্রাপ্ত হতে হবে

যোহন ৩:৫-৭ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না"।

ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হতে গেলে আমাদের নতুন জন্মপ্রাপ্ত অর্থাৎ আত্মায় নতুন জন্ম হতে হবে। অনেকে বুদ্ধিবলে প্রার্থনা করে স্বীকার করে যে তারা বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি তাদের পাপের জন্য মারা গেছেন, কিন্তু তারা নিজেরা আত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করেনি। তারা খ্রীষ্টের জন্য একটি মানসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু তারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে জীবন-পরিবর্তনকারী সাক্ষাৎ দ্বারা রূপান্তরিত হয়নি। তারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পুনর্জন্ম হয়নি।যীশু বলেছেন, যা মাংস থেকে যা জন্মে তা মাংসিক এবং যা আত্মা থেকে জন্ম নেয় তা আত্মিক।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

১করিন্থীয় ২:১২, ১৪ "কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।

কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়"।

এটি একটি দুঃখজনক সত্য যে অনেকেই যারা রবিবারে মণ্ডলীতে আসে, তারা এখনও নতুন জন্মগ্রহণ করেনি। কেউ কেউ খ্রীষ্টীয় পরিবারে বেড়ে উঠেছে, এবং তারা জানে কিভাবে, বুদ্ধিমত্তার সাথে, কীভাবে একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মতো কথা বলতে এবং আচরণ করতে হয়, কিন্তু তারা কখনও নতুন করে জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। অন্যরা, কোন মণ্ডলীতে যোগদান করেছে বটে কিন্তু যীশুর সাথে তারা কখনও ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। তারা ভাল, বা মহান ব্যক্তি হতে পারে, তারা মণ্ডলীর নেতা হতে পারে, কিন্তু তারা যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কখনও প্রার্থনা করেনি। তাদের এরুপ প্রার্থনা করা উচিতঃ

ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ থেকে, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি একজন পাপী। আমি বিশ্বাস করি যীশু, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, কুমারী মরিয়মের গর্ভে পবিত্র আত্মার দ্বারা ধারিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি একটি পাপহীন জীবন যাপন করেছেন এবং আমার পাপের শাস্তি নিতে স্বেচ্ছায় আমার জন্য মত্যুবরণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি মতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং আজও তিনি জীবিত আছেন এবং বিনামূল্যে আমাকে ক্ষমা ও পরিত্রাণের উপহার প্রদান করেছেন।

আমি জানি আমার নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার। যীশু, আমি আমার পাপের জন্য অনুতপ্ত। যীশু আমার হৃদয়ে আসুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আপনাকে আমার ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করি। ধন্যবাদ যীশু, আমাকে বাঁচানোর জন্য!

ঈশ্বরীয় জীবন ব্যতিত একজন ব্যক্তির খ্রীস্টীয় জীবন যাপন করা অসম্ভব!

উপরের অনুচ্ছেদগুলো যদি আপনার মনে কোনো সন্দেহ সষ্টি করে থাকে তাহলে এখনই প্রার্থনা করুন। আপনি জানতে পারবেন আপনি নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ তা বুঝতে পারবেন।

পৌল রোমীয় পুস্তকে লিখলেন,

রোমীয় ৮:১৬ আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

যতক্ষণ না আমরা পাপীর প্রার্থনা করি ততক্ষন আমরা প্রার্থনার জীবনে প্রবেশ করতে পারি না - যতক্ষণ না আমরা তাঁর সাথে একটি সঠিক সম্পর্কে না আসি - যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করি।

ঈশ্বরের রাজ্য

রোমীয় পুস্তকে আমরা দেখি যে, ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

রোমীয় ১৪:১৭ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

® ধার্মিকতা

আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য হল ধার্মিকতাও। এই ধার্মিকতা আমাদের ব্যক্তিগত ধার্মিকতাকে উল্লেখ করতে পারে না, কারণ যিশাইয় আমাদের ধার্মিকতাকে মলিন বস্ত্রের ন্যায় বলেছেন।

যিশাইয় ৬৪:৬ক আমরা ত সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান;

পরিত্রাণের মুহূর্তে, ঈশ্বরের ধার্মিকতা আমাদের জন্য বর্তানো হয় - আমাদের খাতায় জমা করা হয়। যীশু আমাদের পাপ গ্রহণ করেছেন যাতে আমরা তাঁর ধার্মিকতাকে পেতে পারি। ঈশ্বরের রাজ্য যা আমাদের অন্বেষণ করতে হবে তা হল তাঁর ধার্মিকতা।

মথি ৬:৩৩ক কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর...

ধার্মিকতা কেবল পাপের অনুপস্থিতি নয়, এটি ঈশ্বরের সমস্ত নিখুঁত পবিত্রতা এবং ধার্মিকতার ইতিবাচক গুণাবলী। যখন আমরা প্রার্থনা করি, "আপনার রাজ্য আসুক" অর্থাৎ আমরা আদেশ করে বলি "ধার্মিকতা আসুক।"

আমরা কি ধার্মিক হতে চাই? আমরা কি পবিত্র হতে চাই?

আমরা যখন মণ্ডলীগুলীর চারপাশে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বিশ্বের মধ্যে মণ্ডলীতে সবথেকে বেশী। খ্রীষ্টীয় নেতারা ব্যভিচারে ধরা পড়ছে। যারা বলে যে তারা ঈশ্বরকে জানতে চায় তারাই ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের মধ্যে বসবাস করছে।

আমাদের পবিত্রতা এবং ধার্মিকতার একটি প্রকাশের প্রয়োজন, সততার প্রকাশের প্রয়োজন. প্রেরিত পিতর এটিকে সহজ করে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "পবিত্র হও!"

১পিতর ১:১৫, ১৬ কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে, “তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র”।

ঈশ্বর আমাদের ধার্মিক করতে চান। আমরা বাহ্যিক " এটি করুন এবং এটি করবেন না" এর একটি আইনি তালিকা সম্পর্কে কথা বলছি না। সত্য ধার্মিকতা তাঁর প্রতিমূর্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে- গৌরব থেকে গৌরবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে - অন্তর হতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে!

২করিন্থীয় ৩:১৮ কেহ আপনাকে বঞ্চনা না করুক। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এই যুগে জ্ঞানবান্ বলিয়া মনে করে, তবে সে জ্ঞানবান্ হইবার জন্য মূর্খ হউক।

® শান্তি

ঈশ্বরের রাজ্য হল ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মায় আনন্দ। ধার্মিকতা সম্পর্কে এখানে এক বিশেষ কিছু আছে। যখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ করি, তখন শান্তি

বিরাজমান হয় - এটি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার একটি স্বাভাবিক ফল। শান্তি এমন কিছু নয় যার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। এটি এমন কিছু নয় যা একবারে সর্বদার জন্য হয়ে যায়। এটা এক প্রগতিশীল বিষয়।

অনেকে মনে করেন ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা থাকলে তাদের শান্তি হবে। তারা শান্তি পাবে যখন ঈশ্বর তাদের বাচ্চাদের, বা তাদের স্ত্রীদের সঠিক পথে রাখবেন। তারা নতুন পদ পেলে, অবসর পেলে বা বিভিন্ন দেশে চলে গেলে হয়তো শান্তি আসবে। কিন্তু এসব কিছুই শান্তি আনতে পারে না।

যীশু হলেন শান্তির রাজকুমার। যখন আমরা তাকে আমাদের জীবনের প্রভু বানাই - অর্থাৎ রাজকুমার - তখন আমরা শান্তি পাব। পৌল আমাদের উৎসাহিত করে বলেছেন ঈশ্বরের শান্তি যা সমস্ত বোধগম্যতা অতিক্রম করে আমাদের হৃদয় ও মনকে রক্ষা করে থাকে।

ফিলিপীয় ৪:৬, ৭ কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।

® আনন্দ

ঈশ্বরের রাজ্য হল ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মায় আনন্দ। আনন্দ কোন উপরি খুশী নয় যা আমরা কখনও কখনও অনুভব করি। আনন্দ আসে গভীর থেকে। দাউদ যেমন গীতসংহিতাতে লিখেছেন,

গীতসংহিতা ১৬:১১ তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ।

ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার দ্বারা আনন্দ আসে।

সারাংশ - যীশু প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন

যীশু যখন শিষ্যদের অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান" এই অনুরোধের উত্তরে প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, "তিনি বলেননি যে আমরা ভিক্ষা চাইব বা অনুনয় করব। তিনি আমাদের বলতে বললেন। আমাদের সমস্যাগুলোকে বলতে হবে, "ঈশ্বরের রাজ্য আসবে..., ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হবে!" আমাদের সমস্যা এবং আমাদের ইচ্ছার প্রার্থনা করা উচিত নয়, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রার্থনা করা উচিত।

ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের মধ্যে রয়েছে তা জানা, তাঁর ইচ্ছায় প্রার্থনা করাকে সহজ করে তোলে। আমরা আর আমাদের সমস্যার উত্তর চাইব না এবং ঈশ্বরকে আমাদের "শপিং লিস্ট" পূরণ করতে বলব না। আমরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে,

পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছার কথা বলব, এবং তিনি আমাদের প্রয়োজনগুলির যত্ন নেবেন। আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মধ্যে এক থাকব এবং যা কিছু তাকে উদ্বিগ্ন করে তার সাথে আমরাও উদ্বিগ্ন হব। পরিবর্তে, তিনি আমাদের উদ্বিগ্ন সমস্ত কিছু নিয়ে নিজে উদ্বিগ্ন হবেন। মথি ৬:৩৩ আমাদের জীবনে কার্যকর হবে -আমরা প্রথমে রাজ্যের অন্বেষণ করব এবং সমস্ত জিনিস আমাদের সাথে যুক্ত করা হবে।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। প্রার্থনার সহজতম সংজ্ঞাটি লিখুন এবং আপনার উপলব্ধিতায় এর অর্থ কী তা লিখুন।

২। ঈশ্বরের রাজ্যের তিনটি বাহ্যিক চিহ্নের নাম বলুন।

৩। ঈশ্বরের রাজ্যের তিনটি অভ্যন্তরীণ দিক লিখুন।

৪। প্রার্থনা কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের সহিত যুক্ত তা ব্যাখা করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রার্থনা ফল নিয়ে আসে

আমাদের প্রার্থনা যেন আরও ফল আনতে পারে। আমরা বিপদে পড়লে দ্রুত প্রার্থনা করা, আমাদের প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করা, আমাদের চারপাশের সামাজিক/রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য প্রার্থনা করা, আমরা সবাই কীভাবে আরও কার্যকরভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা জানতে চাই।

সমস্ত সুসমাচার জুড়ে প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা আমাদের প্রার্থনার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে থাকে।

অধ্যাবসায় - অধ্যাবসায় - অধ্যাবসায়

কিছু প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয় না কারণ সেগুলি কখনও চাওয়াই হয়নি। কখনও কখনও, আমরা একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলি, উল্লেখ করি যে আমরা এটি সম্পর্কে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি, কিন্তু বাস্তবে এটি করি না। অন্য সময় প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয় না কারণ আমরা প্রার্থনায় স্থির থাকিনা।

প্রেরিত পৌল লিখছেন,

ইফিষীয় ৬:১৮ সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক, সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি কর।

যিশাইয় প্রাচীরের উপর প্রহরী বসিয়েছিলেন যারা কখনই শান্ত থাকবে না। তারা নীরব থাকতেন না বরং অবিরত প্রার্থনা করবে।

যিশাইয় ৬২:৬, ৭ হে যিরূশালেম, আমি তোমার প্রাচীরের উপরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিয়াছি;

তাহারা কি দিন কি রাত্রি কদাচ নীরব থাকিবে না। তোমরা, যাহারা সদাপ্রভুকে স্মরণ করাইয়া থাক, তোমরা ক্ষান্ত থাকিও না, এবং তাঁহাকেও ক্ষান্ত থাকিতে দিও না, যে পর্য্যন্ত তিনি যিরূশালেমকে স্থাপন না করেন, ও পৃথিবীর মধ্যে প্রশংসার পাত্র না করেন।

যীশু অধ্যাবসায় শিখিয়েছিলেন

যীশু আমাদের অধ্যাবসায়ের সহিত প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন।

লূক ১১:৫-৮ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্যরাত্রে তাহার নিকটে গিয়া বলে, 'বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটী ধার দেও, কেননা আমার এক বন্ধু পথে যাইতে যাইতে আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে রাখিবার আমার কিছুই নাই;' তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি এমন উত্তর দিবে, 'আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দ্বার বদ্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুইয়া

আছে, আমি উঠিয়া তোমাকে দিতে পারি না'? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধু বলিয়া উঠিয়া তাহা না দেয়, তথাপি উহার আগ্রহ প্রযুক্ত উঠিয়া উহার যত প্রয়োজন, তাহা দিবে।

দিবারাত্রি প্রার্থনা কর

তিনি আমাদের নিরুৎসাহ না হয়ে দিবারাত্র প্রার্থনা করতে বলেছেন।

লুক ১৮:১, ৭,৮ক আর তিনি তাঁহাদিগকে এই ভাবের একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন যে, তাঁহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়।

তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন করে, যদিও তিনি তাহাদের বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায় প্রতিকার করিবেন...।

প্রার্থনার তিনটি ধাপ

প্রার্থনাশীল জীবনের জন্য যীশু আমাদের তিনটি ধাপ বলেছেন; যাচ্ঞা কর- অন্বেষণ কর - দ্বারে আঘাত কর।

মথি ৭:৭-১১ যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে, কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।

® যাচ্ঞা কর এবং পাও

যাচ্ঞা করার অর্থ হল ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা, আমাদের অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে আসা। রাস্তার পাশে বসে থাকা অন্ধেরা যেমন যাচ্ঞা করছিল, প্রভু আমাদের চোখ খুলে দিন" আমাদেরও তেমনি করতে হবে! যখন আমরা বিশ্বাসের সহিত যাচ্ঞা করি, তখন আমরা উত্তর পাওয়ার আশা করি।

যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমরা চাইলে পাবো।

® অন্বেষণ কর এবং খুঁজে পাও

অন্বেষণ করা কোনো উদ্দেশ্যমূলক কার্যকে নির্দেশ করে, খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে। এটির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল, রক্তস্রাব সমস্যায় আক্রান্ত মহিলার

দ্বারা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ঠেলে এই বলা যে, "যে মুহূর্তে আমি তাকে স্পর্শ করব, আমি সুস্থ হয়ে যাব।"

খুঁজে পাওয়ার আশায় সবাই কোনো কিছু খুঁজে থাকে - সেটিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।

যখন আমরা কিছু যাচ্ঞা করি মনে করি আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং যখন তার উত্তর আসবে বলে মনে হয় না, তখন আমাদের এর অন্বেষণ করা উচিত। আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের জন্যও আরও বেশী করে অন্বেষণ করতে হবে। এবং আমাদের জীবনের এমন সমস্ত সমস্যাগুলির অন্বেষণ করতে হবে যা প্রার্থনার উত্তরকে আসতে বাধাপ্রাপ্ত করছে।

যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমরা অন্বেষণ করলে, খুঁজে পাব।

® দ্বারে আঘাত কর খোলা হবে

দ্বারে আঘাত করা, যতক্ষণ না আমরা পাই ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ প্রার্থনায় অটল থাকাকে প্রকাশ করে। গ্রীক, এবং সুর-ফৈনীকী স্ত্রীলোকটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মথি ৭:২৫-৩০ কারণ তখনই একটী স্ত্রীলোক, যাহার একটী মেয়ে ছিল, আর সেটীকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছিল, তাঁহার বিষয় শুনিতে পাইয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। স্ত্রীলোকটী গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী। সে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহার কন্যার ভূত ছাড়াইয়া দেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হউক, কেননা সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।

কিন্তু স্ত্রীলোকটী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ, প্রভু, আর কুকুরেরাও মেজের নীচে ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়।

তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, এই বাক্য প্রযুক্ত চলিয়া যাও, তোমার কন্যার ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে।

পরে সে গৃহে গিয়া দেখিতে পাইল, কন্যাটী শয্যায় শুইয়া আছে, এবং ভূত বাহির হইয়া গিয়াছে।

আঘাত অর্থাৎ অটল থাকা, "ঈশ্বরে অটল থাকা," ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করে যাওয়া যতক্ষণ না এটি আমাদের বোধগম্যতা হতে আমাদের আত্মায় চলে যায়।

যীশু বলেছেন, তোমরা দ্বারে আঘাত কর, ইহা খোলা হবে।

আমাদের আশ্চর্যকার্যের দ্বারপ্রান্তে এসে হাল ছেড়ে দিলে হবে না। উত্তর না আসা পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা এবং বিশ্বাসে অবিচল থাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই যীশুর কথামত চলতে হবে, এবং বিশ্বাসের সহিত প্রাপ্তির আশায় প্রার্থনা করে যেতে হবে - খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্বেষণ করতে হবে - দ্বার খোলার প্রত্যাশায় দরজায় আঘাত করতে হবে।

গোপনে প্রার্থনা

দেখানোর জন্য প্রার্থনা করবেন না

আপনি কি কখনও কাউকে তাদের প্রার্থনা জীবন সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছেন এবং ভিতরে আপনি সেটিকে সঠিক অনুভব করেননি? তারা হয়তো বলছে, "আমি প্রতিদিন সকালে অন্তত এক ঘণ্টা প্রার্থনা করি।" "আমি এটা করি" বা "আমি ওটা করি।" এটি ভালো! কিন্তু তারা অন্যদের কেন এগুলি বলছে। তাদের বলার উদ্দেশ্যই বা কি?

কখনও কখনও কোন ব্যক্তি খুব সুন্দর করে প্রার্থনা করে থাকে কিন্তু তারা ঈশ্বরের সামনে নম্র হওয়ার পরিবর্তে যারা শোনে তাদের দেখানোর জন্য প্রার্থনা করে থাকে।

আমাদের অন্যের উদ্দেশ্য জানার দরকার নেই কিন্তু আমাদের নিজেদেরই বিচার করতে হবে। একজন ব্যক্তির হৃদয়ের আসল উদ্দেশ্য একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

১শমুয়েল ১৬:৭খ যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন।

যীশু কপটীদের প্রার্থনার কথা বলেছেন।

মথি ৬:৫ আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটীদের ন্যায় হইও না; কারণ তাহারা সমাজ-গহে ও পথের কোণে দাঁড়াইয়া লোক-দেখান প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে।

যীশু আমাদের গোপনে প্রার্থনা করতে বলেছেন। সম্ভবত, অন্তত আংশিকভাবে, আমাদের প্রার্থনাকে আমাদের চারপাশের লোকেদের প্রশংসা বা সমালোচনায় কলঙ্কিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

® দ্বার রুদ্ধ কর

মথি ৬:৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্ত্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।

অনর্থক পুনরুক্তি করিও না

মথি ৬:৭-৮ক আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন।

অনর্থক পুনরাবৃত্তি করা মানে আমরা ঈশ্বরের কাছে একই কথা বারবার বলছি। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, বা দিনের পর দিন কোনো বিশ্বাস ছাড়াই একই জিনিস বারবার প্রার্থনা করা। অনর্থক পুনরাবৃত্তি উদ্বেগ এবং অবিশ্বাসের এক প্রকাশ।

কখনও কখনও আমরা যখন আবেগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে থাকি, আমাদের কোন কিছুর জন্য মরিয়া হয়ে উঠি তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা একই কথা বারবার বলছি। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের অবশ্যই পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করতে হবে। এটি আমরা বারবার করতে পারি কারণ বাক্য বলা এবং শ্রবনের মাধ্যমে বিশ্বাস আমাদের আত্মায় আসে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলীকে উদ্ধৃত করে, আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাসে গড়ে তুলবো।

তোমার পিতা সর্বদা জানেন

আমাদের চাওয়ার আগে ঈশ্বর আমাদের চাহিদা জানেন। যখন আমাদের জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু আসে তখন তাঁর কাছে এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই। অনর্থক পুনরাবৃত্তির কথা বলার পরই যীশু এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন।

মথি ৬:৮খ অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন।

এলিয় বাল দেবতার আরাধানকারীদের বিরোধ করেছিলেন

এলিয় এবং বাল দেবতার পূজারীদের মধ্যে হওয়া বিরোধের মধ্যে অনর্থক পুনরুক্তির জোরালো উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

১রাজাবলী ১৮:২৬-২৯ পরে তাহাদিগকে যে বৃষ দত্ত হইল, তাহা লইয়া তাহারা প্রস্তুত করিল, এবং প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এই বলিয়া বালের নামে ডাকিতে লাগিল, হে বাল, আমাদিগকে উত্তর দেও। কিন্তু কোন বাণী হইল না, এবং কেহই উত্তর দিল না। আর তাহারা নির্ম্মিত যজ্ঞবেদির কাছে খোঁড়ার ন্যায় নাচিতে লাগিল।

পরে মধ্যাহ্নকালে এলিয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক; কেননা সে দেবতা; সে ধ্যান করিতেছে, বা কোথাও গিয়াছে, বা পথে চলিতেছে, কিম্বা হয় ত নিদ্রা গিয়াছে, তাহাকে জাগান চাই। তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, এবং আপনাদের ব্যবহারানুসারে গাত্রে রক্তের ধারা বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা ও শলাকা দ্বারা আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল। আর মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে তাহারা [বৈকালের] বলিদানের সময় পর্য্যন্ত ভাবোক্তি প্রচার করিল, তথাপি কোন বাণীও হইল না, কেহ উত্তরও দিল না, কেহ মনোযোগও করিল না।

বালের পুরোহিতেরা বেদীর চারপাশে উবুড় হয়ে পড়ে সারাদিন চিৎকার করেছিল। তারা গায়ে ক্ষত করছিল যতক্ষণ না রক্ত বের হয়, কিন্তু বাল তাদের উত্তর দেয়নি।

এলিয় এর বিপরীত উপায়ে ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছিলেন। তিনি সদাপ্রভুর বেদীটি পুনর্নির্মাণ করলেন এবং বলি উৎসর্গের উপর জল ঢালতে বললেন যতক্ষণ না সেটি সম্পূর্ণ ভিজে যায়। তখন এলিয় কাছে এসে বললেন - সে চিৎকার করেনি, লাফ দেয়নি

বা নিজেকে আঘাতও করেনি, এই সমস্ত কিছুই হল অবিশ্বাসের চিহ্ন। তিনি শুধু বললেন, আর উৎসর্গ গ্রহন হয়ে গেল।

১রাজাবলী ১৮:৩০-৩৯ পরে এলিয় সমস্ত লোককে কহিলেন, আমার নিকটে আইস; তাহাতে সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে আসিল। আর তিনি সদাপ্রভুর ভগ্ন যজ্ঞবেদি সারাইলেন। কারণ 'তোমার নাম ইস্রায়েল হইবে, ' ইহা বলিয়া সদাপ্রভুর বাক্য যে যাকোবের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার সন্তানদের বংশ-সংখ্যানুসারে এলিয় বারোখানা প্রস্তর গ্রহণ করিলেন। আর তিনি সেই প্রস্তরগুলি দিয়া সদাপ্রভুর নামে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং বেদির চারিদিকে দুই কাঠা বীজ ধরিতে পারে, এমন এক প্রণালী খুদিলেন। পরে তিনি কাষ্ঠ সাজাইয়া বৃষটী খণ্ড খণ্ড করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। আর কহিলেন, চারি জালা জল ভরিয়া এই হোমবলির উপরে ও কাষ্ঠের উপরে ঢালিয়া দেও। পরে তিনি কহিলেন, দ্বিতীয় বার উহা কর; তাহারা দ্বিতীয় বার তাহা করিল। পরে তিনি কহিলেন, তৃতীয় বার কর; তাহারা তৃতীয় বার তাহা করিল। তখন বেদির চারিদিকে জল গেল, এবং তিনি ঐ প্রণালীও জলে পরিপূর্ণ করিলেন।

® তার প্রার্থনা

পরে [বৈকালের] বলিদান সময়ে এলিয় ভাববাদী নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, অব্রাহামের, ইস্হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অদ্য জানাইয়া দেও যে, ইস্রায়েলের মধ্যে তুমিই ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, ও তোমার বাক্যানুসারেই এই সকল কর্ম্ম করিলাম। হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও, আমাকে উত্তর দেও; যেন এই লোকেরা জানিতে পারে যে, হে সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই ইহাদের হৃদয় ফিরাইয়া আনিয়াছ।

তখন সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইল, এবং হোমবলি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল, এবং প্রণালীস্থিত জলও চাটিয়া খাইল। তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর।

প্রতিবন্ধকতা দূরবর্তী করা

যীশু যখন প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তখন তিনি সেই বিষয়গুলি সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছিলেন যেগুলি আমাদের প্রার্থনার উত্তরকে নিয়ে আসতে বাধা দিয়ে থাকে।

যীশু প্রার্থনা করতে পারতেন - কথা বলতে পারতেন - এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয়ে যেত, এর কারণ এই নয় যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে শেষ আদম হিসাবে কার্য করেছিলেন। আদম এবং হবাকে যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই কার্যকে করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার এত শক্তিশালীভাবে কার্য করার কারণ ছিল তাঁর জীবনের পরম বিশুদ্ধতা। সেখানে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

অনেক সময়, আমরা মিশ্রিত জীবনযাপন করে থাকি। পাপের মধ্যে জড়িত থাকি এবং তারপরেও আশ্চর্য হই যে কেন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না।

প্রেরিত পৌল আমাদের সাবধান করেছেন,

গালাতীয় ৬:৭, ৮ তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে।

প্রার্থনার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে, আমাদের অবশ্যই প্রতিটি প্রতিবন্ধিকতাকে বুঝতে এবং তা দূর করতে হবে।

অবিশ্বাস

যীশু যখন তাঁর নিজের দেশে ফিরে আসেন, যদিও তাঁর নিখুঁত বিশ্বাস ছিল, তিনি সেখানে কোন পরাক্রম-কার্য করেননি। মথি বলেছেন এর কারণ ছিল অবিশ্বাস। অবিশ্বাস হল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মথি ১৩:৫৪-৫৮ আর তিনি স্বদেশে আসিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান ও এমন পরাক্রম-কার্য্য সকল কোথা হইতে হইল? এ কি সূত্রধরের পুত্র নয়? ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা কি ইহার ভ্রাতা নয়? আর ইহার ভগিনীরা কি সকলে আমাদের এখানে নাই? তবে এ কোথা হইতে এই সমস্ত পাইল? এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও কুল ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অনাদৃত হন না। আর তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখানে বিস্তর পরাক্রম-কার্য্য করিলেন না।

যীশু সমাজগৃহের শাসককে কি বলেছিলেন যখন তিনি এই কথা শুনলেন, "আপনার মেয়ে মারা গেছে?" তিনি বলেছিলেন "শুধু বিশ্বাস কর।"

রাস্তার পাশের অন্ধ ভিখারীকে যীশু কি বলেছিলেন? “তোমার বিশ্বাস অনুসারে”

লাসারের কবরে গিয়ে যীশু মারথাকে কি বলেছিলেন? “যদি তুমি বিশ্বাস কর তাহলে তুমি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে”!

অবিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে থাকলে আমরা কখনই প্রার্থনার উত্তর পাব না।

যাকোব ১:৫-৭ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে। কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা যে

সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য। সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক।

জ্ঞানের অভাব

যিশাইয় এবং হোশেয় পুস্তকে আমরা কিছু দৃঢ় উক্তি দেখতে পাই।

যিশাইয় ৫:১৩ক এই কারণ আমার প্রজারা জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত বন্দিরূপে নীত...

হোশেয় ৪:৬ক জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে।

যদি আমরা না জানি ঈশ্বরের বাক্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে কী বলে, তাহলে আমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারব? সত্য বিশ্বাস শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

জ্ঞানের ভিত্তি হল ঈশ্বর এবং তাঁর ধার্মিকতাকে জানা।

রোমীয় ১০:২, ৩ কেননা আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানানুযায়ী নয়। ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা না জানায়, এবং নিজ ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত হয় নাই।

গর্ব এবং ভণ্ডামি

যীশু অহঙ্কারির প্রার্থনার সাথে নম্রের প্রার্থনার পার্থক্যের কথা বলেছেন।

লুক ১৮:৯খ-১৪ দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য ধর্ম্মধামে গেল; এক জন ফরীশী, আর এক জন করগ্রাহী।

ফরীশী দাঁড়াইয়া আপনা আপনি এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের–উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের –মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত নহি; আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি;

কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

যীশু ফরীশী এবং অধ্যাপকদের ভণ্ড বলেছেন কারন তারা ভণ্ডামির প্রার্থনা করে থাকে।

মথি ২৩:১৪ কিন্তু হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক, তোমাদিগকে! কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ

করিয়া থাক; আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আইসে, তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও না।

ক্ষমাহীনতা

আমরা এক ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবীতে বাস করি। আমরা সকলেই আঘাত পেয়েছি, অন্যের সাথে অপব্যবহার করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি এবং মিথ্যা বলেছি। কতবার আমরা অনেককে বলতে শুনেছি, "কিন্তু তারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়।" প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তির যা প্রাপ্য তা তার ক্ষমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর কখনই আমাদের ক্ষমা করার প্রয়োজনকে অন্য ব্যক্তি কি করে বা না করে তার উপর শর্তসাপেক্ষ করেননি। যদি তা করতেন তবে তাদের অবস্থান এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রনে থাকত।

এটা এমন নয় যে ঈশ্বর অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জন্য এটি সহজ করার চেষ্টা করছেন। ঈশ্বর আমাদের জন্য এটি সহজ করতে চান। যতক্ষণ আমারা ক্ষমাহীনতাকে নিজেরদের মধ্যে ধরে রাখব, ততক্ষণ আমরা সুন্দর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো না। ক্ষমাহীনতা আমাদের সেই ব্যক্তি বা পরিস্থিতির দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। আমাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রনকে ভাঙার একমাত্র উপায় হল তাদের সম্পূর্ণরুপে ক্ষমা করে দেওয়া।

® ক্ষমা করলে ক্ষমা পাবেন

যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, হৃদয়ের মধ্যে ক্ষমাহীনতা রাখলে কখনই প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় না।

মার্ক ১১:২৫-২৬ আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন।

ক্ষমা করার দ্বারা আমরা অন্যকে আমাদেরকেও ক্ষমা করতে বলে থাকি। লক্ষ্য করুন, যীশু বলেননি যে আমরা আমাদের ভাইয়ের (বা প্রভুতে বোনের) প্রতি অন্যায় করেছি কিনা। তিনি বলেছেন, যদি আমাদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কিছু থাকে।

মথি ৫:২৩, ২৪ অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।

যীশু ক্ষমাকে প্রভুর প্রার্থনার অংশ করেছেন এবং তিনি সেই প্রার্থনার পর ক্ষমা করার বিষয়ে আরও শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টরুপে বললেন - তুমি যদি চাও ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, তবে অন্যকে ক্ষমা কর।

মথি ৬:১২, ১৪, ১৫ আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর,

যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি: কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

® সত্তরগুন সাতবার

পিতর বিচার ব্যবস্থার অধীনে বেড়ে উঠেছিল। তাই সে যীশুর কাছে প্রশ্ন করল, "সাত বার ক্ষমা করা কি যথেষ্ট?" সে এক ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলছিল।

মথি ১৮:২১, ২২ তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত?

যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।

উত্তরে যীশুর "সত্তরগুন সাতবার" বলার একটি ইঙ্গিত ছিল যে, তারা যেন ক্ষমা করার একটি ক্রমাগত জীবনধারা গড়ে তুলতে পারে। চারশত নব্বই বার ধরে কাউকে ক্ষমা করার হিসাব রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি এই কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণরুপে বলেছিলেন।

® দুষ্ট দাস

যীশু ক্ষমার গুরুত্বের বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত বলেছিলেন।

মথি ১৮:২৩-৩৫ এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাসগণের কাছে হিসাব লইতে চাহিলেন। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, এক জন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত ধারিত। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব। তখন সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন।

কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদের মধ্যে এক জনকে, দেখিতে পাইল, যে তাহার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া গলাটিপি দিয়া কহিল, তুই যা ধারিস্, তাহা পরিশোধ কর্। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। তথাপি সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। তখন তাহার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা

করিয়াছিলাম; আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে।

আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।

ঈশ্বরের আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন - আমাদের অতীতের এবং বর্তমানের পাপসকল আমাদের ব্যর্থতাসকল সমস্ত কিছু - তবে কেন আমরা অন্যদের ক্ষমা করতে পারি না?

পাপের বাঁধনকে দূর করা

আদম ও হবা পাপ করার পর এদেন উদ্যানে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, তখন থেকে পাপ একট পবিত্র ঈশ্বর এবং পাপী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যিশাইয় ৫৯:১, ২ দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমন খাট নয় যে, তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; তাঁহার কর্ণ এমন ভারী নয় যে, তিনি শুনিতে পান না; কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্য তিনি শুনেন না।

যীশু আমাদের পাপের মুল্য দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অবশ্যই পাপের ক্ষমা ও মুক্তির জন্য তাঁর অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই তথ্যগুলিয স্বতঃসিদ্ধ এই ধারণাবর্তি হয়ে প্রার্থনার উপর অনেক পুস্তক লিখিত হয়েছে। কিন্তু পুরুষ এবং নারীর নিজেদেরকে বোঝানোর অসাধরন ক্ষমতা রয়েছে যে পাপ, বিশেষ করে তাদের, ঈশ্বরের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। এটি অবশ্যই সত্য নয়। শলোমন লিখেছেন,

হিতোপদেশ ১৪:১২ একটী পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল; কিন্তু তাহার পরিমাণ মৃত্যুর পথ।

ঈশ্বর পাপকে উপেক্ষা করতে পারেন না. এটা তাঁর স্বভাব এবং তাঁর বাক্যের বিপরীত। পবিত্র ঈশ্বর পাপের উপস্থিতিতে থাকতে পারেন না, এবং তাঁর অনুগ্রহ পাপের স্বয়ংক্রিয় উপেক্ষা বা ক্ষমা নয়।

রোমীয় ৬:১, ২ তবে কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্ত কি পাপে থাকিব? তাহা দূরে থাকুক। আমরা ত পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপে জীবন যাপন করিব?

আমাদের জীবনের পাপ আমাদের প্রার্থনাকে শুনতে বাধা দিয়ে থাকে।

স্বীকার কর এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হও

কিভাবে আমরা পাপ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি? নিজেদের এবং ঈশ্বরের সহিত সৎ হওয়ার মাধ্যমে, এবং ঈশ্বরের কাছে পাপকে স্বীকার করে। আমরা অজুহাত দিতে পারি না। "ঠিক আছে, আমি সেভাবে বলতে চাইনি, বা ..." আমরা বলতে পারি না, "এটি সামান্য জিনিস..." আমাদের ছোটো বড় সমস্ত রকম পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

ক্ষমা পেতে এবং নিজেদেরকে শুচি করতে, আমাদের অবশ্যই আমাদের পাপের সম্মুখীন হতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে তা স্বীকার করতে হবে।

১যোহন ১:৯ যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।

যদি আমাদের প্রার্থনার উত্তর না এসে থাকে, তাহলে আমাদের তার কারণগুলি খুঁজে বার করতে হবে। এটা পাপ হতে পারে বা জ্ঞানের অভাব, বিশ্বাসের অভাব বা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যাচ্ঞা না করার ফলেও হতে পারে।

প্রার্থনার উত্তরের বাঁধাসকল

® অধর্ম্মসকল

অধর্ম্ম হল সেই পাপ যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে থাকে।

যিরমিয় ১১:১০, ১১ তাহারা আপনাদের সেই পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রতি ফিরিয়াছে, যাহারা আমার কথা শুনিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল; আর তাহারা সেবা করণার্থে অন্য দেবগণের পশ্চাতে গিয়াছে; ইস্রায়েল-কুল ও যিহূদা-কুল আমার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত করিয়াছিলাম। অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব, তাহারা তাহা হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না; তখন তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু আমি তাহাদের কথা শুনিব না।

দাউদ লিখেছেন,

গীতসংহিতা ৬৬:১৮ যদি চিত্তে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না।

® হৃদয়ের মধ্যে মূর্তিগণকে রাখা

আমাদের জীবনে যে কোন কিছু, যা ঈশ্বরের পরিবর্তে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তা একটি মূর্তি হয়ে ওঠে। ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে প্রথম স্থান দিতে হবে।

যিহিষ্কেল ১৪:৩ হে মনুষ্য-সন্তান, ঐ লোকেরা আপন আপন পুত্তলিকে আপন আপন হৃদয়ে উঠিতে দিয়াছে, ও আপন আপন দৃষ্টির সম্মুখে আপনাদের অপরাধজনক বিঘ্ন রাখিয়াছে; আমি কি কোন মতে উহাদিগকে আমার কাছে অনুসন্ধান করিতে দিব?

® চুরি করা, খুন করা, ব্যভিচার করা

মিথ্যা শপথ করা, অন্য দেবতার সেবা করা

যিরমিয় ৭:৯, ১০, ১৩, ১৬ তোমরা কি চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাশপথ এবং বালের উদ্দেশে ধূপদাহ করিবে, এবং যাহাদিগকে জান নাই, এমন অন্য দেবগণের পশ্চাদগমন করিবে, আর এখানে আসিয়া, এই যে গহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই গহে আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইবে, আর বলিবে, আমরা উদ্ধার পাইলাম, যেন ঐ সমস্ত ঘৃণার্হ কার্য্য করিতে পার?

"আর এখন তোমরা এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ," ইহা সদাপ্রভু কহেন, এবং আমি প্রত্যূষে উঠিয়া তোমাদিগকে কথা কহিলেও তোমরা শুন নাই, আমি তোমাদিগকে ডাকিলেও তোমরা উত্তর দেও নাই;

অতএব তুমি এই জাতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও না, তাহাদের জন্য আমার কাছে কাতরোক্তি ও প্রার্থনা উৎসর্গ করিও না, অনুরোধও করিও না; কেননা আমি তোমার কথা শুনিব না।

ঈশ্বর যিরমিয়কে কেন বললেন? তাদের জন্য মধ্যস্থতা করবে না, কাঁদবে না বা প্রার্থনা করবে না, কারণ আমি তোমার কথা শুনব না।

"তারা" বলতে বোঝায় যারা চুরি করে, খুন করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা শপথ করে, অন্য দেবতাদের সেবা করে এবং তারপর ঈশ্বরের ঘরে আসে এবং বলে, "আমাদের এই কার্যগুলীর করার জন্য প্রেরন করা হয়েছে।" এটি বলা এর সমান নয় যে, "আমরা ব্যবস্থার অধীনে নয় বরং অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছি। আমরা পাপ করতে পারি এবং ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন?" এটা এই বলার মতই হতে পারে, "আমি জানি বাইবেল বলছে... ভুল, কিন্তু ঈশ্বর আমার অবস্থাকে বোঝেন?"

® গর্ব করা

ঈশ্বর অহঙ্কারিদের শোনেন না।

ইয়োব ৩৫:১২, ১৩ তথায় দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত লোকে ক্রন্দন করে, কিন্তু তিনি উত্তর করেন না। বাস্তবিক ঈশ্বর অলীক কথা শুনেন না, সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা নিরীক্ষণ করেন না।

যাকোব ৪:৬খ "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"

® অশ্রবণকারী হওয়া

যারা দরিদ্রদের কর্ণ রোধ করে তাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শোনেন না।

হিতোপদেশ ২১:১৩ যে দরিদ্রের ক্রন্দনে কর্ণ রোধ করে, সে আপনি ডাকিবে, কিন্তু উত্তর পাইবে না।

® অবাধ্য হওয়া

ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্যতা খুবই গুরুতর অপরাধ। যিশাইয় বলেছেন এটি পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার করার স্বরূপ এক পাপ। ঈশ্বর অবাধ্যদের শ্রবণ করেন না।

১শমূয়েল ১৫:২৩ক কারণ আজ্ঞালঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও ঠাকুরপূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন।

সখরিয় ৭:১১-১৩ কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়া ঘাড় ফিরাইত, এবং যেন শুনিতে না পায়, সেই জন্য আপন আপন কর্ণ ভারী করিত। হাঁ, তাহারা আপন আপন অন্তঃকরণ হীরকের ন্যায় কঠিন করিত, যেন ব্যবস্থা শুনিতে না হয়, এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপনার আত্মা দ্বারা পূর্ব্বকার ভাববাদিগণের হস্তে যে সকল বাক্য প্রেরণ করিতেন, তাহাও শুনিতে না হয়; এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে মহাক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন তিনি ডাকিলে তাহারা যেমন শুনিত না, তদনুসারে বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তাহারা ডাকিলে আমিও শুনিব না।

হিতোপদেশ ২৮:৯ যে ব্যবস্থা শ্রবণ হইতে আপন কর্ণ ফিরাইয়া লয়, তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ।

® অসম্মানকারী স্ত্রী

একজন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক হল যীশু এবং মণ্ডলীর অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে সম্পর্কের এক পার্থিব দৃশ্যপট - এই সম্পর্ক সঠিক না হওয়া এবং আমাদের প্রার্থনা বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে পিতর বলেছিলেন।

১পিতর ৩:৭ তদ্রূপ, হে স্বামিগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্ব্বক বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।

উপসংহারে

যদি এমন কিছু থাকে যার জন্য আমাদের বিবেক আমাদের তিরস্কার করছে, তাহলে যতক্ষণ না এটি ক্ষমা করা হয় ততক্ষণ আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করতে পারব না। বিশুদ্ধ বিবেক এবং বিশ্বাস একসাথে যুক্ত এটিকে আলাদা করা যায় না।

১তিমথিয় ১:৫ কিন্তু সেই আদেশের পরিণাম প্রেম, যাহা শুচি হৃদয়, সৎসংবেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন;

প্রার্থনা করতে উৎসাহিত হওয়া

যীশু প্রার্থনা করতে বলেছেন

যীশু আমাদের প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করেছেন এবং অবিরাম প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

মথি ৯:৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

লুক ১৮:১ আর তিনি তাঁহাদিগকে এই ভাবের একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন যে, তাঁহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়।

লুক ২১:৩৬ কিন্তু তোমরা সর্ব্বসময়ে জাগিয়া থাকিও এবং প্রার্থনা করিও, যেন এই যে সকল ঘটনা হইবে, তাহা এড়াইতে, এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে, শক্তিমান্ হও।

প্রেরিতেরা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেছেন

প্রথম ডিকনদের মণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হয়েছিল যাতে প্রেরিতরা প্রার্থনা এবং বাক্যের পরিচর্যা তাদেরকে দিতে পারে।

প্রেরিত ৬:৪ কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও বাক্যের পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট থাকিব।

প্রেরিত পৌল বলেছেন আমরা যেন ক্রোধ বা সন্দেহ ছাড়াই সর্বদা পবিত্রতার সাথে প্রার্থনা করি।

১ তিমথিয় ২:৮ অতএব আমার বাসনা এই, সকল স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনাবিতর্কে শুচি হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক।

ইফিষীয় ৬:১৮ সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক।

যাকোব বলেছেন, আমাদের একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

যাকোব ৫:১৬ অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।

পিতর বলেছেন আমরা যেন প্রার্থনায় সংযমশীল এবং প্রবুদ্ধ থাকি হই।

১পিতর ৪:৭ কিন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট; অতএব সংযমশীল হও, এবং প্রার্থনার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ থাক।

দাউদ প্রার্থনা করেছিলেন

গীতসংহিতায় আমরা দাউদের প্রার্থনা দেখতে পাই। তিনি বলেছেন আমি প্রার্থনায় রত হয়েছি।

গীতসংহিতা ১০৯:৪খ কিন্তু আমি প্রার্থনায় রত।

প্রার্থনা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে

যীশু বলেছেন,

যোহন ১৪:১৩ আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।

প্রার্থনা ঈশ্বরকে সন্তোষপ্রদান করে

হিতোপদেশ ১৫:৮ দুষ্টদের বলিদান সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ; কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার সন্তোষজনক।

ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং উত্তর দেন

গীতসংহিতা ৬৫:২ হে প্রার্থনা শ্রবণকারী,

তোমারই কাছে মর্ত্যমাত্র আসিবে।

গীতসংহিতা ৮৬:৭ সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে ডাকিব,

কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিবে।

১পিতর ৩:১২ক কেননা ধার্ম্মিকগণের প্রতি প্রভুর চক্ষু আছে; তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে;

সারাংশ - প্রার্থনা ফল নিয়ে আসে

যীশু বলেছিলেন, আমাদের প্রার্থনায় অবিচল থাকতে হবে। আমাদের দিনরাত প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে, চাইতে হবে এবং দ্বারে আঘাত করতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন আমাদের অবশ্যই অন্যকে দেখানোর জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয় বরং একান্তে প্রার্থনা করা উচিত। অনর্থক পুনরুক্তি করা উচিত নয়, কারণ এটি বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করা নয়, যেহেতু ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের প্রয়োজনগুলি জানেন তকাই আমরা অনর্থক পুনরুক্তি যেন না করি।

যীশু এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আমরা যদি অন্যদের প্রতি ক্ষমার হৃদয় না রাখি, তবে আমাদের এমন হৃদয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদের ক্ষমা করতে হবে এবং আমরা যাদের আঘাত করেছি বা যাদের আমাদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি রয়েছে তাদের কাছে আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে।

অবিশ্বাস, জ্ঞানের অভাব, অহংকার, অন্যায়, চুরি, খুন, ব্যভিচার, মিথ্যা শপথ করা এবং অন্যান্য দেবতাদের সেবা করা - সমস্ত ধরনের পাপ - আমাদের প্রার্থনার উত্তরের বাঁধাস্বরূপ।

যখন আমরা প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সম্মুখে আসি, তখন প্রথমে আমাদের সেই সমস্ত কিছু দূর করতে হবে যা আমাদেরকে তাঁর উপস্থিতিতে অবাধে আসতে বাধা দিয়ে থাকে। তাহলেই আমাদের প্রার্থনা বিশ্বাসের সহিত সম্পন্ন হবে।

পুনরোলচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। কার্যকারীরুপে প্রার্থনা করার তিনটি ধাপের বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন।

২। আমাদের জীবনে এমন কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আছে যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের প্রার্থনার উত্তর আসতে বাধা দিচ্ছে, তা আমরা কীভাবে জানতে পারব?

৩। আপনার জীবনের কোন বাধা বা প্রার্থনার প্রতিবন্ধকতার নাম বলুন। আপনার সেগুলির জন্য কি পরিকল্পনা রয়েছে?

ষষ্ট অধ্যায়

সফল প্রার্থনাশীল জীবনে প্রবেশ

ভূমিকা

আমরা এমন মণ্ডলীতে বেড়ে উঠেছি যেখানে বাক্য অধ্যয়নের উপর বেশী জোর দেওয়া হত। আমরা তিমথির উদ্দেশ্যে পৌলের উপদেশ বহুবার শুনেছি।

২তিমথিয় ২:১৫ তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।

আমরা ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করার জন্য অধ্যয়ন করেছি এবং সেই বর্ষগুলীতে আমরা যা কিছু শিখেছি সেগুলির জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমরা জানতাম না যে সত্যিকারের অধ্যয়ন শুধুমাত্র আমাদের স্বাভাবিক মন দিয়ে শেখার দ্বারা হয় না, বরং পবিত্র আত্মাকে আমাদের শিক্ষক হিসাবে আমাদের জীবনে স্থান দিতে হবে এবং তাঁর প্রকাশনের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

® অস্থিসকল

বাক্যের জ্ঞানকে শরীরের অস্থির গঠনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এটি আমাদের বাঁচতে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে চলাফেরা করতে সাহায্য করে। অস্থির অভাবে আমরা জেলিফিশের মতো হয়ে যাব যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার জন্য ঢেউয়ের উপর নির্ভর করে থাকে।

আরেকটি পদ রয়েছে যাকে আমরা কখনই জোর দিয়ে শুনিনি। আমরা যখন কিছু শিখি, তখন আমাদের তা অনুশীলন করতে হবে। আমাদের এটি করতে হবে! প্রেরিত যাকোব বলেছিলেন যে আমরা কেবল বাক্যের শ্রবণকারী যেন না হই বরং বাক্যে কার্যকারী হতে পারি।

যাকোব ১:২২-২৪ আর বাক্যের কার্য্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না। কেননা যে কেহ বাক্যের শ্রোতামাত্র, কার্য্যকারী নয়, সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ দেখে: কারণ সে আপনাকে দেখিল, চলিয়া গেল, আর সে কিরূপ লোক, তাহা তখনই ভুলিয়া গেল।

® মাংস

দেহের সাদৃশ্যকে আরও যদি দেখি তবে, ইচ্ছা ও আবেগ রক্তমাংসের স্বরূপ। প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, মঙ্গল, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ সবই এর অন্তর্গত।

® আত্মা

জীবন্ত দেহের আরও একটি অংশ রয়েছে এবং তা হল মানব আত্মা। প্রার্থনা হল আরাধনার অভিব্যক্তি, এবং আমাদের আত্মায় আরাধনা করতে হবে।

যোহন ৪:২৩, ২৪ কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।

আমরা কি করে প্রার্থনা করবো

প্রার্থনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যথেষ্ট নয়, আমাদের অবশ্যই সেটিকে করতে হবে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে পিতা ঈশ্বরের কাছে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা করতে হবে।

ঈশ্বর পিতার কাছে

® যীশু আমাদের উদাহরণ

যীশু, ঈশ্বর পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

যোহন ১৭:১ যীশু এই সকল কথা কহিলেন; আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন।

তিনি ঈশ্বরকে পবিত্র পিতা রুপে সম্বোধন করেছিলেন।

যোহন ১৭:১১ আমি আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর–যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ–যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক।

তিনি ঈশ্বরকে ধার্মিক পিতা বলে সম্বোধন করেছেন।

যোহন ১৭:২৫ ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি, এবং ইহারা জানিয়াছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

যীশু বলেছেন, আমরা যেন ঈশ্বরকে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা বলে সম্বোধিত করি।

মথি ৬:৯ অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,

® অন্যেরা যীশুর কাছে প্রার্থনা করেছিল

যদিও আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশিত এবং উৎসাহিত করা হয়েছে, এটি কোন আইনগত নিয়ম নয় যা সর্বদা অনুসরণ করতে হবে। আমরা এটি জানি, কারণ স্টিফেন, মৃত্যুর মুহূর্তে, যীশুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

প্রেরিত ৭:৫৯ এদিকে তাহারা স্তিফানকে পাথর মারিতেছিল, আর তিনি ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।

এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের পার্থিব পিতাদের দ্বারা এতটাই আহত হয়ে থাকে যে তারা তাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করতেও ভয় পায়। ঈশ্বর তা বোঝেন। যীশুর সাথে তাদের সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে, তিনি তাদের কাছে সত্য, প্রেমময় স্বর্গীয় পিতাকে প্রকাশ করবেন, এবং ঈশ্বরের সহিত তাদের সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

যীশুর নামে

আমাদের যীশুর নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের অবস্থান একমাত্র যীশুতে। আমরা তাঁর মধ্যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছি।

যোহন ১৫:১৬ তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

পবিত্র আত্মার দ্বারা

বাইবেলে পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনার কোনো উদাহরণ নেই। তবে, প্রার্থনা সর্বদা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এবং তাঁর উপর নির্ভর করে হওয়া উচিত।

রোমীয় ৮:২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, যীশু এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা পিতার নিকটে যাবার ক্ষমতা পেয়েছি।

ইফিষীয় ২:১৮ কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি।

সঠিক মনোভাবের সহিত ঈশ্বরের সম্মুখে আসা

অনুতাপ

প্রভুর প্রার্থনায়, যীশু শিখিয়েছিলেন, "আমাদের পাপ ক্ষমা করুন।" এটি সর্বদা আমাদের প্রার্থনা জীবনের অংশ হওয়া উচিত।

® দাউদ

রাজা দাউদ পাপ করেছিলেন এবং সেই পাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আমাদের জন্য অনুতাপের এক উদাহরণ হয়েছেন।

গীতসংহিতা ৫১:১ হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা কর।

® হারানো পুত্র

অনুতাপের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্তগুলীর মধ্যে একটি হল হারানো পুত্রের দৃষ্টান্ত। সে তার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং নিজের পথে বেছে নিয়েছিল। অবশেষে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, সে তার পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার এবং ক্ষমা চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং ঠিক তাই সে করেছিল। তার পিতা যখন তার সাথে প্রেমের বাহু প্রসারিত করে তার কাছে এগিয়ে এল, তখন সে নিজেকে বলেনি, "ওহ, আমি মনে করি তিনি আমাকে খারাপভাবে দেখেন না। আমি শুধু এত নম্র হতে ভুলে গেছিলাম. আমার বাবা বোঝেন..."। আমরা যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাই, তাহলে আমাদের নম্রভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে।

লুক ১৫:১৮-২৩ আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সব চেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে জুতা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি।

আমাদের স্বর্গীয় পিতা মুক্ত বাহু নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করেন যখন আমরা কেবল তাঁর কাছে আসি এবং স্বীকার করি, "আমি পাপ করেছি।"

নম্রতা

নম্রতার অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বশ্যতা প্রদর্শন করা। এর অর্থ হল ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, জ্ঞান এবং বিচারের স্বীকৃতিতে শ্রদ্ধার মাধ্যমে তাঁর মতামত, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করা এবং আমরা তাঁর নামে তাঁর কাছে আসব নাকি আমাদের নিজস্ব জ্ঞান, অবস্থান বা ক্ষমতার ভিত্তিতে।

২বংশাবলী ৭:১৪ আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে

আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদেরকে নত করতে হবে।

বাধ্যতা

যোহন এটা খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার সঙ্গে বাধ্যতার সম্পর্ক রয়েছে।

১যোহন ৩:২২ এবং যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহা তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা যাহা প্রীতিজনক, তাহা করি।

বিশ্বাস

যীশু যখন লোকেদের পরিচর্যা করছিলেন, তিনি ক্রমাগত তাদেরকে বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করেছিলেন।

মার্ক ১১:২২-২৪ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

মথি ৮:১৩ পরে যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন, চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে, তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর সেই দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

মথি ৯:২৮ তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর সেই অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল; তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি ইহা করিতে পারি? তাহারা তাঁহাকে বলিল, হাঁ, প্রভু।

মার্ক ৫:৩৬ কিন্তু যীশু সে কথা শুনিতে পাইয়া সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর।

মার্ক ৯:২৩ যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন! যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য।

লুক ৮:৪৮ তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; শান্তিতে চলিয়া যাও।

বিনা বিশ্বাস, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।

ইব্রীয় ১১:৬ কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।

প্রার্থনায় সফল হবার ধাপ

খ্রীষ্টে থাকা

সফল প্রার্থনা করার প্রথম ধাপ হল খ্রীষ্টেতে থাকা। তাঁর মধ্যে থাকার একটি জীবনধারাকে বিকশিত করতে হবে। যীশু বলেছিলেন, আমরা যদি এটি করি তবে আমরা যা চাই তা যাচ্ঞা করি এবং এটি করা হবে।

যোহন ১৫:৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।

প্রভু আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ করবেন, - যদি আমরা প্রথমে তাঁর মধ্যে নিজেদেরকে আনন্দিত করি। এটি করার সাথে সাথে, আমরা তাঁর সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হই, এবং আমাদের ইচ্ছাগুলি তাঁর চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গীতসংহিতা ৩৭:৪ আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ করিবেন। তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, তাঁহাতে নির্ভর কর, তিনিই কার্য সাধন করিবেন।

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চাও

প্রেরিত যোহন আমাদের একটি চমৎকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কিছু চাই, তবে আমরা যা চাই তা আমাদের দেওয়া হবে।

১যোহন ৫:১৪, ১৫ আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।

যাকোব লিখেছেন, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীতে, স্বার্থপরভাবে বা আমাদের নিজস্ব আনন্দের জন্য দৈহিক উদ্দেশ্য নিয়ে যদি প্রার্থনা করি তবে কখনই প্রার্থনার উত্তর পাব না।

যাকোব ৪:৩ যাচ্ঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দ ভাবে যাচ্ঞা করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।

এই মুহূর্তে, প্রশ্ন আসে যে, আমরা কীভাবে জানব যে তাঁর ইচ্ছা কী? যাকোব বলছেন, আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে তা জিজ্ঞাসা করি।

যাকোব ১:৫ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।

® দাউদ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করেছিলেন

দাউদ তার গহের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন - জাগতিক গহ নয়, কিন্তু তার বংশের জন্য, তার বংশধরদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তার উপর

ভিত্তি করে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন। তিনি বাক্য অনুযায়ী প্রার্থনা করেছিলেন।

২শমূয়েল ৭:২৬-২৯ তোমার নাম চিরকাল মহিমান্বিত হউক; লোকে বলুক, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বর; আর তোমার দাস দায়ূদের কুল তোমার সাক্ষাতে সুস্থির হইবে। হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমিই আপন দাসের কাছে প্রকাশ করিয়াছ, বলিয়াছ, 'আমি তোমার জন্য এক কুল নির্ম্মাণ করিব,' এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস জন্মিল।

আর এখন, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, তোমারই বাক্য সত্য, আর তুমি আপন দাসের কাছে এই মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের কুলকে আশীর্ব্বাদ কর; তাহা যেন তোমার সম্মুখে চিরকাল থাকে; কেননা হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আপনি ইহা বলিয়াছ; আর তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার এই দাসের কুল চিরকাল আশীঃপ্রাপ্ত থাকুক।

দাউদ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে শুনেছিল এবং সে তার নিজের আত্মায় সেটিকে নিশ্চিত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলো। প্রার্থনা করেছিল যাতে এটি বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

® ইলিশায় মৃত শিশুকে জীবিত করেছিল

উত্তরপ্রাপ্তির প্রার্থনার নিম্নলিখিত উদাহরণটি খুবই উৎসাহপূর্ণ, কিন্তু এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলা হয়নি।

২রাজাবলী ৪:৩২-৩৫ পরে ইলীশায় সেই গহে আসিলেন, আর দেখ, বালকটী মত, ও তাঁহার শয্যায় শায়িত। তখন তিনি প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের দুই জনকে বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন। আর [খাটে] উঠিয়া বালকটীর উপরে শয়ন করিলেন; তিনি তাহার মুখের উপরে আপন মুখ, চক্ষুর উপরে চক্ষু ও করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে আপনি লম্বমান হইলেন; তাহাতে বালকটীর গাত্র উত্তাপযুক্ত হইতে লাগিল। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া গহমধ্যে একবার এদিক একবার ওদিক করিলেন, আবার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান হইলেন; তাহাতে বালকটী সাত বার হাঁচিল, ও বালকটী চক্ষু মেলিল।

ইলিশা প্রার্থনার বিষয় শুনলেন এবং প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি শিশুটির কাছে গেলেন। ঈশ্বর তাকে যা করতে বলেছেন সে অবশ্যই সেটি করেছে কারণ তাঁর কাজটি স্বাভাবিক ছিল না। সে মৃত শিশুটির উপর শুয়ে পড়ল। শিশুটির দেহ উষ্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু অলৌকিক ঘটনাটি তখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

তখন ইলীশায় ঘর থেকে বের হয়ে পায়চারী করতে লাগল। তিনি পায়চারী করতে করতে অবশ্যই প্রার্থনা করছিলেন- সম্ভবত তিনি যা শুনেছেন তা প্রভুর সাথে নিশ্চিত করছিলেন। - সম্ভবত তিনি আধ্যাত্মিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। - এবং তারপরে

তিনি সেই শিশুটির কাছে ফিরে এসে তাঁর উপর আবার শুয়ে পড়লেন এবং শিশুটি তাঁর চোখ খুলল এবং জীবিত হয়ে উঠল।

ইলিশা বলেননি "এটা করা ভালো হবে কি না? তিনি প্রথমে প্রার্থনা করলেন এবং তারপর তিনি ঈশ্বরের যা প্রকাশ পেলেন সেইরুপ কাজ করলেন।

সত্যে প্রার্থনা করা

যীশু বলেছেন, সত্যের আত্মা আমাদের পথ দেখাবে এবং কি বলতে হবে তা বলে দেবে।

যোহন ১৬:১৩ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।

প্রার্থনা করার সময় আমাদের নিজেদের এবং ঈশ্বরের সহিত সৎ হতে হবে। সত্য কথাটির হিব্রু অর্থ স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বস্ততাকে বুঝিয়ে থাকে।

গীতসংহিতা ১৪৫:১৮ সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্ত্তী, যাহারা তাঁহাকে ডাকে, যাহারা সত্যে তাঁহাকে ডাকে।

আত্মায় প্রার্থনা করা

প্রথম পাঠে, আমরা প্রার্থনার দুটি ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছি -আত্মার সহিত এবং জ্ঞানের সহিত। প্রেরিত যিহুদা লিখেছেন,

যিহুদা ১:২০ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে...।

প্রেরিত পৌল ইফিষীয় ৬:১৭-১৯ পদে বলেছেন, সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর। যেন মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়।

পবিত্র আত্মার সাহায্য ছাড়া কখনো প্রার্থনা করা উচিত নয়।

রোমীয় ৮:২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

তাঁর বাক্য বা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কি করতে চান তা নিশ্চিত করে থাকেন।, বিশ্বাস যখন আমাদের আত্মায় আসে তখন আমরা সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করতে পারি।

ইফিষীয় ৩:১২ তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ব্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা, পাইয়াছি।

আন্তরিক দৃঢ়রুপে প্রার্থনা করা

ঈশ্বর আমাদের ঈষদুষ্ণ হওয়াকে একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চান, আমরা হয় গরম নয় ঠাণ্ডা হই। ঈশ্বর, আপনি যা চান..." এটি আমাদের বলা বন্ধ করতে হবে।

প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-১৬ আর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ; – যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই কথা কহেন; আমি জানি তোমার কার্য্য সকল, তুমি না শীতল না তপ্ত; তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত। এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি।

আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে এবং তাঁর বাক্যকে জানতে হবে, তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তা জানতে হবে এবং সেটিকে অনুসরণ করতে হবে। ঈশ্বর ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রতিশ্রুত ভূমি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের এটির জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। তাদের সেখানে গিয়ে সেই জমি দখল করতে হয়েছিল।

অবিরত প্রার্থনা করা

পৌল থিসলনীকীয় মণ্ডলীকে লিখলেন, তারা যেন বিরতিহীনভাবে প্রার্থনা করে। এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি এবং আমি কীভাবে জীবনের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে অবিরত প্রার্থনা করতে পারি?

প্রার্থনার জীবন-শৈলী বিকশিত করার মাধ্যমে আমরা এটি করতে পারি। প্রতিদিন একটি প্রার্থনার সময় নির্ধারণ করে, আমাদের আত্মাকে সারা দিন প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

১ থিষলনীকীয় ৫:১৭ অবিরত প্রার্থনা কর।

® অনবরত

যখন পিতরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন অন্যান্য বিশ্বাসীরা তার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করেছিল। তারা এটা বলেনি, "যা ঘটছে ঘটুক, ঈশ্বরের দায়িত্ব তিনি যা চাইবেন করবেন।"

প্রেরিত ১২:৫ এইরূপে পিতর কারাবদ্ধ থাকিলেন, কিন্তু মণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে একাগ্র ভাবে প্রার্থনা হইতেছিল।

® বিনতি, কার্যসাধক, দৃঢ়তার সহিত

একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে বলার দ্বারা যাকোব, তখন আমাদের এলিয়ের আন্তরিকভাবে প্রার্থনার বিষয়টি মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

যাকোব ৫:১৬,১৭ক অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের

নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত। এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন; আর তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রার্থনা করিলেন।

® মল্লযুদ্ধ

পৌল সর্বদা প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করতেন। অবশ্যই, তার মহান পরিচর্যা এবং লিখিত পুস্তকের জন্য তার হয়ত প্রার্থনার জন্য সময় বার খুব কঠিন হয়ে পড়ত। তবুও তবুও তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন - "প্রার্থনায় সর্বদা তোমাদের জন্য আন্তরিকভাবে মল্লযুদ্ধ করছি।"

কলসীয় ৪:১২ পাফ্রা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন, তিনি ত তোমাদেরই এক জন, খ্রীষ্ট যীশুর দাস; তিনি সতত প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতেছেন, যেন তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাতে সিদ্ধ ও কৃতনিশ্চয় হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।

® প্রাণপণ

পৌল "প্রাণপণ" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এর অর্থ কোন কিছুর জন্য প্রচেষ্টা, শক্তি বা চেষ্টা করা; জোর করে সংগ্রাম বা লড়াই করা। পৌল কোন ঈষদুষ চাননি, "যদিও এটি তার ইছাশক্তির প্রার্থনা। পৌল এক আত্মিক যুদ্ধের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি তার ভাইদের কাছে প্রার্থনায় তাঁর সাথে লড়াই করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

রোমীয় ১৫:৩০ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরোধে এবং আত্মার প্রেমের উপরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ কর।

® প্রসব-যন্ত্রণা

অন্যান্য অনুবাদের থেকে কিং জেমস অনুবাদে প্রসব-যন্ত্রণা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসব যন্ত্রণার অর্থ বলতে এখানে কঠোর পরিশ্রমকে বোঝানো হয়েছে। সাধু পৌল গালাতিয়ের বিশ্বাসীদের বলেছেন, তিনি প্রার্থনায় প্রসব- যন্ত্রণা ভোগ করছেন যতক্ষণ না তারা খ্রীষ্টে মূর্তিমান হয়। একমাত্র এই পদে প্রার্থনাকে প্রসব-যন্ত্রণার সহিত তুলনা করা হয়েছে।

গালাতীয় ৪:১৯ তোমরা ত আমার বৎস, আমি পুনরায় তোমাদিগকে লইয়া প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, যাবৎ না তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান্ হন;

একবার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেলে, শিশুর জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে। প্রার্থনায় পরিশ্রম করার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া।

® অন্বেষণ করা

আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে হবে। মোশি তার লোকেদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তারা তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন ঈশ্বরকে খোঁজে।

দ্বিতীয়বিবরণ ৪:২৯ কিন্তু সেখানে থাকিয়া যদি তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, তবে তাঁহার উদ্দেশ পাইবে; সমস্ত হৃদয়ের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করিলেই পাইবে।

যিরমিয় একই কথা বলেছিলেন।

যিরমিয় ২৯:১২, ১৩ আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিব। আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে;

দাউদ সম্মত হয়েছিলেন।

গীতসংহিতা ১১৯:২ ধন্য তাহারা, যাহারা তাঁহার সাক্ষ্যকলাপ পালন করে; যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অন্বেষণ করে।

প্রার্থনা এবং উপবাস

আমরা কি উপবাস করতে পারি?

উপবাস কি পুরাতন নিয়মের অভ্যাস যা পুরাতন চুক্তির অধীনে ছিল এবং এখন আমরা অনুগ্রহের যুগে আছি, তাই কি উপবাসের এখন প্রয়োজন নেই?

যীশু শিস্যদের উপবাস করতে বলেছেন। তিনি এটা বলেননি যে করতেও পারো।

লুক ৫:৩৫ কিন্তু সময় আসিবে; আর যখন বর তাহাদের নিকট হইতে নীত হইবেন, তখন তাহারা উপবাস করিবে।

মন্দ শক্তি যখন মগীগ্রস্ত ছেলেটিকে ছাড়ছিল না, তখন যীশু শিষ্যদের ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সেটির দ্বিগুণ এক কারন ছিল।

মথি ১৭:২০ক, ২১ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে উপবাস করা

ঈশ্বরকে আমাদের কথা শুনতে বাধ্য করার জন্য আমরা উপবাস করব না। যিশাইয় এই ভ্রান্ত উপবাসের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

যিশাইয় ৫৮:৩, ৪ [আর বলে,] 'আমরা উপবাস করিয়াছি, তুমি কেন দৃষ্টি কর না? আমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিয়াছি, তুমি কেন তাহা জান না?' দেখ, তোমাদের উপবাস-দিনে তোমরা

সুখের চেষ্টা ও আপন আপন কর্ম্মচারীদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া থাক; দেখ, তোমরা বিবাদ ও কলহের জন্য, এবং দুষ্টতার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবার জন্য উপবাস করিয়া থাক; অদ্যকার ন্যায় উপবাস করিলে তোমরা ঊর্দ্ধলোকে আপনাদের রব শুনাইতে পারিবে না।

আমাদের জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলি যদি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে না পারে তবে আমাদের উপবাস করার দরকার নেই।

ঈশ্বরের মনোনীত উপবাস

ঈশ্বর যে উপবাসে সন্তুষ্ট তার বর্ণনা তিনি করেছেন।

যিশাইয় ৫৮:৬, ৭ দুষ্ট তার গাঁট সকল খুলিয়া দেওয়া, যোঁয়ালির খিল মুক্ত করা, এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, ও প্রত্যেক যোঁয়ালি ভগ্ন করা কি নয়? ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য বন্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে গহে আশ্রয় দেওয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা, ইহা কি নয়?

চার ধরনের উপবাস

® আংশিক উপবাস

দানিয়েল সুস্বাদুকর খাবার, মাংস এবং দাক্ষারস ত্যাগ করার দ্বারা উপবাস করেছিলেন।

দানিয়েল ১০:২, ৩ সেই সময়ে আমি দানিয়েল পূর্ণ তিন সপ্তাহ শোক করিতেছিলাম; সেই পূর্ণ তিন সপ্তাহ যাবৎ সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিলাম না, মাংস কি দ্রাক্ষারস আমার মুখে প্রবেশ করিল না, এবং আমি তৈল মর্দ্দন করিলাম না।

® সাধারণ উপবাস

এটি এমন একটি উপবাস যেখানে আপনি খাবার গ্রহণ করেন না তবে জল বা পানীয় গ্রহন করতে পারেন। এটি দীর্ঘসময়ের উপবাসের জন্য প্রযোজ্য।

∑ **যীশু**

যীশু পবিত্র আত্মার আবেশে প্রান্তর মধ্যে চালিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি চল্লিশ দিন উপবাস করেছিলেন। এই উপবাসের সময়, তিনি কিছুই খাননি।

লুক ৪:১, ২ যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রান্তর মধ্যে চালিত হইলেন, আর দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন। সেই সকল দিন তিনি কিছুই আহার করেন নাই; পরে সেই সকল দিন শেষ হইলে ক্ষুধিত হইলেন।

® অলৌকিক উপবাস

আমাদেরকে দুটি অলৌকিক উপবাসের সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু এগুলি আজ আমাদের জন্য একটি স্বাভাবিক নমুনা।

∑ এলিয়

এলিয়ের উপবাস ভিন্ন ছিল এবং তাকে অলৌকিকরুপে খাবার যোগান দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর চল্লিশ দিন ধরে সেই খাদ্য ও পানীয়ের শক্তিতে তিনি কাটিয়েছিলেন।

১রাজাবলী ১৯:৫-৮ পরে তিনি এক রোতম বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন; আর দেখ, এক দূত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, আহার কর। তিনি চাহিয়া দেখিলেন; আর দেখ, তাঁহার শিয়রে তপ্ত প্রস্তরে পক্ব একখানি পিষ্টক ও এক ভাঁড় জল রহিয়াছে; তখন তিনি ভোজন পান করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন। পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, আহার কর, কেননা তোমার শক্তি হইতেও পথ অধিক। তাহাতে তিনি উঠিয়া ভোজন পান করিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশ দিবারাত্র গমন করিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেবে উপস্থিত হইলেন।

∑ মোশি

মোশি পাহাড়ে চল্লিশ দিন ও রাত উপবাস করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৯ যখন আমি সেই দুই প্রস্তরফলক, অর্থাৎ তোমাদের সহিত সদাপ্রভুর কত নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, গ্রহণার্থে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলাম, তখন চল্লিশ দিবারাত্র পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, অন্ন ভক্ষণ কি জল পান করি নাই।

লোকেরা সোনার বাছুরের উপাসনা করেছিল - দশ আজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছিল - এবং মোশি আরও চল্লিশ দিনের উপবাস এবং প্রার্থনার জন্য ফিরে গেছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৯:১৮ আর তোমরা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া যে পাপ করিয়াছিলে, তাঁহার অসন্তোষজনক তোমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্য আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্র সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় ইহয়া রহিলাম, অন্ন ভক্ষণ কি জল পান করি নাই।

মোশি আশি দিন ঈশ্বরের উপস্থিতির মহিমায় উপবাস করেছিলেন তা আজকের সাধারণ উপবাসের মত নয়।

® সম্পূর্ণ উপবাস

সম্পর্ণ উপবাস সাধারণত অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং এতে আপনি কোন খাবার বা কোন পানীয় গ্রহন করেন না।

∑ নিনবীর লোকেরা

যোনা নিনবীতে এসে বার্তা দিলেন যে চল্লিশ দিনের মধ্যে শহরটি ধ্বংস হয়ে যাবে।তখন সেখানকার লোকেরা সম্পূর্ণ উপবাস শুরু করল। ঈশ্বর তাদের অনুতাপকে দেখলেন এবং শহরটিকে ধ্বংস করলেন না।

যোনা ৩:৭খ-১০ আর তিনি নীনবীতে রাজার ও তাঁহার অধ্যক্ষগণের আদেশে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করাইলেন, মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু কেহ কিছু আস্বাদন না করুক, ভোজন কি জল গ্রহণ না করুক; কিন্তু মনুষ্য ও পশু চট পরিধান করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরকে ডাকুক, আর প্রত্যেক জন আপন আপন কুপথ ও আপন আপন হস্তস্থিত দৌরাত্ম্য হইতে ফিরুক। হয় ত, ঈশ্বর ক্ষান্ত হইবেন, অনুশোচনা করিবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা বিনষ্ট হইব না।

তখন ঈশ্বর তাহাদের ক্রিয়া, তাহারা যে আপন আপন কুপথ হইতে বিমুখ হইল, তাহা দেখিলেন, আর তাহাদের যে অমঙ্গল করিবেন বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; তাহা করিলেন না।

∑ রানী ইষ্টের এবং শূশনের যিহূদীরা

যখন রাণী ইষ্টের তার লোকেদের বিপদের কথা শুনলেন, তখন তিনি বললেন তারা সবাই তিন দিনের জন্য উপবাস করবে এবং সে এবং তার দাসীরাও তাই করবে। এবং উপবাসের পর তিনি রাজার কাছে যাবেন।

ইষ্টের ৪:১৬ তুমি যাও, শূশনে উপস্থিত সমস্ত যিহূদীকে একত্র কর, এবং সকলে আমার নিমিত্ত উপবাস কর, তিন দিবস, দিনে কি রাত্রিতে কিছু আহার করিও না, কিছু পানও করিও না, আর আমিও আমার দাসীরাও তদ্রূপ উপবাস করিব; এইরূপে আমি রাজার নিকটে যাইব, তাহা ব্যবস্থাবিরুদ্ধ হইলেও যাইব, আর যদি বিনষ্ট হইতে হয়, হইব।

∑ পৌল

দামস্কাসের পথে যীশুর সাথে পৌলের মুখোমুখি হওয়ার পর, তিনি সম্পূর্ণ উপবাস করেছিলেন।

প্রেরিত ৯:৯ আর তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিলেন, এবং কিছুই ভোজন কি পান করিলেন না।

উপবাসের সুবিধা

® মন্দ আত্মা দূর হয়

মথি ১৭:২১ "তবে এ ধরনের বিষয় প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া বের হয় না।"

® প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এড়ানো

যোনা ৩:১০ তখন ঈশ্বর তাহাদের ক্রিয়া, তাহারা যে আপন আপন কুপথ হইতে বিমুখ হইল, তাহা দেখিলেন, আর তাহাদের যে অমঙ্গল করিবেন বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; তাহা করিলেন না।

® দর্শন আসে

দানিয়েল ১০:৫, ৬ সেই দণ্ডে মনুষ্য-হস্তের অঙ্গুলি-কলাপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের ভিত্তির প্রলেপের উপরে দীপাধারের সম্মুখে

লিখিতে লাগিল; এবং যে হস্তাগ্র লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিলেন। তখন রাজার মুখ বিবর্ণ হল, তিনি ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন; তাঁহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার জানুতে জানু ঠেকিতে লাগিল।

® দৈহিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার

যিশাইয় ৫৮:৬-৮ দুষ্ট তার গাঁট সকল খুলিয়া দেওয়া, যোঁয়ালির খিল মুক্ত করা, এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, ও প্রত্যেক যোঁয়ালি ভগ্ন করা কি নয়? ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য বন্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে গৃহে আশ্রয় দেওয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা, ইহা কি নয়?

ইহা করিলে অরুণের ন্যায় তোমার দীপ্তি প্রকাশ পাইবে, তোমার আরোগ্য শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইবে; আর তোমার ধার্ম্মিকতা তোমার অগ্রগামী হইবে; সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।

® অহংকারকে বশ্যতার মধ্যে আনা

গীতসংহিতা ৩৫:১৩ কিন্তু তাহাদের পীড়ার সময়ে আমি চট পরিতাম, আমি উপবাস দ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম, আমার প্রার্থনা আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিবে।

® আত্মিক জাগরণ

২বংশাবলী ৭:১৪ আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

আমরা কি উপবাস করতে পারি?

আসুন আমরা আসল প্রশ্নে ফিরে যাই- আমাদের কি উপবাস রাখা উচিত? আমরা শাস্ত্রে যে সমস্ত সুবিধাগুলি দেখছি, তাহলে কেন আমরা উপবাস করতে চাই না?

যীশু আমাদের গোপনে উপবাস করতে বলেছেন

মথি ৬:১৬-১৮ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন কপটীদের ন্যায় বিষণ্ণ-বদন হইও না; কেননা তাহারা লোককে উপবাস দেখাইবার নিমিত্ত আপনাদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তৈল মাখিও, এবং মুখ ধুইও; যেন লোকে তোমার উপবাস না দেখিতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্ত্তমান, তিনিই দেখিতে পান; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।

উপবাসের ব্যবহারিক পদক্ষেপ

কিছু ব্যবহারিক জিনিস হলঃ

∑ যতটা পারেন জল খান - এটি খুব জরুরী

ঃ আংশিক উপবাসের পর, হালকা খাবার এবং তাজা ফল খান। রান্না করা খাবার খাবেন না। জল, দুধ বা ফলের রস পান করুন। ফলের রসের (বিশেষ করে লেবু) জলের সঙ্গে মেশাবেন না।

ঃ কতক্ষন আপনি প্রার্থনা করবেন সেটি ঈশ্বর আপনার মধ্যের ব্যাপার। যেহেতু উপবাস একটি অঙ্গীকার, ব্রত তাই একে হালকাভাবে নেবেন না। সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটি দিন উপবাস শুরু করা এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজ করা ভাল।

ঃ দীর্ঘ উপবাস অবশ্যই শুরুতে ফলের রস এবং আধা শক্ত খাবারের দ্বারা ধীরে ধীরে ভঙ্গ করতে হবে।

সারাংশ - সফল প্রার্থনার জীবনে প্রবেশ করা

সফলভাবে প্রার্থনা করার জন্য, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানার জীবনধারা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে। এটি বছরের পর বছর ধরে একটি ভাল বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মতোই। আমরা আগে থেকেই জানি যে তারা কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে চিন্তা করবে, অনুভব করবে এবং প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা যত বেশি ঈশ্বরের মধ্যে থাকব, ততই আমরা জানতে পারব কীভাবে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রার্থনা করতে হয়।

ঈশ্বর চান মানুষ যেন তাদের চারপাশের চাহিদার প্রতি যত্নবান হয় - অন্যরা তাকে যেন জানতে পারে। তিনি চান যে তাঁর লোকেরা বিরতিহীনভাবে, আন্তরিকভাবে, তীব্রভাবে এবং ক্রমাগত প্রার্থনা করে। তিনি তাদের অন্বেষণ করেন যারা তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য তার অন্বেষণ করবে, শ্রম করবে এবং চেষ্টা করবে।

ঈশ্বর আমাদের দেহ ও আত্মাকে আমাদের আত্মা এবং তাঁর প্রভুত্বের বশীভূত করার একটি পদ্ধতি হিসাবে উপবাসের বিস্ময়কর হাতিয়ার প্রদান করেছেন। যার বহুপ্রকার উপকার রয়েছে।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। সফল প্রার্থনার চারটি ধাপ কী কী? তাদের প্রতিটি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করুন।

২। উপবাসের উপকারগুলি কি কি।

৩। আগে কখনো উপবাস না করে থাকলে কিভাবে তা করবেন? আপনার (বাস্তববাদী) লক্ষ্য কি?

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বাসের রব

ভূমিকা

প্রার্থনার উত্তরের জন্য আমাদের বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করতে হবে। এটি করার জন্য, আমাদের অবশ্যই প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হতে হবে।

নতুন নিয়মে "বিশ্বাস" শব্দটি একশো-ত্রিশবার ব্যবহার করা হয়েছে। এবং "আস্থা" দুইশত-ত্রিশবার ব্যবহার করা হয়েছে।

যীশু তার পার্থিব পরিচর্যায় প্রত্যেকবার বিশ্বাস কথাটির অভিব্যক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন,

"তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে"

"তোমার বিশ্বাস অনুসারে"

"হে নারী, তোমার মহৎ বিশ্বাস"

"যদি তুমি সন্দেহ না কর এবং বিশ্বাস কর"

"ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস"

তিনি আরও বলেছেন,

"অল্পবিশ্বাসীরা"

"কেন তুমি সন্দেহ করলে?"

"তোমার অবিশ্বাসের জন্য"

"তোমার বিশ্বাস না থাকলে"

"তোমার বিশ্বাস কোথায়"

শিস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, যেন তোমাদের বিশ্বাসের পতন না হয়"।

ঈশ্বর হইতে আমরা যাই গ্রহন করি সেটি, পরিত্রাণ, পবিত্র আত্মায় বাপ্তিশ্ম, ধার্মিকতা, আরোগ্যতা, আশীর্বাদ, অত্যাশ্চর্য প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান সমস্ত কিছুই বিশ্বাস দ্বারা গ্রহন করি।

বিশ্বাস বলে

বিশ্বাস বলে - কিন্তু এটি কি বলে?

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

রোমীয় ১০:৬ক, ৮ কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা এইরূপ বলে, কিন্তু কি বলে? 'সেই বার্ত্তা তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্ত্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।

বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যকে বলে। প্রার্থনার উত্তর পেতে হলে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বরের বাক্যকে জানতে হবে এবং তার রবকে শুনতে হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে আসে, সেটি হল। "সত্য বিশ্বাস কি"?

এর উত্তর খোঁজার আগে, আমরা কিভাবে সৃষ্ট হয়েছি সেটি জানা বেশী আবশ্যক।

আমরা কারা

দেহ, প্রান এবং আত্মা

আমাদের তিনটি অংশে সৃষ্টী করা হয়েছেঃ

দেহ - আমাদের মাংস, হাড় এবং রক্ত

প্রান - আমাদের সত্তা, ইচ্ছা এবং আবেগ

আত্মা - আমাদের জীবন এবং অন্তর সত্তা

যাকোব বলেছেন আত্মাবিহীন দেহ মৃত।

যাকোব ২:২৬ বাস্তবিক যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখকেরা প্রান এবং আত্মার বিষয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমরা আত্মা হতে প্রানে কথা বলতে পারি।

ইব্রীয় ৪:১২ কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ম, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক।

পৌল থিষলনকীয়তে প্রার্থনা করেছেন যাতে, ঈশ্বর আমাদের আত্মা, প্রান এবং দেহে সম্পূর্ণ শুচীকৃত করেন।

১থিষলনকীয় ৫:২৩ আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

আত্মায় জন্ম

ঈশ্বরের সহিত আত্মায় আমাদের সম্পর্ক। আমরা আত্মায় নতুন জন্মপ্রাপ্ত হয়েছি। আমারা অনেকে আমাদের মন-প্রান দিয়ে ঈশ্বরের সেবা, আরাধনা, প্রার্থনা করার চেষ্টা করি। কিন্তু এটি হয় না কারন, আমাদের আত্মায় নতুন জন্মপ্রাপ্ত হতে হবে এবং আত্মায় তার সম্মুখে আসতে হবে।

যোহন ৩:৪-৬ নীকদীম তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে?

যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে

প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই।

যোহন আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে, ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং আমরা শুধুমাত্র আত্মায় তার কাছে আসতে পারি।

যোহন ৪:২৩, ২৪ কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।

® এক নতুন সৃষ্টি

আমাদের আত্মায় নতুন সৃষ্টি হতে হবে।

২করিন্থীয় ৫:১৭ ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মা

নতুন জন্মের দ্বারা আমাদের ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হতে হবে। আমরা যা কিছু ঈশ্বরের সহিত করি বা তার জন্য করি সমস্ত কিছুই আত্মায় করতে হবে।

১করিন্থীয় ৬:১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।

প্রেরিত পৌল যেমন করেছিলেন তেমনি আমাদেরকেও আত্মায় ঈশ্বরের সেবা করতে হবে।

রোমীয় ১:৯ক কারণ ঈশ্বর, যাঁহার আরাধনা আমি আপন আত্মাতে তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে করিয়া থাকি।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন আমরা শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি।

ইব্রীয় ১১:৬ কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।

লৌকিক এবং অলৌকিক বিশ্বাস

লৌকিক বিশ্বাস

অভিধান বলে, বিশ্বাস হল একজন ব্যক্তি, একটি ধারণা বা একটি জিনিসের সত্য, মূল্য বা বিশ্বাসযোগ্যতার একটি আত্মবিশ্বাসী আস্থা। বিশ্বাস হল আমাদের আত্মিক এলাকার একটি প্রাকৃতিক ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা একটি চেয়ারে বসে থাকি, তখন আমাদের বিশ্বাস থাকে যে এটি আমাদের ধরে রাখবে। আমরা বেশিরভাগই স্বাভাবিক বিশ্বাসে

অবিরত কাজ করে থাকি, কিন্তু এটি বাইবেলে প্রকাশিত ঐশ্বরিক বিশ্বাস নয়।

অলৌকিক বিশ্বাস

অতিপ্রাকত বিশ্বাস যৌক্তিক প্রমাণ বা বস্তুগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, বরং এটি ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যে একটি নিরাপদ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অতিপ্রাকত বিশ্বাস আমাদের আত্মা হতে আসে - আমাদের মন থেকে নয়। অলৌকিক বিশ্বাস হল ঈশ্বরের বাক্যকে প্রশ্নবিদ্ধ বা যুক্তিতে দেখার চেষ্টা না করে বিশ্বাস করা এবং সেইমত কাজ করা।

দোদুল্যমান মন

যাকোব এমন ধরনের ব্যক্তির কথা বলেছেন যারা বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করে, কিন্তু তারপর সন্দেহ করতে শুরু করে। এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করা থেকে অবিশ্বাসের দিকে চলে যায়, এবং অবিরাম সেই চক্রে ঘুরতে থাকে। বাতাস দ্বারা চালিত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সে দোদুল্যমান হয়ে যায়।

যাকোব ১:৫, ৬ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে। কিন্তু সে বিশ্বাসপর্ব্বক যাচ্ঞা করুক কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য।

সন্দেহ হল বিশ্বাসের বিপরীত। এটি স্বাভাবিক চিন্তার ফল। সন্দেহের অর্থ হল অমীমাংসিত বা সন্দেহপ্রবন হওয়া, অবিশ্বাস করা, নির্দিষ্টতা অভাব যা অমীমাংসা বা বিশ্বাসহীনতার মধ্যে নিয়ে যায়।

আমরা একইসাথে সন্দেহ এবং বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতে পারি না। আমরা একইসাথে বিশ্বাস এবং উদ্বিগ্নতা নিয়ে চলতে পারি না। এগুলি সম্পূর্ণরূপে একে অপরের বিপরীত।

সন্দেহের কারন

সন্দেহপ্রবনতা সমস্যার তিনটি মূল কারন রয়েছে, সেগুলিকে বার করে তার সমাধান সম্ভব রয়েছে।

® আত্মসম্মান

সন্দেহের একটি বড় কারন হল আত্মসম্মানের অভাব। আত্মসম্মানের অভাবের ক্ষতিকারক দিক হল এর ফলে আমরা চিন্তা করি যে "আমরা কিছুই করতে পারি না" "এভাবেই আমি বড় হয়েছি এবং আমি এমনি" এরুপ নেতিবাচক কথা আমাদের মধ্যে চলে আসে।

পরিত্রানের দ্বারা আমরা নতুন সৃষ্ট হয়েছি। ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হয়েছি। নতুন সৃষ্টের মধ্যে নেতিবাচক চিন্তার কোন স্থান নেই।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, আমরা পাপে মত থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাদের প্রেম করলেন। হয়ত আমাদের মাতা পিতা সেরুপভাবে

আমাদের প্রেম করেননি। তারা হয়ত নেতিবাচক এবং কষ্টদায়ক কথা আমাদের বলেছেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সর্বদা ভালোবেসেছেন।

ইফিষীয় ২:৪-৬ কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, অপরাধে মত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন–অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ– এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন;

ভাববাদী সফনিয় এক চমৎকার দৃশ্য তুলে ধরেছেন যে কিভাবে ঈশ্বর আনন্দ গান দ্বারা আমাদের বিষয়ে উল্লাস করবেন।

সফনিয় ৩:১৭ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্তী; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন,

তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করিবেন; তিনি প্রেমভরে মৌনী হইবেন,

আনন্দগান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন।

∑ ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন, ঘোষণা এবং বিশ্বাস করার এবং আমরা খ্রীষ্টে কারা তা জানার মাধ্যমে আমরা আত্মসম্মানের অভাবকে মোকাবিলা করতে পারবো।

® পাপ

সন্দেহের আরেকটি কারণ হল পাপ। প্রায়শই, এটি এমন এক পাপ যা আমরা আমাদের সচেতন মন থেকে আড়াল করে রাখি। আমরা মানসিকভাবে নিজেদেরকে প্রত্যয়িত করেছি যে ঈশ্বরের কাছে আসলেই সব ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের আত্মা ঈশ্বরের সাথে এক। আমাদের আত্মা জানে এটা পাপ। আমাদের মনকে ভুল বোঝানোর ফলেই আমরা দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছি।

যাকোব ১:৬-৮ কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য। সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক; সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে অস্থির।

১রাজাবলীতে আমরা পড়ি,

১ রাজাবলী ২:৪খ তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আমার সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে আপনাদের পথে সাবধানে চলে, তবে–তিনি বলেন,–ইস্রায়েলের সিংহাসনে তোমার [বংশে] লোকের অভাব হইবে না।

তাদেরকে সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত ঈশ্বরের সম্মুখে সত্য আচরণ নিয়ে নিজের পথে সাবধানে চলতে হবে,

∑ সন্দেহের প্রবেশ বন্ধ করতে, আমাদের অবশ্যই পাপকে চিনতে হবে এবং তা স্বীকার করতে হবে। তারপর এটির ক্ষমা এবং অপসারণ করতে হবে।

১যোহন ১:৯ যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।

® অসত্য

সন্দেহের তৃতীয় কারণ হল এমন একটি সমস্যা যা বর্তমানে অত্যন্ত প্রচলিত - সেটি হল অসত্যতা। অনেকে মনে করেন যে " শুধুমাত্র পরিস্থিতিকে মসণ করতে বা কারো অনুভূতি বাঁচাতে সামান্য মিথ্যা" বা "সামাজিক মিথ্যা" বলা ঠিক আছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, সে মনে করে সবাই তাদের সাথে মিথ্যা বলছে। কারণ তারা অসত্য, তারা কাউকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে পারে না। এমনকি এই অবিশ্বাস ঈশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত। যেহেতু তাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না, তাই তারা ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করতে অক্ষম। তারা ভাবতে পারে এবং বলতে পারে তারা করে, কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের নিজস্ব চরিত্রের কারণে তা পারে না।

মিথ্যার বিষয়ে ঈশ্বর কি ভাবেন সেই বিষয়ে রাজা শলোমন লিখেছেন।

হিতোপদেশ ৬:১৬-১৭ক এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, সপ্ত বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ; উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা....

∑ **সন্দেহের প্রবেশে বন্ধ করতে, আমাদের ঈশ্বরের বিশ্বস্ত, সৎ সন্তান হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিতে হবে।**

আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের অতীত মিথ্যা স্বীকার করার দ্বারা এটি করতে পারি। এছাড়াও, মিথ্যা বলার অভ্যাস ভাঙ্গার জন্য, আমরা যার কাছে মিথ্যা বলি তার কাছে তা স্বীকার করতে হবে। এটা আশ্চর্যজনক বিষয় যে এটি করার বিব্রতবোধ কত দ্রুত আমাদের কথা বলার আগে চিন্তা করতে শেখাবে।

যাকোব ৫:১৬ অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।

সত্য বিশ্বাস সত্যের উপর আধারিত

শাস্ত্রে আমরা বারংবার “সত্যে” কথাটি দেখতে পাই। যিহূশিয় লিখেছেন,

যিহূশিয় ২৪:১৪ক অতএব এখন তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর,

ভাববাদী শমূয়েল লিখেছেন,

১শমূয়েল ১২:২৪ তোমরা কেবল সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সত্যে তাঁহার সেবা কর; কেননা দেখ, তিনি তোমাদের জন্য কেমন মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিলেন।

রাজা শলোমন লিখেছেন,

১রাজাবলী ৩:৬ক শলোমন কহিলেন, তোমার দাস আমার পিতা দায়দ সত্যে, ধার্ম্মিকতায় ও তোমার উদ্দেশে হৃদয়ের সরলতায় তোমার সাক্ষাতে যেমন চলিতেন, তুমি তাঁহার প্রতি তদনুরূপ মহাদয়া প্রদর্শন করিয়াছ, আর তাঁহার প্রতি এই মহাদয়া করিয়াছ যে, তাঁহার সিংহাসনে বসিবার জন্য এক পুত্র তাঁহাকে দিয়াছ, যেমন অদ্য রহিয়াছে।

রাজা হিষ্কিয় প্রার্থনা করেছেন,

২রাজাবলী ২০:৩ক হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর, আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্রচিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি।

প্রেরিত যোহন লিখেছেন,

১যোহন ৩:১৮ বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি।

∑ **ঈশ্বরের কার্য শুধুমাত্র সত্যের দ্বারাই সম্ভব।**

আমরা এমন পরিস্থিতিতে রয়েছি যেখানে লোকেরা বিশ্বাস করে" সর্বশেষে চাহিদা ন্যায্য হয়।" তারা অর্থ পাওয়ার জন্য মিথ্যা বলে -এমনকি তাদের সেবাকাজের জন্য মিথ্যা বলে থাকে - এবং মনে করে "একটি ভাল কারণের জন্য" হচ্ছে বলে মনে করে।

রাজা দাউদ লিখেছেন,

গীতসংহিতা ৩৩:৪ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ, তাঁহার সকল ক্রিয়া বিশ্বস্ততাসিদ্ধ।

গীতসংহিতা ১১১:৭, ৮ তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সকল সত্য ও ন্যায্য; তাঁহার সমস্ত বিধি বিশ্বসনীয়।

সে সকল অনন্তকালের নিমিত্ত স্থিরীকৃত, সত্যে ও সরলতায় প্রণীত।

ঈশ্বরস্বরূপ বিশ্বাস

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদের ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে বিশ্বাসের উপর দারুন বিষয় ব্যক্ত করেছেন। এটি পুরাতন নিয়মের বিশ্বস্ত ধার্মিকদের বিষয়ে পুনরালোচনা। এই অধ্যায়টি না পড়লে বিশ্বাসের উপর কোন অধ্যয়নই সম্পূর্ণ হবে না।

সংজ্ঞা

ইব্রীয় পুস্তকে আমরা বিশ্বাস সম্বন্ধে শিখি।

ইব্রীয় ১১:১, ৩ আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।

বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।

যীশু তার শিষ্যদের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি এই বিশ্বাসে পাহাড়কে, সন্দেহ করে নয়, বরং বিশ্বাস দ্বারা আদেশ করার কথা বর্ণনা করেছেন।

মার্ক ১১:২২-২৪ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাস

সত্য বিশ্বাস ঈশ্বর হতে আসে, সেখানে অহঙ্কারের কোনো স্থান নেই।

ইফিষীয় ২:৮ কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান।

রোমীয় ১২:৩ বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহার গুণে আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে সুবোধ হইবারই চেষ্টায় আপনার বিষয়ে বোধ করুক।

যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যেককে বিশ্বাসের পরিমাপ দিয়েছেন, তাই বিশ্বাস কি বৃদ্ধি পেতে পারে, নাকি ঈশ্বর আমাদের একবারে আমাদের যা প্রয়োজন তা দিয়ে দেন?

® সরিষা দানার স্বরূপ বিশ্বাস

যীশু বিশ্বাসকে একটি সরিষার দানার সহিত তুলনা করেছিলেন -পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বীজ। পরে, তিনি সরিষা বীজের বৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন।

মথি ১৭:২০খ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

তিনি পুনরায় সরিষা দানার বিষয় বলেছেন।

মার্ক ৪:৩১, ৩২ তাহা একটী সরিষা-দানার তুল্য; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া উঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নীচে বাস করিতে পারে।

পৌল, আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধির বিষয়ে লিখেছেন।

২করিন্থীয় ১০:১৫খ কিন্তু প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইলে আমাদের সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও অপর্য্যাপ্তরূপে বিস্তারিত হইব;

প্রেরিতরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের আরও বিশ্বাসের প্রয়োজন এবং তাই তারা প্রার্থনা করেছিল।

লুক ১৭:৫খ আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন।

প্রেরিত যিহুদা বলেছেন, আমরা আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারি।

যিহুদা ১:২০ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে।

বিশ্বাস, আমাদের জীবনে, ততটা শক্তিশালী হবে যতটা আমরা এটি হতে দেব। এটি সরিষা দানার মত ঠিক সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে।

® বিশ্বাস আশা নয়

আশা বিশ্বাস নয়। আশা করা হল, ঈশ্বর ভবিষ্যতে কোনো না কোনো সময় কাজ করবেন, এবং বিশ্বাস হচ্ছে এখন এই মুহূর্তে ঈশ্বর করবেন। যদি আশা বিশ্বাসে পরিবর্তন না হয় তবে এটি আমাদের গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখে থাকে। "ঈশ্বর ভবিষ্যতে কোন এক সময় করবেন এই চিন্তা,"আমাদের আজকের প্রাপ্তি থেকে বিরত রেখে দেয়।

এটি বলা হয়ে থাকে, "আশা পর্যায় নির্ধারণ করে, এবং বিশ্বাস ফলাফল নিয়ে আসে।"

® বিশ্বাস জ্ঞান নয়

জ্ঞান ভালো। জ্ঞানের দ্বারা আমরা মানসিক বৃদ্ধি পেতে পারি। আমরা আমাদের চিন্তার সাথে একমত হই যে বাক্য সত্য। কিন্তু বিশ্বাস বিহীন জ্ঞান আমাদের জীবনে কখনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে না। বিশ্বাস দ্বারা জ্ঞান অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

প্রেরিত পৌল লিখলেন,

১করিন্থীয় ২:৯, ১৪ কিন্তু, যেমন লেখা আছে, “চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।”

কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।

বাক্য দ্বারা বিশ্বাস

পৌল বলেছিলেন, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবন হতে বিশ্বাস আসে। প্রকত বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সত্যিকারের

বিশ্বাস হল ঈশ্বরের বাক্যকে জানা। আমরা যা শুনি বা দেখি তার চেয়ে ঈশ্বরের বাক্য শ্রেষ্ঠ।

রোমীয় ১০:১৭ অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।

আত্মায় শ্রবণ, দর্শন এবং বোঝার মনোভাবের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস আসে। যারা দেখে না, শোনে না এবং বোঝে না যীশু তাদের কথা বলেছিলেন।

মথি ১৩:১৩ এই জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এবং বুঝেও না।

বিশ্বাস যা অতিক্রম করে

বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বিশ্বকে জয় করতে পারে।

১যোহন ৫:৪ কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে: এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস।

বিশ্বাসের লেখক

যীশু হলেন আমাদের বিশ্বাসের আদি এবং অন্ত।

ইব্রীয় ১২:২ বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

তোমার বিশ্বাস কোথায়?

ঝড় এল এবং নৌকা ডুবে যেতে লাগল।

লুক ৮:২৪খ, ২৫ক তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক দিলেন, আর উভয়ই থামিয়া গেল, ও শান্তি হইল। পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?

যীশু তাদের বললেন যে তারা অন্য অন্য পাড়ে যাবে। তিনি তাদের সাথে নৌকায় ছিলেন এবং তারপরও যখন ঝড় এলো, তারা প্রাকতিক বিষয় দেখে ভয় পেল। তারা বলল "গুরু, গুরু, আমরা মারা যাচ্ছি!"

যীশু আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করছেন, “তোমাদের বিশ্বাস কোথায়”?

এটা কি প্রাকতিক, নাকি অতিপ্রাকত? আমাদের বিশ্বাস আমাদের আত্মায় এবং আমাদের মুখে ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে যেন হয়।

রোমীয় ১০:৮ কিন্তু কি বলে? ‘সেই বার্ত্তা তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,’ অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্ত্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।

বিশ্বাসের উপহার

বিশ্বাসের দান হল পবিত্র আত্মার একটি অতিপ্রাকত উপহার যা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সময় বা পরিস্থিতির জন্য প্রজ্ঞার বাক্য পাওয়ার মাধ্যমে আসে। এটি পবিত্র আত্মার শক্তি উপহারগুলির মধ্যে একটি এবং এটি আমাদের অলৌকিক কাজ এবং আরোগ্যতা উপহারগুলিতে কার্যশীল হতে সাহায্য করে থাকে।

বিশ্বাসের শত্রু

® আমাদের লড়াই করতে হবে

প্রেরিত পৌল তীমথিয়কে বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। "যুদ্ধ" শব্দটি নিশ্চিতভাবেই প্রমান করে যে আমাদের বিশ্বাসের শত্রুও রয়েছে।

১তীমথিয় ৬:১২ বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর; অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ; তাহারই নিমিত্ত তুমি আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ।

® প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়

আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলী হল বিশ্বাসের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু। ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করার থেকে আমরা যা দেখি, শুনি এবং স্পর্শ করি সেগুলিকে বিশ্বাস আমাদের পরাজিত করে থাকে।

ঈশ্বরের বাক্য সত্য, ঈশ্বর তাঁর বাক্যে যা বলেন তাই করেন। যারা বিশ্বাস করে না তাদের কথা, আমাদের শরীরের যে লক্ষণগুলি দেখি বা অনুভব করি, বা অনাদায়ী সূচী, কোনকিছুই ঈশ্বরের বাক্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। পৌল এই সম্পর্কে লিখেছেন।

রোমীয় ৩:৩,৪ক ভাল, কেহ কেহ যদি অবিশ্বাসী হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বাস্যতা নিষ্ফল করিবে? তাহা দূরে থাকুক, বরং ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাউক, মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী হয়, হউক...।

®অবিশ্বাস

অবিশ্বাস হল একটি শক্তিশালী শত্রু তবে এটি কখনই ঈশ্বরের বাক্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। এটা শুধু আমাদের জীবনে বাক্যের সত্যকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন, বিশ্বাস হল অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।এবং তিনি নোহকে এর উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ইব্রীয় ১১:১, ৭ আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।

বিশ্বাসে নোহ, যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না, এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা জগৎকে

দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ ধার্ম্মিকতার অধিকারী হইলেন।

প্রেরিত পৌলও অদৃশ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

২করিন্থীয় ৪:১৮ আমরা ত দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি; কারণ যাহা যাহা দৃশ্য, তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা যাহা অদৃশ্য, তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

® সন্দেহ

থোমারও প্রাকতিক রাজ্য থেকে অতিপ্রাকতিক রাজ্যে অর্থাৎ - অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে পৌঁছাতে কষ্ট করতে হয়েছিল। তিনি বললেন, "আমি না দেখলে, না স্পর্শ করলে বিশ্বাস করব না।"

যোহন ২০:২৪-২৯ যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা, সেই বারো জনের এক জন, যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন না। অতএব অন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি, ও সেই পেরেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।

আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, এবং থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এ দিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও।

থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!

যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।

থোমা বিশ্বাস করার আগে দেখতে এবং স্পর্শ করার দাবি আমাদের জন্য এক উদাহরণ যে আমরা যেন সন্দেহ না করি। এরপর অবশ্য তিনি একজন প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন, কিন্তু এখনও তাকে ইতিহাস জুড়ে সন্দেহবাদী থোমা হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বিশ্বাস, চুক্তি এবং বাক্য ধরে প্রার্থনা

কার্যকর হওয়ার জন্য, প্রার্থনা অবশ্যই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। এই কারণেই আমরা বিশ্বাস কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে তা অধ্যয়ন করতে বেশী সময় ব্যয় করছি।

বিশ্বাসের প্রার্থনা

যাকোব এমন বিশ্বাসের প্রার্থনার কথা বলেছিলেন যা অসুস্থদের আরোগ্য করবে। শাস্ত্রে এই নির্দিষ্ট ধরনের প্রার্থনার একটি মাত্র উল্লেখ রয়েছে। যে ব্যক্তির প্রার্থনা প্রয়োজন, সে প্রার্থনা করুক। সে পাপের মধ্যে থাকলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। এখানে উল্লেখিত প্রবীণরা হলেন স্থানীয় মণ্ডলীর নেতারা যারা আসবেন এবং বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করবেন।

যাকোব ৫:১৪, ১৫ তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

বিশ্বাসের প্রার্থনা কি? এটি এমন এক প্রার্থনা যা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে এবং বিশ্বাসে করা হয়। এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উক্তির উপর ভিত্তি করেও হয়ে থাকে।

যখন বিশ্বাসে প্রার্থনা করা হয়, তখন পবিত্র আত্মা এর সম্পন্নের সাক্ষি হন। উপসর্গ বা পরিস্থিতির চেয়ে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা আমাদের কাছে বেশি বাস্তব। এই বিশ্বাস আমাদের আত্মা হতে আসে আমাদের মন থেকে নয়। এই বিশ্বাস আসার মুহূর্ত হতে ঈশ্বরের বাক্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাসে আমরা দৃঢ় থাকি।

চুক্তির ক্ষমতা

ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব বহুগুণ হয়ে ওঠে যখন দুই বা ততোধিক বিশ্বাসী চুক্তির প্রার্থনায় তাদের বিশ্বাসকে একত্রিত করে থাকে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩০ এক জন কিরূপে সহস্র লোককে তাড়াইয়া দেয়, দুই জন দশ সহস্রকে পলাতক করে? না, তাহাদের শৈল তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।

চুক্তি প্রার্থনা

দুজন একমত হয়ে ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর উপর ভিত্তি করে চুক্তির প্রার্থনা গড়ে ওঠে।

মথি ১৮:১৯, ২০ আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।

একমত হওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই পরিস্থিতি কি এবং ঈশ্বরের বাক্যে এর উত্তর কি রয়েছে তা জানতে হবে। তারপর একচিত্তে প্রার্থনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যার "একটি অব্যক্ত প্রার্থনা" রয়েছে তাঁর সহিত আমরা চুক্তি প্রার্থনা করতে পারি না।

® প্রার্থনায় মনোযোগ করা

একচিত্তে প্রার্থনা করার সবচেয়ে বড় সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল এটি আমাদের প্রার্থনার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলিতে মনোযোগ করতে সাহায্য করে থাকে। সেই অন্ধ ভিক্ষুকদের কথা মনে করুন যারা যীশুর কাছে আর্তনাদ করে বলেছিল, "হে প্রভু, দাউদের সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন!"

যীশু উত্তরে বলেছিলেন? “তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি”?

তারা কি টাকা চাইছিল? তারা কি কাজ চাইছিল? তারা কি সুস্থ হতে চাইছিল? তাদের বিশ্বাস কোথায় ছিল?

আমাদের প্রার্থনার অনুরোধ সুনির্দিষ্ট হতে হবে, কারণ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফলাফলের জন্য আমাদের বিশ্বাসকে লক্ষ্যে স্থির করতে সাহায্য করে।

® সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দূর করা

যায়ীরের বাড়িতে এসে তার মৃত কন্যাকে জীবিত করার আগে তিনি সন্দেহকারীদের সন্দেহ দূর করলেন।

মার্ক ৫:৩৯-৪২ তিনি ভিতরে গিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ কেন? বালিকাটী মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া, বালিকার পিতামাতাকে এবং আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া, যেখানে বালিকাটী ছিল, সেইখানে প্রবেশ করিলেন, পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকে, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।

তাহাতে বালিকাটী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেননা তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। ইহাতে তাহারা বড়ই বিস্ময়ে একেবারে চমৎকৃত হইল।

® একযোগে প্রার্থনা

আগে উল্লেখিত করা হয়েছে কিভাবে কিছু প্রার্থনার উত্তর আসেনা কারণ সেগুলি সঠিকরুপে চাওয়া হয়নি। আমরা চুক্তি বা একচিত্তের প্রার্থনায় সতর্ক না হলে এটি ঘটে থাকে। আমরা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য ঈশ্বরের বাক্যকে উদ্ধৃত করে কীভাবে প্রার্থনা করব সেই বিষয়ে একমত হই। যেই মুহূর্তে আমরা একে অপরের সহিত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একমত বা চুক্তিবদ্ধ হই তখন আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের একতার সাথে একত্রে সেই পরিস্থিতির জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন প্রার্থনা করবে এবং অন্যরা সম্মত হবে। উভয়ই বা সকলকেই, যে বিষয়ে প্রার্থনা করবে তাতে একমত হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। বাইবেলে এমন কোন উদাহরণ নেই যেখানে একজনকে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছে,

অন্যরা তা শুনেছে বা সম্মত হয়েছে। প্রার্থনা সকলকেই একমত হয়ে করতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য ধরে প্রার্থনা

® জীবন্ত বাক্য

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন, ঈশ্বরের বাক্য হল জীবন্ত এবং শক্তিশালী।

ইব্রীয় ৪:১২ কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ম, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক;

ভাববাদী যিরমিয় বলেছেন, ঈশ্বর তার বাক্য সফল করতে জাগ্রত থাকেন।

যিরমিয় ১:১২ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ভাল দেখিয়াছ, কেননা আমি আপন বাক্য সফল করিতে জাগ্রৎ আছি।

® সমাধানের প্রার্থনা

ঈশ্বরের বাক্য ধরে প্রার্থনা করা হল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে এক। আমাদের সমস্যাটি প্রার্থনা করার পরিবর্তে, তার সমাধানের প্রার্থনা করতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য ধরে প্রার্থনা করলে কি হতে পারে সেই বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয় সুন্দর এক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন।

যিশাইয় ৫৫:১১ আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে; তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি, সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে।

ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসে না। যার জন্য এটি প্রেরন করা হয় সেটি সম্পন্ন করে।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাক্য ধরে প্রার্থনা করার সময় আমাদের সেই পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিকে খুঁজতে হবে। এর জন্য প্রতিশ্রুতির পুস্তক ব্যবহার করা খুবই ভালো। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলীকে লিখে রাখা খুব ভালো বিষয় যাতে প্রার্থনার সময় সেগুলি দেখতে পারি। (ঈশ্বরে কখনও আমাদের চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে বলেন নি। এটি করার একমাত্র কারণ হল বিভ্রান্তিকে এড়ানো যাতে আমরা ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারি)

® আরোগ্যতার জন্য

আমাদের যদি আরোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তাহলে ঈশ্বরকে বলার দরকার নেই যে আমরা কতটা যন্ত্রণা বোধ করছি, ডাক্তাররা কী বলেছে বা যা হওয়া উচিত ছিল সেগুলি হচ্ছে না ইত্যাদি। আমাদের প্রার্থনা এমন হওয়া উচিত,

"ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তোমার বাক্য বলে, যীশু আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হলেন, অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হলেনঃ আমার শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল,

এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমি আরোগ্য হলাম। ধন্যবাদ প্রভু, যিরমিয়ের মধ্যে দিয়ে তুমি বললে, তুমি আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে, ও আমার ক্ষত সকল ভাল করবে। ধন্যবাদ তুমি আমায়, সর্ব্ববিষয়ে আমাকে কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ রাখতে চাও। ধন্যবাদ প্রভু! আমি বিশ্বাস করি এবং এই মুহূর্তে আমার আরোগ্যতার সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশকে গ্রহন করি!

*যিশাইয় ৫৩:৫, যিরমিয় ৩০:১৭, ৩যোহন ২

® আমাদের প্রিয়জনের জন্য

আমাদের এমন প্রিয়জনও হয়ত আছে যারা প্রভুতে বিশ্বস্ত নয়। তারা কোথায় আছে বা কী করছে তা ঈশ্বরকে বলার দরকার নেই। আমরা কিভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি? বাক্য ধরে প্রার্থনার দ্বারা।

"পিতা, তোমায় ধন্যবাদ দিই তুমি নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসত্রী নহ–যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসত্রিতা জ্ঞান করে–কিন্তু আমাদের পক্ষে তুমি দীর্ঘসহিষ্ণু: কেহ যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তোমার নেই: বরং সকলে যেন মনপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পায়, এই তোমার বাসনা। ধন্যবাদ প্রভু তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো যে, আমি ও আমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করলে, তাহাতে পরিত্রাণ পাব। পিতা তোমার বাক্য বলে বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দেও, সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না।আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাই...।

*১পিতর ৩:৯, প্রেরিত ১৬:৩১, হিতোপদেশ ২২:৬

® আর্থিক বিষয়ের জন্য

আপনি আপনার সমস্ত খরচের বিল এবং চেকবুক টেবিলে রেখে তার উপর হাত রেখে প্রার্থনা করতে পারেন।

"পিতা, আমার সমস্ত খরচের হিসাব যা রয়েছে যা আসতে চলছে তুমি জান। তুমি আমার প্রয়োজনকে জান। তোমার বাক্যের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই। তোমার বাক্য বলে, যদি আমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আনি, যেন তোমার গহে খাদ্য থাকে: তুমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করে আমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবে। আমি তোমার প্রতিজ্ঞায় আনন্দিত যে তুমি বলেছ,

তুমি আমাদের নিমিত্ত গ্রাসককে ভর্ৎসনা করবে। কত সুন্দর প্রভু তুমি। তুমি বলেছ, যেন আমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ব্ববিষয়ে আমি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাকি। পিতা তোমার বাক্য বলে, সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না।তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান, তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান।

*মালাখি ৩:১০, ১১, ৩যোহন ২, গীতসংহিতা ২৩:১

সারাংশ - বিশ্বাসের রব

আমরা হলাম দেহ, প্রান এবং আত্মা। আমরা আত্মায় নতুন জন্মপ্রাপ্ত হয়েছি। নতুন জন্মের আগে, আমাদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সেটি জাগতিক বিষয়ের উপরে ছিল। এখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে এবং আমাদের বিশ্বাস অতিপ্রাকৃত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য যা বলে তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, আমাদের চারপাশে যা দেখি তার উপর নয়। আমরা আর নেতিবাচক ধারণা নিয়ে জীবনযাপন করব না। ঈশ্বর আমাদের যেভাবে দেখেন আমরা নিজেদের সেভাবে দেখব। আমরা আর পাপ এবং অসত্যতাকে আমাদের জীবনে সন্দেহকে আনতে দেব না।

আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত বিশ্বাসকে অনুশীলন করব। ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস রাখব। সমস্ত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আমরা বিশ্বাস এবং সম্মতির প্রার্থনায় অন্যদের সহিত একচিত্ত হয়েছি। আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধরে প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য যে অত্যাআশ্চর্য বিষয়গুলি রেখেছেন করবেন তা অনুভব করতে পারছি!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। যেহেতু আমরা শরীর, প্রান এবং আত্মা দ্বারা গঠিত, তাই কীভাবে আমরা জানব যে আমাদের বিশ্বাস প্রানের স্থান (মন, ইচ্ছা এবং আবেগ) হতে এসেছে নাকি আত্মা হতে?

২। আপনার নিজের ভাষায় ঐশ্বরিক বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিন।

৩। বিশ্বাসের প্রার্থনা এবং সম্মতির প্রার্থনা বলতে কী বোঝায়?

৪। আপনার কারোর জন্য বাক্য ধরে প্রার্থনা করার উদাহরণটি বিস্তারিত ভাবে লিখুন।

অষ্টম অধ্যায়
সামর্থ্যের সহিত প্রার্থনা

ভূমিকা

অনেক সময় আমাদের প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার কারণ হল, আমরা ঈশ্বরের কাছে এমন কিছুর জন্য অনুরোধ করছি যা তিনি আমাদের করার অধিকার আগেই দিয়েছেন। আদম ও হবার মতো ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ধারণা ছিল যে প্রার্থনা কেবল যাচ্ঞা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রার্থনার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শ্রবণ করা। যখন আমরা শুনি, তখন, আমাদের কি করতে হবে - কি বলতে হবে - কি আদেশ দিতে হবে - কি অস্তিত্বে আনতে হবে ঈশ্বর সব বলে দেন।

প্রার্থনা হল যাচ্ঞা করা- শ্রবণ করা- বাধ্য হওয়া। সৈন্য জীবনেও এই একই বিষয়গুলি প্রযোজ্য, যেখানে আমরা কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করি কী করতে হবে, তিনি যা আদেশ দেন তা শুনি এবং তা মেনে চলি।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা মানবজাতির সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের অর্পিত কর্তৃত্বের বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি। এই পাঠে আমরা, কিভাবে কর্তৃত্বকে আমাদের প্রার্থনার জীবনে প্রয়োগ করতে হয় সেই বিষয়ে শিখব।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এটাই যেন বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীতে জীবন-পরিবর্তনকারী কর্তৃত্বের দ্বারা অগ্রসর হতে শুরু করে। তিনি এমন পুরুষ এবং মহিলাদের সন্ধান করছেন যারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্বে জীবনযাপন করবে।

ব্যবহারিক পদক্ষেপ

এই পাঠে, আমরা কর্তৃত্বের মধ্যে প্রবেশ করার বাস্তব পদক্ষেপগুলিকে দেখব। কর্তৃত্বশালী প্রার্থনা করার জন্য ঈশ্বর যে লোকদের ব্যবহার করতে চান তারা হল:

∑ তাদের নিজেদের চাহিদার ঘড়া শূন্য

∑ যাদের সেবা করার নম্র হৃদয় রয়েছে

কর্তৃত্বশালী প্রার্থনাঃ

∑ পবিত্র আত্মার প্রকাশের দ্বারা ঈশ্বরের রবকে শোনার মাধ্যমে

∑ পবিত্র আত্মা দত্ত বিশ্বাসের দ্বারা ক্ষমতার সহিত প্রার্থনা করা

জোরপূর্বক, কর্তৃত্বপূর্ণ, রাজকীয় প্রার্থনা কখনোই "যদি হলে ভালো হতো" এমন মনোভাব নিয়ে হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, " আমরা মণ্ডলীর পিকনিক করব, তাই রবিবার বৃষ্টি না হলে ভালো হয়।" কেউ কেউ এমনও বলে থাকে, "যীশুর নামে, আমি রবিবার আবহাওয়াকে সুন্দর থাকার নির্দেশ দিচ্ছি।" থামুন! কর্তৃত্বশালী প্রার্থনা কখনই আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা বা চাহিদা হতে আসতে পারে না। এলিয় বৃষ্টি থামিয়ে দিয়েছিলেন

এবং তিনি না বলা পর্যন্ত আর বৃষ্টি হয়নি। তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নির্দেশে কার্য করেছিলেন।

১রাজাবলী ১৭:১ আর গিলিয়দ-প্রবাসীদের মধ্যবর্ত্তী তিশবীয় এলিয় আহাবকে কহিলেন, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, এই কয়েক বৎসর শিশির কি বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার কথানুসারে পড়িবে।

প্রেরিত যাকোব এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন,

যাকোব ৫:১৭, ১৮ এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন; আর তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রার্থনা করিলেন, যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না। পরে তিনি আবার প্রার্থনা করিলেন; আর আকাশ জল প্রদান করিল, এবং ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিল।

লক্ষ্য করুন সেখানে প্রার্থনা এবং ঘোষণা উভয়ই ছিল। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তা তিনি কর্তৃত্বের সাথে ঘোষণা করে বলেছিলেন, "আমার কথা ছাড়া এই বছরগুলিতে বৃষ্টি হবে না।"

যীশু আমাদের উদাহরণ

আমরা যাই কিছু করি না কেন, যীশু যিনি শেষ আদম, সর্বদা আমাদের উদাহরণস্বরূপ। পৃথিবীতে প্রথম আদমকে যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল যীশু তা করেছিলেন। আমরাও বলতে পারি, "যদি যীশু এটা করে থাকেন, তবে আমরাও তা করতে পারি!" আমরা তাঁর নামের এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে তা করতে পারি।

পবিত্র আত্মার শক্তিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত

বাপ্তিশ্ম গ্রহন এবং পবিত্র আত্মা তার উপরে অবতরিত হবার আগে যীশু কোনো আশ্চর্যকার্য করেননি। লুক আমাদের বলেছেন,

লুক ৪:১৪-১৯ তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার কীর্ত্তি চারিদিকের সমুদয় অঞ্চলে ব্যাপিল। আর তিনি তাহাদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ দিয়া সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হইতে লাগিলেন।

আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। তখন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল, আর তিনি পুস্তকখানি খুলিয়া সেই স্থান পাইলেন, যেখানে লেখা আছে,

"প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য;তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,

বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া

বিদায় করিবার জন্য, প্রভুত প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য”।

আমাদেরকেও পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হতে হবে।

বিশ্বাসীদেরকে কর্তৃত্ব দিলেন

পৃথিবীতে পরিচর্যার সময় যীশুর, ভূত, অসুস্থতা, রোগ, মানবদেহ, সৃষ্টি, উপাদান এবং এমনকি মৃত্যুর উপরেও কর্তৃত্ব ছিল। তিনি আমাদেরকেও এই একই কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

যোহন পুস্তকে তিনি বলেছেন,

যোহন ১৪:১২ “সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি”।

মথি পুস্তকে তিনি বলেছেন,

মথি ১০:৮ “পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও।

লুক পুস্তকে তিনি বলেছেন,

লুক ১০:১৯ “দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না;

শয়তান যে কর্তৃত্ব আদম ও হবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল যীশু তা শয়তানের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে তার অনুগামীদের, বিশ্বাসীদের অর্থাৎ আমাদের প্রদান করেছেন।

® মন্দ আত্মার উপর

যীশুর মন্দ শক্তির উপর কর্তৃত্ব ছিল।

মথি ৮:৩১, ৩২ তাহাতে ভূতেরা বিনতি করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকর-পালে পাঠাইয়া দিউন।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও। তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকর-পালে প্রবেশ করিল; আর দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল, ও জলে ডুবিয়া মরিল।

যীশু মন্দ আত্মাকে দূর করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করেননি। বরং তিনি অধিকারের সহিত বললেন, “চলিয়া যাও”।

® আমাদের রোগ এবং অসুস্থতা

কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এল এবং শুচিকৃত হয়ে গেল।

মার্ক ১:৪০, ৪১ একদা এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন।

তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও।

যীশু তাকে সুস্থ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করলেন না। তিনি বললেন," শুচীকৃত হও"।

® মনুষ্য দেহের উপর

এক শুষ্কহস্ত ব্যক্তি যীশুর কাছে এল।

মার্ক ৩:৩,৫খ খন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লোকটীকে কহিলেন, মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াও।... তোমার হাত বাড়াইয়া দেও: সে তাহা বাড়াইয়া দিল, আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল।

আরেকটিবার আমরা দেখতে পাই, যীশু এই সার্বভৌম কার্য সম্পাদন করতে এবং অত্যাশ্চর্যরুপে সেই ব্যক্তিকে সুস্থ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করলেন না। বরং তিনি বললেন, "তোমার হাত বাড়াও।"

® সৃষ্টির উপর

ডুমুর গাছ যা সৃষ্টির এক অংশ তার উপর যীশুর কর্তৃত্ব ছিল।

মথি ২১:১৯ পথের পার্শ্বে একটা ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকাইয়া গেল।

® পদার্থের উপর

যীশু সমুদ্র এবং বাতাসকে আজ্ঞা করিলে তারা তার বাধ্য হল।

মার্ক ৪:৩৭-৩৯ পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; আর তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম?

তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল।

® মৃত্যুর উপর

যীশু লাসারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর উপর কর্তৃত্ব নিলেন।

যোহন ১১:৪৩খ, ৪৪ ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস।তাহাতে সেই মত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন; তাঁহার চরণ ও হস্ত কবর-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দেও, ও যাইতে দেও।

কর্তৃত্বের রব

পূর্ব পাঠে আমরা বিশ্বাসের রব বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি। এখন আমরা কর্তৃত্বের রব নিয়ে আলোচনা করব। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে উপরের উদাহরণগুলিতে যীশুর কথাগুলি কতটা সংক্ষিপ্ত ছিল?

যীশু বললেন, " যাও", শুচী হও", হস্ত বাড়িয়ে দাও", তোমাতে আর ফল না ধরুক", " থামো, শান্ত হও", " লাসার, বেড়িয়ে এস"।

শতপতি

শতপতি যীশুর কাছে এসে বললেন, "আপনি কেবল বাক্যে বলুন, আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে।"

মথি ৮:৮-১০ শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন; আমি তাহাদের এক জনকে 'যাও' বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে 'এই কর্ম্ম কর' বলিলে সে তাহা করে।

এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই।

শতপতি যীশুর কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কারণ তিনিও কর্তৃত্বের অধীনে ছিলেন। শতপতি উদাহরণগুলির সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করুন - "যাও," "এসো," "এটি করো।"

সংক্ষেপ করুন

কর্তৃত্বের বাক্য সংক্ষিপ্ত হতে হবে। কোন ব্যাখ্যা বা যোগ্যতামূলক মন্তব্য নয়।

যীশুর কথা আমরা মনে করিঃ

মথি ৬:৭, ৮ আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন।

® কথা অল্প হোক

উপদেশকে আমরা পড়ি,

উপদেশক ৫:২ তুমি আপন মুখকে বেগে কথা কহিতে দিও না, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে কথা উচ্চারণ করিতে তোমার হৃদয় ত্বরান্বিত না হউক; কেননা ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি পৃথিবীতে, অতএব তোমার কথা অল্প হউক।

® বাইবেলভিত্তিক উদাহরণ

∑ **দানিয়েল এক সুন্দর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেছিলেন।**

দানিয়েল ৯:১৯ হে প্রভু, শুন; হে প্রভু, ক্ষমা কর; হে প্রভু, মনোযোগ কর ও কর্ম্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, তোমার নিজের অনুরোধে কার্য্য কর, কেননা তোমার নগরের ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

∑ **মোশির প্রার্থনাও সুন্দররুপে সংক্ষিপ্ত ছিল।**

গণনাপুস্তক ১০:৩৫, ৩৬ আর সিন্দুকের অগ্রসর হইবার সময়ে মোশি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, উঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, তোমার বিদ্বেষিগণ তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক। আর উহার বিশ্রামকালে তিনি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রের অযুত অযুতের কাছে ফিরিয়া আইস।

∑ **সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার আরেকটি উদাহরণ হল, যখন এলিয় এক মৃত সন্তানকে মৃত্যু হতে জীবিত করেছিলেন।**

১রাজাবলী ১৭:২১, ২২ পরে তিনি বালকটীর উপরে তিন বার আপন শরীর লম্বমান করিয়া সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, বিনয় করি, এই বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরিয়া আসুক। তখন সদাপ্রভু এলিয়ের রবে কর্ণপাত করিলেন, তাহাতে বালকটীর প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল, সে পুনর্জীবিত হইল।

বাল দেবতার উপাসকদের সহিত এলিয়ের মোকাবিলা

আমরা পঞ্চম পাঠে বালের যাজকদের সহিত এলিয়ের মোকাবিলার বিষয়ে আলোচনা করেছি। এলিয় এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কর্তৃত্বকে বুঝতেন। ইস্রায়েলের লোকেরা সারাদিন ধরে বালের পুরোহিতদের লাফিয়ে লাফিয়ে, চিৎকার করে, কেঁদে কেঁদে এবং নিজেদের ক্ষত করতে দেখল কিন্তু কিছুই হল না।

এলিয় উৎসর্গের বেদী নির্মাণ করার পর তিনি কাছে আসলেন এবং বললেন, তিনি চিৎকার করলেন না, তিনি লম্ফঝম্ফ করলেন না, তিনি কাকুতি করলেন না, তিনি নিজেকে ক্ষত করলেন না, তিনি মাত্র একবার চৌষট্টি শব্দের একটি প্রার্থনা করলেন।

১রাজাবলী ১৮:৩৬-৩৮ পরে [বৈকালের] বলিদান সময়ে এলিয় ভাববাদী নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, অব্রাহামের, ইস্হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অদ্য জানাইয়া দেও যে, ইস্রায়েলের মধ্যে তুমিই ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, ও তোমার বাক্যানুসারেই এই সকল কর্ম্ম করিলাম। হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও, আমাকে উত্তর দেও; যেন এই লোকেরা জানিতে পারে যে, হে সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই ইহাদের হৃদয় ফিরাইয়া আনিয়াছ।

তখন সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইল, এবং হোমবলি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল, এবং প্রণালীস্থিত জলও চাটিয়া খাইল।

কাকে ঈশ্বর ব্যবহার করে থাকেন?

নম্র

মোশি ফরৌনের কন্যার পুত্র হিসাবে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি অধিকার ও কর্তৃত্বকে জানতেন। তারপর তিনি মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন, এবং ঈশ্বর তাকে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে দেখা দিলেন। মোশি অবশ্যই কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। তিনি মিশরে মহামারী নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লোহিত সাগরকে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি মরুভূমির পাথর থেকে জল বার করেছিলেন। তিনি পর্বতে ঈশ্বরের সহিত কথা বলেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের এত সম্মুখে ছিলেন যে তাঁর চেহারা রূপান্তরিত হয়ে গেছিল। যদি কখনও একজন ব্যক্তির নিজেকে উচ্চ মনে করার কারণ থাকে, তবে মোশির কাছে সেই কারন ছিল। কিন্তু আমরা গণনাপুস্তকে পড়ি,

গণনাপুস্তক ১২:৩ ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সকল অপেক্ষা মোশি লোকটী অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন।

যেহেতু মোশি খুবই নম্র ছিলেন, তাই ঈশ্বর তাকে শক্তিশালী অতিপ্রাকৃত কর্তৃত্বে পরিচালিত হবার অধিকার দিয়েছিলেন।

দাস

যীশু বলেছেন,

মথি ২০:২৬, ২৭ তোমাদের মধ্যে সেরূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান হইতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হইবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের দাস হইবে।

খ্রীষ্টের অনুকরণকারী

তারা শেষ নিস্তারপর্বের উৎসবে অংশ নিয়েছিল যখন যীশু- ঈশ্বরের পুত্র - যিনি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্রুশে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সম্মুখীন হতে চলেছিলেন - তিনি শিষ্যেদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। যীহুদাই তার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে তা জানা সত্ত্বেও তিনি তার পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।

যীশুকে তার বিচার এবং মৃত্যুর জন্য মানসিক এবং আবেগগতভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল। কেন তিনি সেই সন্ধ্যায় তাদের পা ধুয়েছিলেন?

তিনি আমাদের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য একটি উদাহরণস্বরূপ এটি করেছেন, এবং অবশ্যই, আমাদের জন্যও করেছেন। শিষ্যদের একে অপরের দাস হতে হবে। আমাদেরও একে অপরের দাস হতে হবে।

যোহন ১৩:৩-৫, ১২-১৫ তিনি জানিলেন, যে, পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন; জানিয়া তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন। পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন, এবং যে

গামছা দ্বারা কটি বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা দিয়া মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর আপনার উপরের বস্ত্র পরিয়া পুনর্ব্বার বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত? কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর।

প্রস্তুত

বাইবেলে পড়ার সময় আমরা ব্যক্তি এবং ঘটনাগুলির সম্পর্কে এক আভা বা বিভ্রম পোষণ করে থাকি। আমরা তাদের শ্রদ্ধা এবং সমীহ জ্ঞাপন করে থাকি। আমাদের অবশ্যই এটি করা বন্ধ করতে হবে কারণ এটি আমাদের নিজেদেরকে তারা যা করেছে তা চিত্রিত করতে বাধা দিয়ে থাকে। ঈশ্বর তাদের জীবনের ঘটনাগুলোকে বাইবেলে আমাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে রেখেছেন। আমরা তাদের মহান বিজয় এবং ব্যর্থতাগুলিকে পড়ি, যাতে আমরা তাদেরকেও নিজেদের মতো দেখি, এবং ঈশ্বরের শক্তিতে কাজ করতে পারি।

এলিয় এক শক্তিশালী ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি ছিলেন, তবুও প্রেরিত যাকোব উৎসাহজনক বাক্যে লিখেছেন যে, তিনিও আমাদের মতোই একজন সুখদুঃখভোগী মানুষ ছিলেন।

যাকোব ৫:১৭ক এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন; আর তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রার্থনা করিলেন, যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না।

প্রস্তুত পাত্র

আমরা নিজেদেরকে সমাদারের পাত্র হিসাবে প্রস্তুত করতে পারি, যা পবিত্রীকৃত, এবং কর্ত্তার কার্য্যের উপযোগী।

২তীমথিয় ২:২০, ২১ কিন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র নয়, কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে; তাহার কতকগুলি সমাদরের, কতকগুলি অনাদরের পাত্র। অতএব যদি কেহ আপনাকে এই সকল হইতে শুচি করে, তবে সে সমাদরের পাত্র, পবিত্রীকৃত, কর্ত্তার কার্য্যের উপযোগী, সমস্ত সৎক্রিয়ার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে।

যীশুর নামে প্রার্থনা করার শক্তি

সমস্ত নামের উপরে

যীশুর নাম সমস্ত নামের উপরে রয়েছে।

ফিলিপীয় ২:৮-১১ এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয়

উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

তার নামে কর্তৃত্ব আছে

যীশু শিস্যদেরকে তার নামকে ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছিলেন।

মার্ক ১৬:১৫-১৮ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

তার নামে যাচ্ঞা করা

তার নামেতে আমাদের চাইতে হবে।

যোহন ১৫:১৬ তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

যোহন ১৪:১৩, ১৪ আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

তার নামেতে আশ্চর্যকাজ হয়

যীশুর পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার পর শিষ্যরা যে প্রথম অলৌকিক কাজটি তার নামেতে করেছিলেন।

প্রেরিত ৩:১-৮ এক দিন প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নবম ঘটিকায়, পিতর ও যোহন ধর্ম্মধামে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে লোকেরা এক ব্যক্তিকে বহন করিয়া আনিতেছিল, সে মাতার গর্ভ হইতে খঞ্জ; তাহাকে প্রতিদিন ধর্ম্মধামের সুন্দর নামক দ্বারে রাখিয়া দেওয়া হইত, যেন, ধর্ম্মধামে যাহারা প্রবেশ করে, তাহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে। সে পিতরকে ও যোহনকে ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া ভিক্ষা পাইবার জন্য বিনতি করিতে লাগিল। তাহাতে পিতর যোহনের সহিত তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহাতে সে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল, তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু

পাইবার অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও। পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ও গুলফ সবল হইল; আর সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং বেড়াইতে বেড়াইতে, লম্ফ দিতে দিতে, ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিল।

পিতর যে কর্তৃত্বের সাথে কথা বলেছিলেন তা লক্ষ্য করুন, "যীশুর নামে, উঠ এবং হাঁট।" তিনি ঈশ্বরের কাছে লোকটিকে সুস্থ করার জন্য অনুরোধ করেননি তিনি কর্তৃত্বের সহিত যীশুর নামেতে আদেশ করেছিলেন।

সমস্ত কিছুই তার নামেতে করুন

আমাদেরকে যীশুর নামেতে সমস্ত কিছু করতে হবে।

কলসীয় ৩:১৭ আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

যুদ্ধস্তরীয় প্রার্থনা

যীশু বলেছিলেন, তিনি পিতাকে যা করতে দেখেছেন তাই তিনি করছেন।

যোহন ৫:১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন।

আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে শক্তিশালী কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যা জগতের গুরুতরভাবে প্রয়োজন, সেই ক্ষমতায় কাজ করার জন্য, পিতা যা করতে বলেছেন তা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আমাদের নিজেদের ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তাঁর ইচ্ছাকে জানার জন্য বাধাস্বরূপ সমস্ত কিছুই আমাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

যীশুর মতই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমাদের কার্য করতে হবে। তার ইচ্ছাকে জানতে না পারা পর্যন্ত আত্মায় প্রার্থনা করে যেতে হবে।

বিশ্বাসের দ্বারা, আমাদের বিশ্বাসের রব হয়ে উঠতে হবে যা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসবে।

তিনটি সাবধানবানী

তিনটি সাবধানবানী আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

∑ **ঈশ্বর আমাদের কখনই এমন কিছু বলতে বা করতে বলবেন না যা তাঁর লিখিত বাক্যের বিপরীত।**

বাক্যই হল ঈশ্বর এবং ঈশ্বর কখনই তার বিরুদ্ধ হন না।

যোহন ১:১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

∑ **ঈশ্বর কখনই আমাদের নিজেদের গৌরব বা লাভের জন্য কিছু বলতে বা করতে বলবেন না।**

শয়তান যীশুর কাছে যে প্রলোভনগুলি নিয়ে এসেছিল তার মধ্যে এটি একটি ছিল। যীশু একটি মাত্র কাজ দ্বারাই নিজেকে ঈশ্বরপুত্র প্রমান করতে পারতেন। তিনি ক্রুশকে এড়াতে পারতেন এবং কোন ত্যাগস্বীকার ছাড়াই এই পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করতে পারতেন।

মথি ৪:৫, ৬ যখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল, এবং ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে,

"তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন,

আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন,

পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।"

∑ **ঈশ্বর কখনই আমাদেরকে অন্য ব্যক্তির তার স্বাধীন ইচ্ছা লঙ্ঘন করে। তার উপর কর্তৃত্ব করতে বলবেন না।**

ঈশ্বর, মাঝে মাঝে, আমাদেরকে অন্য ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মন্দ আত্মার ওপর কর্তৃত্ব নেওয়ার অধিকার দেন।

পুরদ্বার তাহার বিপক্ষে প্রবল হবে না

আমরা মন্দ শক্তির সহিত যুদ্ধে রত রয়েছি। যীশু যখন প্রথমবার "মণ্ডলী" শব্দটি উল্লেখ করার সময় বলেছিলেন, যে নরকের দ্বার এটির উপর বিজয়ী হতে পারবে না। এই দ্বারগুলি নরকের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে। যীশু বলেছিলেন, তাঁর মণ্ডলীর বিরুদ্ধে শয়তানের শক্তি কখনো জয়লাভ করতে পারবে না।

মথি ১৬:১৮ আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।

বদ্ধ এবং মুক্ত

যীশু আমাদের বদ্ধ এবং মুক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

মথি ১৬:১৯ আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

বদ্ধ করার অর্থ হল শয়তান বা মন্দ শাসককে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ করে রাখা। যেখানে ঈশ্বর আমাদের

আধ্যাত্মিক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের শক্তিশালী মন্দ শক্তিকে আবদ্ধ করতে হবে।

মথি ১২:২৮, ২৯ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

আর অগ্রে সেই বলবান্ ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া কে কেমন করিয়া সেই বলবানের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘরের দ্রব্য লুট করিতে পারিবে? বাঁধিলে পরেই সে তাহার ঘর লুট করিবে।

যীশু আমাদেরকে বদ্ধ এবং মুক্ত করার উদাহরণ দিয়েছেন।

লুক ১৩:১১, ১২, ১৬ আর দেখ, একটী স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না। তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।

বে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, যাহাকে শয়তান, দেখ, আজ আঠারো বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইহার এই বন্ধন হইতে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?

বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের কর্তৃত্বের রাজ্যত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে আমরা বাস করি এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হই। এই রাজ্যে, আমাদের বদ্ধ বা মুক্ত করার কর্তৃত্ব রয়েছে। দৃঢ় প্রামাণিক প্রার্থনার মাধ্যমে, আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজকে করার জন্য ঈশ্বরের শক্তি এবং ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারি।

নৈতিকতার বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধ

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে আমাদের যুদ্ধ কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয় বরং নরকের বাহিনীর সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ।

ইফিষীয় ৬:১২ কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।

দুর্গসমুহকে ভাঙ্গা

আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র হল যীশুর নাম, যীশুর রক্ত এবং ঈশ্বরের বাক্য। এগুলি হল আত্মিক অস্ত্র, এবং এগুলি শক্তিশালী অস্ত্র।

২করিন্থীয় ১০:৪, ৫ কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি।

সবলে রাজ্য অধিকার করা

আমাদের প্রার্থনার দ্বারা, সবলে ঈশ্বরের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সাহস ও কর্তৃত্বের সাথে বলতে হবে,

"তোমার রাজ্য আসুক! স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও তেমন হোক!" এটি হল রাজকীয় প্রার্থনা যা স্বর্গের রাজ্য এবং তার ইচ্ছাকে নামিয়ে আনে। আমাদের সবলে রাজ্য দখল করতে হবে।

মথি ১১:১২ আর যোহন বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমীরা সবলে তাহা অধিকার করিতেছে।

যীশু অপেক্ষা করছেন

গীতসংহিতাতে দাউদ ভবিষ্যৎবানী করেছেন,

গীতসংহিতা ১১০:১ সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস,

যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি।

দাউদের এই উক্তিকে যীশু মথি, মার্ক এবং লুক পুস্তকে বর্ণিত রয়েছে।

লুক ২০:৪২, ৪৩ দায়দ ত আপনি গীতপুস্তকে বলেন, "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি।"

পঞ্চাসপ্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরনের পরে, পিতর তার প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন এবং ৩০০০ আত্মা মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই প্রচারে, পিতরও দাউদের উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন। (প্রেরিত ২:৩৪, ৩৫)

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক দাউদের ভবিষ্যৎবানী উদ্ধৃত করেছেন।

ইব্রীয় ১০:১২ কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন, এবং তদবধি অপেক্ষা করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাদপীঠ না হয়।

এই একটি সত্যের প্রতি ছয়বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কেন?

আমরা জানি যীশু স্বর্গে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন, কিন্তু আমরা এটাও জানি যে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন? তিনি অপেক্ষা করছেন তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর পায়ের তলায় দলিত করার জন্য - তাঁর পায়ের নীচে রাখার জন্য!

সারাংশ - কর্তৃত্বের সহিত প্রার্থনা

ক্রুশে, যীশু উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, "সমাপ্ত হল!"

যীশু মানবজাতির পাপের শাস্তি নিজের উপর নিয়ে নিলেন।

যীশু, তাঁর রক্তসেচনের দ্বারা, আমাদেরকে আইনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন।

যীশু আমাদের কর্তৃত্বকে ক্রয় করেছেন।

এখন, যীশু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন যেন আমরা তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর পায়ের তলায় দলিত করি!

তিনি আমাদের তাঁর নামের শক্তিকে দিয়েছেন। তিনি আমাদের পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়েছেন। তিনি আমাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন। এখন, এটা আমাদের উপর নির্ভর করে! প্রার্থনার মাধ্যমে, আমাদের জোরপূর্বক ঈশ্বরের রাজ্যকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে হবে।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। মথি ৮:৮-পদে, কেন শতপতি যীশুকে বলেছিলেন যে তাঁর দাসকে সুস্থ করার জন্য তাঁর বাড়িতে আসার দরকার নেই, তিনি শুধুমাত্র একটি কথা বললেই তার দাস সুস্থ হয়ে যাবেন? এটা কিভাবে আজ আমাদের জন্য একটি উদাহরণরুপে হয়ে উঠেছে?

২। "যাও" "এসো!" উঠো এবং সুস্থ হও।" এই শব্দগুলো কি ধরনের প্রার্থনা।

৩। আপনি কিভাবে জানবেন যে ঈশ্বর আপনাকে একটি প্রামাণিক প্রার্থনা করার জন্য পরিচালিত করছেন?

নবম অধ্যায়

ঈশ্বরের হৃদয়-আর্তনাদ

ভূমিকা

সমস্ত বাইবেলের মাধ্যমে, যখন ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মধ্যস্থতা করার জন্য আহ্বান করছেন তখন ঈশ্বরের হৃদয়-কান্না প্রকাশিত হয়। এটি যিহিস্কেল পুস্তকে আমরা পাই, সেখানে তিনি ঈশ্বরের বিষয়ে লিখেছিলেন যে তিনি একজন মানুষকে মধ্যস্ততা করার জন্য খুঁজছেন এবং কিন্তু তিনি কাউকে খুঁজে পাননি।

যিহিস্কেল ২২:৩০ আর আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য তাহাদের মধ্যে এমন এক জন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে, কিন্তু পাইলাম না।

বংশাবলী পুস্তকে তাঁর লোকেদের মধ্যস্ততা করার জন্য ঈশ্বরের হৃদয়-কান্না প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে যদি তারা নিজেদের নত করে, তাদের দুষ্টতা থেকে ফিরে আসে এবং প্রার্থনা করে, তাহলে তিনি তাদের দেশকে সুস্থ করবেন।

২বংশাবলী ৭:১৪ আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন যে, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প; । তাদের কি করার ছিল? প্রার্থনা!

লুক ১০:২ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

অন্য সব ধরনের প্রার্থনার চেয়ে মধস্থতা বিষয়ে বাইবেলে আরও বেশি পদ রয়েছে। কর্তৃত্বের প্রার্থনাগুলি প্রায়শই অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যা মধ্যস্থতার মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে।

প্রার্থনার প্রথম উদাহরণ অর্থাৎ মধ্যস্থতা প্রার্থনা আমরা ইয়োব পুস্তকে দেখতে পাই। বংশধরেরা তাদের পরিবারের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। দেশের ধার্মিক নেতারা তাদের দেশ ও মানুষের জন্য মধস্থতা করেছিলেন। পুরোহিতরা মধ্যস্থতা করলেন। যীশু মধ্যস্থতা করলেন। প্রেরিতরা মধস্থতা করলেন। আমাদেরকেও খ্রীষ্টের মতো আমাদের পরিবার, প্রশাসনিক নেতা এবং খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নেতাদের জন্য মধ্যস্থতার প্রার্থনা করতে হবে।

মধস্থতার সংজ্ঞা

মধ্যস্থতা কথার অর্থ হল, অপর ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের সামনে আসা বা অন্যের স্থানে নিজেকে রেখে তার জন্য প্রার্থনা করা। সত্যিকারের মধ্যস্থতা আমাদের হৃদয়ের গভীর হতে আসে। এটি ঈশ্বরের সহিত এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে আসে এবং আমরা তাঁর উদ্বেগ, তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে অনুভব করতে পারি এবং তারপরে, যেমন তিনি আমাদেরকে নেতৃত্ব দেন, আমরাও যেন অন্যদের জীবনে তাঁর শক্তিকে পরিচালিত করতে পারি।

মধ্যস্থতা মানুষের জন্য করা হয় এবং এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর এক যাজকীয় কার্য।

উইলসন মামবোলেও লিখেছেন, "মধস্থতাকারীরা ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তি বা সেই গোষ্ঠীর যাদের প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে তাদের মাঝে দাঁড়ায় । তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনের কথা ভুলে যায় এবং তারা যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থনা করছে তার কল্যানের চিন্তা করে। তারা অন্যের ব্যথা অনুভব করে। তারা অন্য লোকেদের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করাকে আনন্দিত বলে মনে করে। অন্যের জন্য প্রার্থনা করলে মধস্থতাকারীদের অন্তরে অনেক আনন্দ হয়। তাদের হৃদয় অভ্যন্তরীণ আত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ঈশ্বর তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। মধস্থতাকারীরা হলেন সেই পুরুষ এবং মহিলা যাদের কাছে ঈশ্বর, পরিবার, মণ্ডলী এবং জাতির জন্য তাঁর গোপনীয়তা এবং পরিকল্পনাকে প্রকাশ করতে পারেন।"

মীটিং উইথ গড - প্রেয়ার ডিপেস্ট মিনিং থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রেয়ার এবং ওয়ার্ড পাবলিকেশন, নাইরোবি, কেনিয়া, আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত।

মধস্থতার ব্যবহারিক ধাপ

মধ্যস্থতা প্রার্থনা করার সময় আপনাকে ছয়টি ব্যবহারিক ধাপ মনে রাখতে হবে।

∑ উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রার্থনা করবেন না।

∑প্রয়োজনের সহিত খাপ খায় এমন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে খুঁজুন এবং এগুলোর উপর আপনার প্রার্থনার ভিত্তিকে স্থাপিত করুন। এটি আপনার প্রার্থনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

∑ পবিত্র আত্মাকে আপনার সহিত প্রার্থনা করতে দিন।

∑একজন ব্যক্তির মঙ্গলের উপর ভিত্তি করে প্রার্থনা করবেন না। তাদের নিজে থেকে কিছু নয়। ধার্মিকতা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সর্বদা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং করুণার জন্য মধস্থতা করুন।

∑প্রার্থনায় কারোর উপর নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন না বা তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন না। ঈশ্বর কখনই কারোর স্বাধীন ইচ্ছা লঙ্ঘন করেন না তাই আপনিও তা করবেন না।

∑অবিচল থাকুন - হাল ছাড়বেন না!

শয়তানের কৌশল

যারা ঈশ্বরের নেতৃত্বে মধ্যস্থতায় চলে সেই প্রত্যেক বিশ্বাসীর উপর শয়তান আক্রমণের পরিকল্পনা করে থাকে। সে ঈশ্বর যা প্রকাশ করেন তা ঘুরিয়ে মধস্থতাকারীদের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে অনুভব করার যে তাদেরকে এই প্রকাশ মণ্ডলীর নেতাদের কাছে নির্দেশ করতে হবে। সে ছলনাপূর্বক মধস্থতাকারীর হৃদয়ে পরিচালকের বা উচ্চপদের চিন্তাকে নিয়ে আসে। একজন মধস্থতাকারীদের অবশ্যই বিচার-মানসিকতার মনোভাব এবং নিন্দা বা নিয়ন্ত্রক আত্মার বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

মধ্যস্থতার বাইবেলভিত্তিক উদাহরণ

কীভাবে মধ্যস্থতা করতে হয় তা শেখার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল বাইবেলের উদাহরণগুলীর অধ্যায়ন।

যীশু আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করলেন

যীশু আমাদের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ।

® আমাদের মহাযাজক

পুরাতন নিয়মের যাজকেরা মধ্যস্থতার একটি দৃশ্যপট ছিলেন। তারা মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে দাঁড়িয়ে মানুষের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করতেন। যীশু হলেন আমাদের মহাযাজক এবং অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার বিষয়ে আমাদের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি আমাদের নিমিত্ত মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি সতত জীবিত আছেন।

ইব্রীয় ৭:২৫ এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

® আমাদের সহায়, বা মধ্যস্থতাকারী

অভিধান বলে, উকিল হলেন এমন একজন যিনি কারো পক্ষে কথা বলেন, আবেদন করেন বা পক্ষে যুক্তি দেন; একজন যে অন্যের পক্ষে আবেদন করে; একজন সমর্থক বা রক্ষক। যীশু আমাদের জন্য এই সমস্ত কিছু বরং এর চেয়ে বেশী করে থাকেন।

১যোহন ২:১ হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট।

® ঈশ্বরের হৃদয় আর্তনাদের প্রকাশ

যীশুর মাধ্যমে আমাদের কাছে দুটি উদাহরণ রয়েছে যা আমাদেরকে ঈশ্বরের হৃদয়ের আর্তনাদকে প্রকাশ করে। প্রথমটি উদাহরণ হল যীশু জেরুশালেমের লোকদের জন্য কেঁদেছিলেন।

লুক ১৩:৩৪ যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের

নীচে একত্র করে, আমি কত বার তেমনি তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না।

লক্ষ্য করুন যে, যীশু তাঁর মহান প্রেম থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করেননি। তিনি বললেন, "কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না"।

যীশুর ক্রুশে মৃত্যু হল দ্বিতীয় বৃহৎ উদাহরণ।

লুক ২৩:৩৩ক, ৩৪ক মাথার খুলি নামক স্থানে গিয়া তাহারা তথায় তাঁহাকে এবং সেই দুই দুষ্কর্ম্মকারীকে ক্রুশে দিল, তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।

কারো যদি নিন্দা করার অধিকার থাকে, তবে যীশুর তা ছিল কিন্তু তিনি তা করেননি। জেরুজালেমের লোকেরা নবীদের হত্যা করেছিল এবং বার্তাবাহকদের পাথর মেরেছিল, কিন্তু যীশুর একমাত্র ইচ্ছা ছিল তাদেরকে তাঁর সুরক্ষার ডানার নীচে রাখতে। এমনকি যখন তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তখন তাঁর প্রার্থনা ছিল, "পিতা, তাদের ক্ষমা করুন।"

এটা গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা অনুরোধ করি তখন আমরা যেন শয়তানের ফাঁদে না পড়ি। শয়তান ঈশ্বরকে আমাদের সম্মুখে যতই ভুল দেখিয়ে থাকুক না কেন, আমাদের বিচার বা নিন্দা করা উচিত নয়, বরং সেটি ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অতিবাহিত করে মধ্যস্থতার জন্য ব্যবহার হওয়া উচিত।

ইয়োব মধ্যস্থতা করেছেন

ইয়োবকে বাইবেলের প্রাচীনতম বই হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ইয়োব একজন মধ্যস্থতাকারী ছিলেন।

যখন ইয়োবের উপর বিপর্যয় নেমে আসে, তখন তার বন্ধুরা এসেছিল, কিন্তু তারা তার সম্পর্কে মন্দ চিন্তা করেছিল, তার সমালোচনা করেছিল এবং তারা চিন্তা করছিল কেন এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে। তারা তার জন্য চিন্তা করল না, কিন্তু তার নিন্দা করল।

পরীক্ষার সময় শেষ হলে, ঈশ্বর তাদের একটি হোম নৈবেদ্য দিতে বলেন, এবং তারপর নিজেদেরকে নম্র করতে এবং তারা যার সমালোচনা করেছিলেন তার কাছে যান এবং তাদের জন্য মধ্যস্থতাকারী হওয়ার জন্য বললেন।

ইয়োব ৪২:৮-১০ অতএব তোমরা সাতটী বৃষ ও সাতটী মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত হোমবলি উৎসর্গ কর। আর আমার দাস ইয়োব তোমাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে; কারণ আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিব; নতুবা আমি তোমাদিগকে তোমাদের মূর্খতানুযায়ী প্রতিফল দিব; কেননা আমার দাস ইয়োবের ন্যায় তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ কথা বল নাই।

তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর গিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন; আর সদাপ্রভু ইয়োবকে গ্রাহ্য করিলেন।

পরে ইয়োব আপন বন্ধুগণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে সদাপ্রভু তাঁহার দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তন করিলেন; বস্তুতঃ সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব্ব সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন।

® আমাদের উদাহরণ

ইয়োব মধ্যস্থতাকারীর এক সুন্দর উদাহরণ। তিনি তার পরিবারের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। যখন কঠিন সময় এসেছিল এবং তিনি ঈশ্বরের কাজগুলি বুঝতে পারেননি, তবুও তিনি ঈশ্বরকে ধরে রেখেছিলেন। এ সময় তিনি লিখছেন,

ইয়োব ১৩:১৫ যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁহার অপেক্ষা করিব, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে আপন পথের সমর্থন করিব।

যদিও তার বন্ধুরা তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়ে তাকে অপমান করেছিল, তবুও তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অতঃপর ঈশ্বর তার হারানো সমস্ত কিছু দুইগুণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইয়োব এইজন্য তার বন্ধুদের ক্ষমা করেননি যাতে তিনি মহান আশীর্বাদ পেতে পারেন।বাক্য বলে যে, তিনি তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বর তার ক্ষতির দুইগুন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যখন আমাদের উপর যারা অন্যায় করেছে আমরা তাদের ক্ষমা করি এবং তাদের জন্য মধ্যস্থতা করি তখনি মহান আশীর্বাদ আমাদের কাছে আসে।

অব্রাহাম মধ্যস্থতা করেছিলেন

সদোম এবং ঘমোরা ধ্বংস করার আগে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে এসেছিলেন।

আদিপুস্তক ১৮:১৭, ১৮ তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যাহা করিব, তাহা কি অব্রাহাম হইতে লুকাইব? অব্রাহাম হইতে মহতী ও বলবতী এক জাতি উৎপন্ন হইবে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

তারপর ঈশ্বর তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

আদিপুস্তক ১৮:১৯-২১ কেননা আমি তাহাকে জানিয়াছি, যেন সে আপন ভাবী সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে, যেন তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে; এইরূপে সদাপ্রভু যেন অব্রাহামের বিষয়ে কথিত আপনার বাক্য সফল করেন।

পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সদোমের ও ঘমোরার ক্রন্দন আত্যন্তিক, এবং তাহাদের পাপ অতিশয় ভারী; আমি নীচে গিয়া দেখিব, আমার নিকটে আগত ক্রন্দনানুসারে তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না; যদি না করিয়া থাকে, তাহা জানিব।

তারপর অব্রাহাম নিকটে গিয়া বললেন, আপনি কি দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবেন? সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন, চল্লিশ জন, ত্রিশ জন, কুড়ি জন, দশ জন থাকে, তবে আপনি কি তথাকার সেই ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি দয়া না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবেন?

এবং ঈশ্বর তার কথায় সম্মত হয়ে বললেন, "দশ জনের অনুরোধে তাহা বিনষ্ট করিব না।"

কেন প্রভু শহর ধ্বংস করার আগে অব্রাহামের সাথে কথা বললেন? প্রকতপক্ষে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে তার ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্তৃত্বে কাজ করার জন্য পরিচালিত করেছিলেন যে এমন মানদণ্ড নির্ধারণ করবে অর্থাৎ শুধুমাত্র দশজন ধার্মিক লোক থাকলেও তিনি শহরগুলিকে বিনষ্ট করবে না।

আমরা স্বর্গদূতের কথার মধ্যে আব্রাহামের মধ্যস্থতার গুরুত্বকে দেখতে পাই।

আদিপুস্তক ১৯:২২ক শীঘ্রই ঐ স্থানে পলায়ন কর, কেননা তুমি ঐ স্থানে না পঁহুছিলে আমি কিছু করিতে পারি না।

® আমাদের উদাহরণ

বহু বছর আগে অব্রাহাম ও লোটের বিচ্ছেদ হয়েছিল। লোটের লোকেরা অব্রাহামের লোকেদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। লোটকে স্থান বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং সে নিজের জন্য উত্তম স্থানকে বেছে নিয়েছিল। লোট পাপের শহর সদোম এবং ঘমোরাকে বেছে নিয়েছিল। লোটের নিজের ভুলের কারণে তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটি তার ভুল সিদ্ধান্তের পরিনাম ছিল। তবে অব্রাহাম কি এটি ভুলে গিয়ে দুই শহরের মানুষের এবং লোটের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন? হ্যাঁ তিনি করেছিলেন।

মোশি মধ্যস্থতা করেছিল

মোশি যখন পর্বতে ঈশ্বরের সহিত ছিলেন তখন ইস্রায়েলীয়রা এক মহাপাপ করে বসল। তারা একটি সোনার বাছুর নির্মাণ করল এবং তার সম্মুখে প্রনিপ্রাত হয়ে তার আরাধনা করল।

যাত্রাপুস্তক ৩২:৭-১০ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তোমার যে লোকদিগকে তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে।আমি তাহাদিগকে যে পথে চলিবার আজ্ঞা দিয়াছি, তাহারা শীঘ্রই সেই পথ হইতে ফিরিয়াছে; তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং তাহার উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে ও বলিয়াছে, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। সদাপ্রভু মোশিকে আরও কহিলেন, আমি সেই লোকদিগকে দেখিলাম; দেখ, তাহারা শক্তগ্রীব জাতি, এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সংহার করি, আর তোমা হইতে এক বড় জাতি উৎপন্ন করি।

লক্ষ্য করুন ঈশ্বর আর তাদের 'তার লোক" বলে উল্লেখ করলেন না।

এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সংহার করি, আর তোমা হইতে এক বড় জাতি উৎপন্ন করি।

এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সংহার করি। কেন ঈশ্বর বললেন, "এখন তুমি ক্ষান্ত হও"।

ঈশ্বরের চিরন্তন উদ্দেশ্যে, তিনি মানবজাতিকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের এই পথিবী এবং এর সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। মোশির দ্বারা ঈশ্বর তার মানুষদের উদ্ধার করেছিলেন। মোশি একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, তার ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্তৃত্ব ব্যবহার করে ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য প্রার্থনা করার সময় "ঈশ্বর তাঁকে বলল তুমি ক্ষান্ত হও।

® মোশির হৃদয়ের আর্তনাদ

∑ **"তোমার লিখিত পুস্তক হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল"।**

ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েলের সন্তানদের ধ্বংস করতে চলেছেন। এই শুনে মোশির হৃদয়ের যন্ত্রণা আমাদের বোধ্য ক্ষমতার বাইরে। কি ছিল তার হৃদয়ের আর্তনাদ? "প্রভু যদি আপনি তাদের ক্ষমা করতে না পারেন তবে আপনার পুস্তক থেকে আমার নামটি কেটে ফেলুন।"

যাত্রাপুস্তক ৩২:৩২ আহা! এখন যদি ইহাদের পাপ ক্ষমা কর–; আর যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তক হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল।

ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকদের বাঁচতে দিলেন কিন্তু তিনি বললেন, "আমি তোমার মধ্যবর্তী হয়ে যাব না।"

যাত্রাপুস্তক ৩৩:২ক, ৩খ আমি তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া দিব, কিন্তু আমি তোমার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি; পাছে পথের মধ্যে তোমাকে সংহার করি।

∑ **"আমাদের এখানে ছেড়ে দিন"**

ঈশ্বর যখন মোশিকে বললেন যে তাঁর উপস্থিতি আর তাদের সাথে থাকবে না, তখন মোশির হৃদয়ের আর্তনাদ ছিল, "তাহলে আমাদের এখানে ছেড়ে দিন!" মোশি ঈশ্বরের উপস্থিতি ছাড়া কোথাও যেতে চাইছিল না।

যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৫ তাহাতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তোমার শ্রীমুখ যদি সঙ্গে না যান, তবে এখান হইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না।

® আমাদের উদাহরণ

মোশি আমাদের জন্য মধ্যস্থতার এক অসাধারণ উদাহরণ! লোকেরা তার নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিল। তারা সর্বসময়

অভিযোগ করেছিল এমনকি তাঁকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছিল। যখন ঈশ্বর বললেন তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং মোশির বংশ হতে নতুন দেশ উৎপন্ন করবেন। এর দ্বারা মোশির বংশধরেরা ঈশ্বরের মনোনীত বংশ হয়ে যেত। তার বংশধরেরা ঈশ্বরের এবং ইস্রায়েলের সন্তান হয়ে যেত। পাপী মানুষদের ধ্বংস হওয়া ঈশ্বরের কাছ থেকে তার আহ্বান এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকে নিশ্চিত করত। এটি প্রমাণ করত যে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তিনিই সঠিক ছিলেন।

কিন্তু এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করার পরিবর্তে, মোশি সেইসকল পাপী মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার মধ্যস্থতার কারণে ঈশ্বর সেইসব মনুষ্যদের বাঁচতে দিয়েছিলেন।

যিহিস্কেলের অভিযোগ

যিহিস্কেলের সময় ঈশ্বর মধ্যস্থতা করার জন্য একজন মানুষকে খুঁজছিলেন, কিন্তু কেউ এমন ছিল না।যিহিস্কেলের মাধ্যমে, প্রভু ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে একটি ভয়ানক অভিযোগের কথা বলেছিলেন যা আমাদের দিন এবং সময়ের জন্য এতটাই সত্য যে আমরা এই পাঠে সম্পূর্ণটাই অন্তর্ভুক্ত করেছি।

যিহিস্কেল ২২:২৩-৩১ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি দেশকে বল, তুমি এমন এক দেশ, যাহা পরিষ্কৃত হয় নাই ও ক্রোধের দিনে বৃষ্টিতে সিক্ত হয় নাই।

® ভাববাদীদের ষড়যন্ত্র

তথাকার ভাববাদিগণ তথায় চক্রান্ত করে; তাহারা এমন গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, যে মগ বিদারণ করে; তাহারা প্রাণীদিগকে গ্রাস করিয়াছে; তাহারা ধন ও বহুমূল্য বস্তু হরণ করে; তাহারা তথায় অনেক স্ত্রীকে বিধবা করিয়াছে।

® যাজকগণ আইনের অবাধ্য হয়েছে, পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে,

শুচি অশুচির কোন প্রভেদ শিক্ষা দেয় নি

তথাকার যাজকগণ আমার ব্যবস্থার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, ও আমার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করিয়াছে, পবিত্র ও সামান্যের কিছু বিশেষ রাখে নাই, শুচি অশুচির কোন প্রভেদ শিক্ষা দেয় নাই, ও আমার বিশ্রামদিন সকলের প্রতি চক্ষু মুদিয়াছে, আর আমি তাহাদের মধ্যে অপবিত্রীকৃত হইতেছি।

® কেন্দুয়ার ন্যায় অধ্যক্ষগণ

তথাকার অধ্যক্ষগণ তথায় এমন কেন্দ্রয়ার ন্যায়, যাহারা মগবিদারণ করে; তাহারা রক্তপাত করে, প্রাণ বিনাশ করে, যেন অন্যায় লাভ পাইতে পারে।

® ভাববাদিগণ অলীক দর্শন পায়, ও

তাহাদের জন্য মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র পড়ে

আর তথাকার ভাববাদিগণ তাহাদের জন্য কলি দিয়া ভিত্তি লেপন করিয়াছে, তাহারা অলীক দর্শন পায়, ও তাহাদের জন্য

মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র পড়ে; সদাপ্রভু কথা না কহিলেও তাহারা বলে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

® প্রজারা উপদ্রবি হয়েছে

দেশের প্রজারা ভারী উপদ্রব করিয়াছে, পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, এবং বিদেশীর প্রতি অন্যায়পূর্ব্বক উপদ্রব করিয়াছে।

® ঈশ্বর এক জন পুরুষকে অন্বেষণ করছেন

আর আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য তাহাদের মধ্যে এমন এক জন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে, কিন্তু পাইলাম না। এই জন্য আমি তাহাদের উপরে আপন রোষ ঢালিলাম; আমি আপন কোপাগ্নি দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিলাম; তাহাদের কার্য্যের ফল তাহাদের মস্তকে দিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

অব্রাহাম সদোম এবং ঘমোরার জন্য মধ্যস্থতা করেছিল। মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য মধ্যস্থতা করেছিল। কিন্তু যিহিস্কেলের সময়ে ঈশ্বর একজন মধ্যস্থতাকারীর অন্বেষণ করছিলেন যে এই দেশের ফাটলে দাঁড়াবে। কিন্তু সেখানে কেউ এমন ছিল না। ঈশ্বর এখনও এমন মধ্যস্থতাকারীর অন্বেষণ করছেন যারা তাদের প্রিয় মানুষদের, তাদের মণ্ডলীর, তাদের ভাববাদীর, যাজকদের এবং প্রশাসনের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করবে।

মধ্যস্থতা - আমাদের বিশেষাধিকার এবং দায়িত্ব

আত্মিক নেতাদের জন্য

আমাদের সুসমাচারের প্রচারকদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু একজন আত্মিক নেতার পতন হলে শয়তান অনেককে আঘাত করতে পারে, তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরও শক্তিশালী।আত্মিক নেতাদের জন্য আমাদের নিয়মিত প্রার্থনা করতে হবে।

® সাহসের সহিত পরিচর্যা করতে

পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের তার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন যাতে তিনি সাহসের সহিত প্রচার করতে পারেন। আমাদেরকেও আত্মিক নেতাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

ইফিষীয় ৬:১৯ সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি কর, যেন মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়, যাহাতে আমি সাহস পূর্ব্বক সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি।

® দ্বারসকল খোলার জন্য

তিনি কলসীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে তার জন্য বাক্যের দ্বার খোলার প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। আমরা আজও সেই প্রার্থনা করতে পারি।

কলসীয় ৪:৩ক আর তৎসঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাক্যের দ্বার খুলিয়া দেন।

® প্রভুর বাক্য গৌরবান্বিত হয়,
মন্দ লোকদের হইতে উদ্ধার হয়

তিনি থিসলনীকীয় মণ্ডলীকে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন যাতে প্রভুর বাক্য তাদের মধ্যে দ্রুতগতি এবং মহিমান্বিত হয় এবং তারা অশিষ্ট ও মন্দ লোকদের হইতে উদ্ধার পায়। আমাদের আত্মিক নেতাদের জন্য প্রার্থনা করার এটি হল আরেকটি বিষয়।

২থিসলনীকীয় ৩:১,২ক শেষকথা এই; হে ভ্রাতগণ, আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর; যেন, যেমন তোমাদের মধ্যে হইতেছে, তেমনি প্রভুর বাক্য দ্রুতগতি ও গৌরবান্বিত হয়, আর আমরা যেন অশিষ্ট ও মন্দ লোকদের হইতে উদ্ধার পাই।

® সদাচরণে জীবনযাপন করা

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক তাদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন যাতে তারা একটি ভাল বিবেকের সাথে সম্মানের সহিত বাঁচতে পারে। এটি আজ আমাদেরও প্রার্থনা হওয়া উচিত।

ইব্রীয় ১৩:১৮ আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, কেননা আমরা নিশ্চয় জানি, আমাদের সৎসংবেদ আছে, সর্ব্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি।

® আমাদের দায়িত্ব

এটি খ্রীষ্টের মণ্ডলীর একজন নেতার সম্পর্কে ছিল যে পাপে পতিত হয়েছিল। লোকেরা আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তারা হতাশ-আহত ছিল। তখন আমি এই বিষয়ে সম্পর্কে প্রভুর সাথে কথা বললাম, কিভাবে আমরা মানুষকে সাহায্য করতে পারি? ঈশ্বরের তাদের জন্য এবং আমার জন্য একটিই উত্তর দিলেন "তুমি তার দিকে তাকালে। তার কষ্ট বুঝলে, কিন্তু তুমি কতবার তার জন্য প্রার্থনা করেছিল?" ঈশ্বরের এই কথাগুলো আমি কখনো ভুলিনি। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নেতাদের জন্য প্রার্থনা করার দায়িত্ব হল আমাদের।

প্রশাসনিক নেতাদের জন্য

আমাদের প্রশাসনিক নেতাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে যাতে আমরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি।

১তিমথীয় ২:১-৪ আমার সর্ব্বপ্রথম নিবেদন এই, যেন সকল মনুষ্যের নিমিত্ত, বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, ধন্যবাদ করা হয়; [বিশেষতঃ] রাজাদের ও উচ্চপদস্থ সকলের নিমিত্ত; যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও ধীরতায় নিরুদ্বেগ ও প্রশান্ত জীবন যাপন করিতে পারি। তাহাই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সম্মুখে

উত্তম ও গ্রাহ্য; তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে।

যে ব্যক্তি তার দেশের জন্য প্রার্থনা করে সে প্রশাসনে থাকা ব্যক্তিদের চেয়েও বেশি কিছু অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের রবকে শুনে থাকেন।

২বংশাবলী ৭:১৩, ১৪ আমি যদি আকাশ রুদ্ধ করি, আর বৃষ্টি না হয়, কিম্বা দেশ বিনষ্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করি, অথবা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করি, আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

আমাদের শহরের জন্য

আমরা যেখানে বাস করি সেই শহরগুলির শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে, যা আমাদের মধ্যে শান্তিকে নিয়ে আসবে৷

যিরমিয় ২৯:৭ আর আমি তোমাদিগকে যে নগরে বন্দি করিয়া আনিয়াছি, তথাকার শান্তি চেষ্টা কর, ও সেখানকার নিমিত্ত সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর; কেননা সেখানকার শান্তিতে তোমাদের শান্তি হইবে।

যারা আমাদের উপর তাড়না করে

আমাদের উপর তাড়নাকারীর জন্য প্রার্থনা করার দ্বারা আমরা তাদের সত্যিকারের ক্ষমা করতে পারি।

মথি ৫:৪৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।

লূক ৬:২৮ যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও; যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও।

দেশের উন্নতির জন্য

যীশু শিষ্যদের কার্যকারীদের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন এবং তারপর তিনি তাদেরকে ফসল কাটার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন আমরা আন্তরিকভাবে একটি প্রয়োজনের জন্য মধ্যস্থতা করি, তখন অনেক সময় ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে উত্তরকে নিয়ে আসেন।

লূক ১০:২ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

গীতসংহিতা ২:৮ আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব, পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকারে আনিয়া দিব।

ইস্রায়েলের জন্য

ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের জন্য প্রার্থনার দ্বারা তাদের বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য সাথে বিশেষ আশীর্বাদকে নিয়ে আসে।

গীতসংহিতা ১২২:৬, ৭ তোমরা যিরূশালেমের শান্তি প্রার্থনা কর; যাহারা তোমাকে প্রেম করে, তাহাদের কল্যাণ হউক। তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হউক, তোমার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কল্যাণ হউক। আমার ভ্রাতাদের ও মিত্রগণের অনুরোধে আমি বলিব, তোমার মধ্যে শান্তি বর্ত্তুক।

নতুন বিশ্বাসীদের জন্য

নতুন বিশ্বাসীদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।

১থিষলনীকীয় ৩:৯, ১০ বাস্তবিক তোমাদের কারণ আমরা আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে সকল আনন্দে আনন্দ করি, তাহার প্রতিদান বলিয়া তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কি প্রকার ধন্যবাদ দিতে পারি? আমরা যেন তোমাদের মুখ দেখিতে পাই, এবং তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি সকল পূর্ণ করিতে পারি, এই জন্য রাত দিন অতিশয় প্রার্থনা করিতেছি।

সমস্ত ধার্মিকগণের জন্য

আমাদের বিশ্বের উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

ইফিষীয় ৬:১৮ সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক, সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি কর।

একে অপরের জন্য

যাকোব বলছেন, আমরা যেন আমাদের পাপ স্বীকার এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা করার দ্বারা নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

যাকোব ৫:১৬ অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।

অসুস্থদের জন্য

যাকোব ৫:১৪, ১৫ তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ

করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

আত্মায় দুর্বলদের জন্য

যারা কোন অপরাধ করে তাদের বিচার, সমালোচনা বা নিছক করুণা করার পরিবর্তে, আমাদের তাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

গালাতিয় ৬:১, ২ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মদ্নুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়। তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

বন্দীগণের জন্য

ইব্রীয় পুস্তকে আমরা পড়ি, আমরা যেন সহবন্দি জেনে বন্দিগণকে স্মরণ করি এবং, আমাদের দেহবাসী জেনে দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ করি।

ইব্রীয় ১৩:৩ আপনাদিগকে সহবন্দি জানিয়া বন্দিগণকে স্মরণ করিও, আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ করিও।

আমাদের জন্য

নিজের জন্য প্রার্থনা করা স্বার্থপরতা নয় কারণ আমরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হলে অন্যদের জন্য আশীর্বাদের কারন হয়ে উঠতে পারব।

১বংশাবলী ৪:১০ আর যাবেষ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ডাকিলেন, বলিলেন, আহা, তুমি সত্যই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার অধিকার বদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক; আর আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্য মন্দ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার যাচিত বিষয় দান করিলেন।

সারাংশ - ঈশ্বরের হৃদয় আর্তনাদ

ঈশ্বর প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে ভালবাসেন। তার আকাঙ্ক্ষা হল সবাই তাকে জানুক। আমরা যত বেশি তাকে জানব এবং তার সাথে সময় কাটাব, ততই আমরা আমাদের চারপাশের মানুষের জন্য তার হৃদয়ের আর্তনাদকে বুঝতে পারব।

বাইবেলের প্রাচীনতম পুস্তক ইয়োবের মাধ্যমে মধ্যস্থতা শুরু হয়েছিল। এটি অব্রাহাম, মোশি এবং যিহিস্কেলের দ্বারা কার্যকারী হয়েছিল। আজও, যীশু আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন। তিনি আমাদের মহাযাজক, আমাদের উকিল এবং আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য তাদের পরিবার, বন্ধু, মণ্ডলী, প্রতিবেশী, শহর, রাজ্য এবং দেশগুলির জন্য মধ্যস্থতাকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজও পরিবর্তিত হয়নি। আমরা সবাই ঈশ্বরের হৃদয় আর্তনাদকে উত্তর দিতে এবং এক পাপী লোকের

জন্য মধ্যস্থতাকারী হই, এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রকাশিত করি।

আমাদের চারপাশের সমস্যা, চাহদাগুলির জন্য অনবরত মধ্যস্থতা প্রার্থনার মধ্যে পরিচালিত হতে হবে। এটি আজ খ্রীস্টের দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বানগুলির মধ্যে একটি - আপনার চারপাশের লোকদের যত্ন নিন, তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে এবং ঈশ্বর আপনাকে যেরূপে পরিচালিত করেন সেইরুপে স্বাভাবিক ভাষায় তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলি

১। মধ্যস্থতা প্রার্থনার বিষয়ে আপনার সংজ্ঞা লিখুন।

২। মধ্যস্থতা প্রার্থনার ছয়টি ব্যবহারিক ধাপগুলি কি?

৩। তিনটি পরিস্থিতি লিখুন যেখানে প্রভু আপনাকে মধ্যস্থতা করার জন্য পরিচালিত করছেন। প্রার্থনায় দৃঢ়রুপে স্থির থাকার জন্য ঈশ্বরের বাক্য হতে কি প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে তা লিখুন।

দশম অধ্যায়

“তোমরা যদি আমাতে থাক”

যীশু বলেছেন,

যোহন ১৫:৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।

আমাদের প্রার্থনার বিষয়ে এটি ঈশ্বরের এক বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি, তবে এটি শর্তযুক্তও বটে। আমরা যা চাই তা যাচ্ঞা করার আগে অবশ্যই তাঁর মধ্যে থাকতে হবে এবং তাঁর বাক্য অবশ্যই আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। আসুন পিছনে ফিরে তাকাই এবং এই চমৎকার প্রতিশ্রুতির সাথে শেষ হওয়া এই অংশটিকে দেখি।

যোহন ১৫:৪-৭ আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না। কেহ যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায় ও সে শুকাইয়া যায়; এবং লোকে সেগুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর সে সকল পুড়িয়া যায়। তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।

আমরা কিভাবে যীশুতে থাকতে পারি? প্রতিদিনের ভিত্তিতে, কীভাবে এটি সম্পন্ন হতে পারে?

তাহাতে থাকা

মোশি ঈশ্বরকে জানতেন, তিনি ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন। ইসরায়েলের অন্য দেবতা - সোনার বাছুরের আরাধনা করার ভয়ঙ্কর পাপের পরে মোশির কার্যাবলী থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। ইস্রায়েলিয়দের প্রতি তার মনোভাব নিন্দার ছিল না - কিন্তু এমন এক যন্ত্রণার ছিল যা আমাদের বোধগম্যতার বাইরে।

পাপের কারণে, ঈশ্বরের মহিমা ইস্রায়েলের শিবির ছেড়ে চলে গেল। ঈশ্বর তাদের মধ্যবর্তী রইলেন না, পাছে তিনি তাদের গ্রাস করেন। ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়। ঈশ্বর পাপের সহিত সহাবস্থান করতে পারেন না। এটা তাঁর স্বভাবের পরিপন্থী।

কতজন নিজেকে এবং অন্যদেরকে এই ভেবে প্রতারিত করে যে তাদের পাপ করুণা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে? তারা যাই করুক না কেন, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করবেন এবং সবকিছু আগের মতো হয়ে যাবে। এটা সত্য নয়। যীশু বললেন,

মথি ৬:২৪ক কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম

করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে।

তাম্বুর বাহিরে আসা

মানুষের পাপের কারণে, ঈশ্বর চলে গিয়েছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে, মোশিও তাই করেছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে তার তাম্বুকে শিবিরের বাহিরে সরিয়ে নিলেন। তিনি নিজেকে ইস্রায়েলিয়দের পাপের অংশ হতে দেননি। তিনি সরে আসলেন এর অর্থ এই নয় যে তিনি ইস্রায়েলিয়দের ভালোবাসতেন না। তিনি তাদের জন্য তার অনন্ত জীবনকে ছেড়ে দিতেও রাজি ছিলেন। তিনি তাম্বু থেকে সরে এসেছিলেন যাতে তিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারেন।

যাত্রাপুস্তক ৩৩:৭ক, ৯,১১ক আর মোশি তাম্বু লইয়া শিবিরের বাহিরে ও শিবির হইতে দূরে স্থাপন করিলেন।

আর মোশি তাম্বুতে প্রবেশ করিলে পর মেঘস্তম্ভ নামিয়া তাম্বুর দ্বারে অবস্থিতি করিত, এবং [সদাপ্রভু] মোশির সহিত আলাপ করিতেন।

আর মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করিতেন।

আজ, পাপের কারণে ঈশ্বরের মহিমা অনেক ব্যক্তি, সেবাকার্য এবং মণ্ডলী থেকে দূরে চলে গেছে। ঈশ্বর এমন ব্যক্তিদের অন্বেষণ করছেন যারা মোশির মতোই শিবিরের বাইরে বেরিয়ে আসবে। তিনি এমন ব্যক্তিদের সন্ধান করছেন যারা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করবে। তিনি এমন ব্যক্তিদের সন্ধান করছেন যারা বুঝতে পারে যে সত্য ঈশ্বর কে, এবং তারা তার প্রার্থনা এবং উপাসনা করবে। তিনি তাদের খুঁজছেন যারা দৌড়ে দৌড়ানোর জন্য প্রতিটি বাধাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

ইব্রীয় ১২:১-৪ অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ি; বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

তাঁহাকেই আলোচনা কর, যিনি আপনার বিরুদ্ধে পাপিগণের এমন প্রতিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, যেন প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও। তোমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এখনও রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই।

মূল্য প্রদান করতে হবে

নতুন জন্মের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হতে পারি।

১করিন্থীয় ৬:১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।

ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হবার জন্য এক মূল্য প্রদান করতে হয় - অর্থাৎ তাহাতে থাকতে হয়।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন, আমরা যেন জগত হতে বাহির হয়ে, পৃথক্ হতে পারি।

২করিন্থীয় ৬:১৬, ১৭ আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।" অতএব, "তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক্ হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব।

প্রার্থনা এবং মহিমার দ্বারা তার মধ্যে থাকা

প্রার্থনার ধরন কিরুপ? কীভাবে আমরা কম কথা বলার দ্বারা একত্রিতভাবে প্রার্থনা করতে পারি? আমরা কি দাঁড়িয়ে বা নতজানু হয়ে, এবং চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করি? "কিভাবে আমরা প্রার্থনা করব ঈশ্বর আমাদের দেখিয়ে দেন!"

দৈহিক অবস্থান

আমাদের দৈহিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমরা দাঁড়িয়ে, হাঁটু গেড়ে বা গড় হয়েও প্রার্থনা করতে পারি। আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করতেও পারি বা খোলা রাখতে পারি। আমরা আমাদের সামনে আমাদের নোটবুক নিয়ে একটি টেবিলে বসতে পারি। আমরা একটি অন্ধকার স্থানে বসেও প্রার্থনা করতে পারি। আমরা উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতে পারি আবার নীরবেও প্রার্থনা করতে পারি। আমরা কয়েক ঘন্টা বা মিনিটের জন্যও প্রার্থনা করতে পারি।

ঈশ্বর বৈচিত্র্যময় ঈশ্বর! আমার জন্য যা সঠিক, আপনার জন্য তা সঠিক নাও হতে পারে। আজ যা ঠিক, কাল ঠিক নাও হতে পারে। একটি অবস্থান মধ্যস্থতার জন্য সঠিক হতে পারে আবার যুদ্ধের জন্য অন্যটি সঠিক হতে পারে।

নিজেকে "একটি স্থানে বদ্ধ!" হতে দেবেন না। আপনি যদি কেবল আপনার ব্যক্তিগত ঘরে বা অন্য যেখানেই প্রার্থনা করার অভ্যাস করে থাকেন, তাহলে হয়ত অনেক সময় আপনি প্রার্থনার দুর্দান্ত, দরকারী সময় নষ্ট করবেন। কারন অনেক সময় বহু কারণের জন্য আমাদের পছন্দসই জায়গায় প্রার্থনা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না তাই আমাদের সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমাদের শারীরিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা পুরো হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের দেহকে আমাদের আত্মার উপর যেন শাসন করতে না দিই।

তার উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করা

আরাধনায় প্রবেশ করার মতই আমরা প্রার্থনায় প্রবেশ করি। আমরা এর দ্বারা তার উপস্থিতিতে প্রবেশ করি। দাউদ ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

গীতসংহিতা ১০০:৪ তোমরা স্তব সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর,

প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর; তাঁহার স্তব কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর।

আমরা ধন্যবাদ সহকারে তার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করি, এমনকি তার নামের ধন্যবাদ করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের মহাপবিত্রতমস্থানে যেতে পারি। যখন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, এবং এমনকি প্রশংসা করি, তখন আমাদের আবেদন, চাহিদা, অনুরোধগুলি আমাদের মনের মধ্যে রয়ে যায়। কিন্তু যখন আমরা স্বর্গের সিংহাসনের দ্বারে প্রবেশ করি তখন আমরা সমস্ত চাহিদাসকল ভুলে গিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করি।.

আমরা যতটা হৃদয় দিয়ে চাইব ততই আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতির গভীরে প্রবেশ করতে পারব। - কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে কোনো পাপ থাকতে পারে না। তাই আমরা যেন শুচিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে তার উপস্থিতিতে আসতে পারি।

আমরা কিভাবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিতে পারি? আমরা কিভাবে তার প্রশংসা করতে পারি? কিভাবে তাঁর আরাধনা করতে পারি? পরবর্তী বিভাগগুলি অধ্যয়ন করার সাথে সাথে আপনার আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে দিন। ধন্যবাদ, প্রশংসা এবং আরাধনার দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসার অনুভব করুন।

ধন্যবাদ

ধন্যবাদজ্ঞাপন হল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক রূপ; ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এটি ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহের জন্য বিশ্বাসীদের হৃদয়ের এক আনন্দউচ্ছ্বাস। ধন্যবাদজ্ঞাপন হল তাঁর মধ্যে থাকার এক উপায়।

ধন্যবাদজ্ঞাপন শুধু নামমাত্র ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নয়। যেমন একজন অজানা বিশ্বাসী বলেছেন, "প্রার্থনার উত্তর পেয়ে যাওয়ার পর, প্রশংসা বা ধন্যবাদ দিতে কখনও ভুলে যাবেন না। কারণ "অকৃতজ্ঞ হৃদয়ের দরজায় পরাজিত শত্রু এখনও দণ্ডায়মান রয়েছে!"

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

২করিন্থীয় ৯:১৫ ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

দাউদের মত ধন্যবাদজ্ঞাপন করুন,

গীতসংহিতা ১১৮:১ সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,

তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

গীতসংহিতা ১০৭:৮ লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,

মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত।

দুঃখের দিনেও আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। কষ্টের দিনেও আমরা যীশুর প্রশংসা এবং ধন্যবাদ করি। প্রেরিত পিতর লিখেছেন,

১পিতর ১:৬, ৭ অতএব তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন?

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্ত্তৃত্বের অধীন রাখিয়াছেন, তাহা তোমাদের জানিবার বিষয় নয়।

ধন্যবাদজ্ঞাপন আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাসে পূর্ণ করে। এটা আমাদের প্রার্থনার উত্তরকে ত্বরান্বিত করে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সময় কাটানোর একটি চমৎকার উপায় হল ঈশ্বরের কাছে আপনার প্রার্থনা হিসাবে গীতসংহিতার গীতগুলিকে পাঠ করা।

প্রশংসা

ঈশ্বরের মধ্যে থাকার আরেকটি উপায় হল তাঁর প্রশংসা করা। প্রশংসা হল অনুমোদন, শ্লাঘা অথবা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এক অভিব্যক্তি। অর্থাৎ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অদ্ভুত আশীর্বাদের জন্য তাকে গৌরব, প্রশংসা এবং মহিমান্বিত করা।

দাউদ ঈশ্বরের প্রশংসার গুরুত্বকে জানতেন কারণ তিনি ছিলেন একজন সত্য ঈশ্বরের প্রশংসাকারী। আসুন দাউদের মত আমরাও ঈশ্বরের প্রশংসায় সময় অতিবাহিত করি।

তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;

সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর,

হে সদাপ্রভুর দাসগণ, তোমরা প্রশংসা কর;

গীতসংহিতা ১৩৫:১

আমি সর্ব্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব;

তাঁহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে।

গীতসংহিতা ৩৪:১

কিন্তু আমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব,

এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত করিব।

তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। গীতসংহিতা ১১৫:১৮

লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়া প্রযুক্ত,

মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত!

তাহারা প্রজা-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করুক,

প্রাচীনদের সভাতে তাঁহার প্রশংসা করুক।

গীতসংহিতা ১০৭:৩১-৩২

আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসা করুক,
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্ব জঙ্গম প্রশংসা করুক।
গীতসংহিতা ৬৯:৩৪
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
স্বর্গ হইতে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;
ঊর্দ্ধস্থানে তাঁহার প্রশংসা কর।
হে তাঁহার সমস্ত দূত, তাঁহার প্রশংসা কর;
হে তাঁহার সমস্ত বাহিনি, তাঁহার প্রশংসা কর।
হে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর;
হে দীপ্তিময় সমস্ত তারা, তাঁহার প্রশংসা কর।
হে স্বর্গের স্বর্গ, তাঁহার প্রশংসা কর।
হে আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্থিত জলসমূহ, তোমরাও তাঁহার প্রশংসা কর।
ইহারা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর ইহারা সৃষ্ট হইল;
গীতসংহিতা ১৪৮:১-৫
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাঁহার প্রশংসা কর;
তাঁহার শক্তির বিতানে তাঁহার প্রশংসা কর।
তাঁহার পরাক্রম-কার্য্য সকলের জন্য তাঁহার প্রশংসা কর;
তাঁহার মহিমার বাহুল্যানুসারে তাঁহার প্রশংসা কর।
তূরীধ্বনি-সহ তাঁহার প্রশংসা কর;
নেবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার প্রশংসা কর।
তবল ও নৃত্যযোগে তাঁহার প্রশংসা কর;
তারযুক্ত যন্ত্রে ও বংশীতে তাঁহার প্রশংসা কর;
সুশ্রাব্য করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর;
উচ্চধ্বনি করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর।
শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। গীতসংহিতা ১৫০:১-৬

আরাধনা

তার মধ্যে থাকার সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল আরাধনা। আরাধনার হল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করা। তার সিংহাসনের সম্মুখে আসা।

আরাধনা শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কার্য এবং মনোভাব। তাঁর সম্মুখে গভীর নম্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে অন্তর্নিহিত আত্মাকে নত করাই হল উপাসনা। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং উপলব্ধিতে ভরা হৃদয় হতে সত্যিকারের আরাধনা আসে।

আরাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ মূল্য এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। আরাধনার দ্বারা আমরা তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা এবং তাঁর নামের শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মান করে থাকি। দাউদের সহিত আমরা সম্মত, যখন তিনি লিখছেন,

গীতসংহিতা ৩৪:১, ৩ আমি সর্ব্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব; তাঁহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে। আমার প্রাণ সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে; তাহা শুনিয়া নম্রগণ আনন্দিত হইবে। আমার সহিত সদাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন কর; আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা করি।

গীতসংহিতা ১৪৮:১৩ সকলে সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক, কেননা কেবল তাঁহারই নাম উন্নত, তাঁহার প্রভা পৃথিবীর ও স্বর্গের উপরিস্থ।

গীতসংহিতা ৮:১ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত। তুমি আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ।

আরাধনা এক মিষ্ট পরিভাষা। প্রভু যীশু, যিনি তার মূল্যবান রক্ত দিয়ে আমাদের উদ্ধার করেছেন তাকে আমরা আরাধনার সহিত প্রশংসা করি। আমারা আরাধনা করার দ্বারা স্বর্গদূতদের সহিত মিলিত হই যারা তার সম্মুখে নতজানু হয়ে উচ্চস্বরে বলে,

প্রকাশিত বাক্য ৫:১২খ মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন,

তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য।'

বিনাবাক্য বলেও আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি। নিরবতার সহিত আমরা ঈশ্বরের মহানতা এবং মহিমার ধ্যান করতে পারি। ইয়োব পুস্তকে আমরা যেমন পড়ি,

ইয়োব ৩৭:১৪ হে ইয়োব, আপনি ইহাতে কর্ণপাত করুন, স্থির থাকুন, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল বিবেচনা করুন।

আমরা সৃষ্টির বিস্ময়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি। আমরা পরাক্রমশালী পর্বতমালা, সমুদ্রের গর্জনকারী ঢেউ, রাতের আকাশকে সজ্জিত করে এমন নক্ষত্ররাজি দেখে আশ্চর্য হতে পারি। যা এই মহান গানটির লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে।

হে প্রভু আমার ঈশ্বর,

আমি যখন আশ্চর্য বিস্ময়ে,

তোমার হাতে গড়া সমস্ত জগৎকে বিবেচনা করি;

আমি নক্ষত্ররাজি দেখি,

আমি মেঘের গর্জন শুনতে পাই,

সারা বিশ্ব জুড়ে তোমার শক্তি প্রদর্শিত হয়ে থাকে,

তখন আমার আত্মা, আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কাছে গান গায়;

কত মহান তোমার শিল্পকাজ! কত মহান তোমার শিল্পকাজ!

উপরিক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপন এবং প্রশংসার অংশটি, উইলসন মামবোলের লেখা মীটিং উইথ গড- প্রেয়ারস ডিপেস্ট মিনিং হতে নেওয়া হয়েছে।

প্রার্থনা এবং আরাধনার শক্তি

দুটি জিনিস আমাদের ক্রমাগত করতে আদেশ করা হয়েছে। তা হল নিরন্তর প্রার্থনা করা এবং অবিরাম ঈশ্বরের প্রশংসা করা।

যীশু বলেছেন,

লুক ১৮:১খ তাঁহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত।

লুক ২১:৩৬ক কিন্তু তোমরা সর্ব্বসময়ে জাগিয়া থাকিও এবং প্রার্থনা করিও।

পৌল লিখেছেন,

রোমীয় ১:৯খ আমি নিরন্তর প্রার্থনায় তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি।

১থিষলনীকীয় ২:১৩ক আর এই জন্য আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে।

২তীমথিয় ১:৩খ আমার বিনতিতে সতত তোমাকে স্মরণ করিতেছি।

২থিষলনীকীয় ১:১১ক এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদা এই প্রার্থনাও করিতেছি।

১থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৮ সতত আনন্দ কর; অবিরত প্রার্থনা কর; সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

তারা এক না হলে কিভাবে আমরা একই সাথে দুটি জিনিস করতে পারব?

বলা হয় যে আমরা যদি প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করি, তবে দেহের মেটাবলিজম ত্বরান্বিত হবে এবং সারাদিন কাজের সময় আমাদের শরীর সেই ব্যায়ামের সুফল পেতে থাকবে। প্রার্থনা এবং প্রশংসার আমাদের আত্মায় একই প্রভাব রয়েছে। আমরা যদি প্রার্থনা এবং প্রশংসার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আলাদা করে রাখি তবে আমাদের আত্মা সারাদিন প্রার্থনা এবং প্রশংসা করতে থাকবে।

যিহোশাফট তিনটি সৈন্যদলের মোকাবিলা করল

প্রার্থনা এবং প্রশংসার শক্তির এক অসাধরন উদাহরন হল যিহোশাফট। তিনটি দেশের রাজা যখন তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হল স্বাভাবিক তখন তার আশাহীন পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু যিহোশাফট এই পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপবাস প্রার্থনা করলেন।

® সে প্রার্থনা করল

২বংশাবলী ২০:৩, ৫ -১২ তাহাতে যিহোশাফট ভীত হইয়া সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিহূদার সর্ব্বত্র উপবাস ঘোষণা করাইয়া দিলেন।

পরে যিহোশাফট সদাপ্রভুর গৃহে নূতন প্রাঙ্গণের সম্মুখে যিহূদার ও যিরূশালেমের সমাজের মধ্যে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, হে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি কি স্বর্গস্থ ঈশ্বর নহ? তুমি কি জাতিগণের সমস্ত রাজ্যের কর্ত্তা নহ? আর শক্তি ও পরাক্রম তোমারই হস্তে, তোমার বিপক্ষে দাঁড়াইতে কাহারও সাধ্য নাই। হে আমাদের ঈশ্বর, তুমিই কি আপন প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে এই দেশের নিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত কর নাই? এবং তোমার মিত্র অব্রাহামের বংশকে চিরকালের জন্য কি এই দেশ দেও নাই? আর তাহারা এই দেশে বসতি করিয়াছে, এবং এই দেশে তোমার নামের জন্য এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিয়া বলিয়াছে, খড়্গ, কি বিচারসিদ্ধ দণ্ড, কি মহামারী, কি দুর্ভিক্ষস্বরূপ অমঙ্গল যখন আমাদের প্রতি ঘটিবে, তখন আমরা এই গৃহের সম্মুখে, তোমারই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব–কেননা এই গৃহে তোমার নাম আছে,–এবং আমাদের সঙ্কটে আমরা তোমার কাছে ক্রন্দন করিব, তাহাতে তুমি তাহা শুনিয়া নিস্তার করিবে।

আর এখন দেখ, অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ এবং সেয়ীর পর্ব্বতনিবাসীরা, যাহাদের দেশে তুমি ইস্রায়েলকে মিসর দেশ হইতে আসিবার সময়ে প্রবেশ করিতে দেও নাই, কিন্তু ইহারা উহাদের নিকট হইতে অন্য পথে গিয়াছিল, উহাদিগকে বিনষ্ট করে নাই; দেখ, উহারা আমাদের কিরূপ অপকার করিতেছে; তুমি যাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে দিয়াছ, তোমার সেই অধিকার হইতে আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতে আসিতেছে। হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি উহাদের বিচার করিবে না? আমাদের বিরুদ্ধে ঐ যে বৃহৎ দল আসিতেছে, উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের ত নিজের কোন সামর্থ্য নাই; কি করিতে হইবে, তাহাও আমরা জানি না; আমরা কেবল তোমার দিকে চাহিয়া আছি।

যিহোশাফটের প্রার্থনা লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে ঈশ্বরের আশ্চর্যকাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন, "ঈশ্বর তুমি আমাদের এই দেশ দিয়েছ" এই পরজাতিদের জীবিত রেখে আমরা তোমার বাধ্য হয়েছি"। সৎ স্বীকারোক্তির দ্বারা তিনি তার প্রার্থনা শেষ করলেন, "কি করিতে হইবে, তাহাও আমরা জানি না; আমরা কেবল তোমার দিকে চাহিয়া আছি"।

® ঈশ্বর উত্তর দিলেন

ঈশ্বর যহসীয়েলের মাধ্যমে উত্তর দিলেন।

২বংশাবলী ২০:১৫খ-১৭ আর হে মহারাজ যিহোশাফট, শ্রবণ কর; সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা ঐ বহৎ লোকসমারোহ হইতে ভীত কি নিরাশ হইও না, কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। তোমরা কল্য উহাদের বিরুদ্ধে নামিয়া যাও; দেখ, তাহারা সীস নামক আরোহণ-স্থান দিয়া আসিতেছে; তোমরা যিরূয়েল প্রান্তরের সম্মুখে উপত্যকার

অন্তভাগে তাহাদিগকে পাইবে। এবার তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না; হে যিহূদা ও যিরূশালেম, তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হও, দাঁড়াইয়া থাক, আর তোমাদের সহবর্ত্তী সদাপ্রভু যে নিস্তার করিবেন, তাহা দেখ; ভীত কি নিরাশ হইও না; কল্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা কর; কেননা সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী।

® নিজেকে প্রস্তুত করুন

যহসীয়েল বলল, "নিজেদেরকে প্রস্তুত কর" দাঁড়াইয়া থাক এবং সদাপ্রভুর পরিত্রাণকে দেখ"। কোন অবস্থান তিনি এবং অন্যরা নিয়েছিল? তারা নতজানু হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করল এবং তার ধন্যবাদ দিল।

২বংশাবলী ২০:১৮, ১৯ তখন যিহোশাফট ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম-নিবাসিগণ সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিতে সদাপ্রভুর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইল। পরে কহাৎ-বংশজাত ও কোরহ-বংশজাত লেবীয়েরা অতি উচ্চৈঃস্বরে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

® ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন

পরের দিন সকালে যিহোশাফট ঈশ্বরের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সে আর সমস্যার জন্য চিন্তিত ছিল না। সে লোকেদের মনে ঈশ্বরের বিশ্বাসকে স্থাপন করল এবং সৈন্য-শ্রেণীর অগ্রে অগ্রে গিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত ও পবিত্র শোভায় প্রশংসা করল, এবং এই কথা বলল "সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী"।

২বংশাবলী ২০:২০, ২১ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া তকোয় প্রান্তরে যাত্রা করিল; তাহাদের যাত্রাকালে যিহোশাফট দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে যিহূদা, হে যিরূশালেম-নিবাসিগণ, আমার কথা শুন; তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে সুস্থির হইবে; তাঁহার ভাববাদিগণে বিশ্বাস কর, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে।

® ঈশ্বরের স্তুতি এবং প্রশংসা করুন

আর তিনি লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া লোক নিযুক্ত করিলেন, [যেন তাহারা] সৈন্য-শ্রেণীর অগ্রে অগ্রে গিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত ও পবিত্র শোভায় প্রশংসা করে, এবং এই কথা বলে,–"সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী"।

® শত্রুরা নিজেরাই পরাস্ত হয়ে গেল

২বংশাবলী ২০:২২, ২৪ যখন তাহারা আনন্দগান ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সদাপ্রভু যিহূদার বিরুদ্ধে আগত অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণের ও সেয়ীর পর্ব্বতীয় লোকদের বিরুদ্ধে লুক্কায়িত সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে তাহারা পরাহত হইল। তখন যিহূদার লোকেরা প্রান্তরের প্রহরিদুর্গে উপস্থিত হইয়া লোকসমারোহের প্রতি দৃষ্টপাত করিল,

আর দেখ, ভূমিতে কেবলমাত্র শব পতিত আছে, কেহই পলাইয়া বাঁচে নাই।

এলিয় এবং বাল দেবতার পুরোহিতগণ

স্বর্গ থেকে অগ্নি নেমে এসে এলিয়ের উৎসর্গকে গ্রাস করার দ্বারা ঈশ্বরের চরম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছিল। বালের পুরোহিতদের সহিত প্রতিযোগিতার সময় করা এলিয়ের প্রার্থনাটি মনে করুন।

১রাজাবলী ১৮:৩৬খ, ৩৭ "হে সদাপ্রভু, অব্রাহামের, ইসহাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অদ্য জানাইয়া দেও যে, ইস্রায়েলের মধ্যে তুমিই ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, ও তোমার বাক্যানুসারেই এই সকল কর্ম্ম করিলাম। হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও, আমাকে উত্তর দেও; যেন এই লোকেরা জানিতে পারে যে, হে সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই ইহাদের হৃদয় ফিরাইয়া আনিয়াছ।

এলিয় ঈশ্বরের পরিচয়কে তুলে ধরলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তার বিপক্ষের পুরোহিতদের বিষয়ে তিনি একটিও কথা বলেন নী। তিনি সমস্যার জন্যও প্রার্থনাও করেন নি এমনকি তিনি স্বর্গ হতে অগ্নি নেমে আসার বিষয়েও কিছু বলেননি। ঈশ্বরের প্রতি এলিয়ের অটুট বিশ্বাস ছিল এবং সে জানত ঈশ্বর তার পরিস্থিতি কে জানেন।এলিয় একটি সাধারন প্রার্থনা করলেন এবং ঈশ্বর তার উত্তর দিলেন।

মাছের পেট হতে ধন্যবাদজ্ঞাপন

মাছের পেট হতে যোনার প্রার্থনাকে আমরা জানি। এটি এক সুন্দর, সৎ, হৃদয়-বিদারক প্রার্থনা। যোনা প্রার্থনা করলেন এবং ঈশ্বর তাকে যে দেশে পাঠিয়েছিলেন সেখানে মাছটি তাকে বমি করে উগড়ে দিল। এটি হল এক ঈশ্বরীয় ক্ষমতার প্রদর্শন।

যোনা ২:১-৯ তখন যোনা ঐ মৎস্যের উদরে থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন, আমি সঙ্কট প্রযুক্ত সদাপ্রভুকে ডাকিলাম, আর তিনি আমাকে উত্তর দিলেন; আমি পাতালের উদর হইতে আর্ত্তনাদ করিলাম, তুমি আমার রব শ্রবণ করিলে। তুমি আমাকে অগাধ জলে, সমুদ্র-গর্ভে, নিক্ষেপ করিলে, আর স্রোত আমাকে বেষ্টন করিল, তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ, আমার উপর দিয়া গেল। আমি কহিলাম, আমি তোমার নয়নগোচর হইতে দূরীভূত, তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব। জলরাশি আমাকে ঘেরিল, প্রাণ পর্য্যন্ত উঠিল, জলধি আমাকে বেষ্টন করিল, মৃণাল আমার মস্তকে জড়াইল। আমি পর্ব্বতগণের মূল পর্য্যন্ত নামিয়া গেলাম; আমার পশ্চাতে পৃথিবীর অর্গল সকল চিরতরে বদ্ধ হইল; তথাপি, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রাণকে কূপ হইতে উঠাইলে। আমার মধ্যে প্রাণ অবসন্ন হইলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করিলাম, আর আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে, তোমার পবিত্র মন্দিরে, উপস্থিত হইল। যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে, তাহারা নিজ দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে; কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবধ্বনি সহ বলিদান করিব;

আমি যে মানত করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব; পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে।

লক্ষ্য করুন সে প্রথমে "আমি সদাপ্রভুর কাছে আর্তনাদ করিলাম" বলে শুরু করল এবং তারপর, "হে আমার ঈশ্বর" বলল। মাছের পেট হতে সে এক ভাববানী করল, "আমি তোমার নয়নগোচর হইতে দূরীভূত, তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব।" সে আরও বলল, "কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবধ্বনি সহ বলিদান করিব।

দাউদ প্রশংসা সহকারে প্রার্থনা করেছিলেন

ছোট্ট অজানা এক রাখাল ছেলে বড় হয়ে এক দৈত্যকে হত্যা করল এবং তারপরে দেশের পর দেশ জয় করে ইস্রায়েলের রাজা হয়েছিল। দাউদের জীবন ছিল প্রশংসার এবং শক্তির। দাউদ ঈশ্বরের প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন। গীতসংহিতা পুস্তকটি প্রশংসা এবং প্রার্থনায় পূর্ণ। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরতে পারি।

® যখন অবসালোম তার বিরুদ্ধে হল

গীতসংহিতা ৩:৩-৫ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল, আমার গৌরব, ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী। আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি, আর তিনি আপন পবিত্র পর্ব্বত হইতে আমাকে উত্তর দেন। সেলা।আমি শয়ন করিলাম ও নিদ্রা গেলাম, আমি জাগ্রৎ হইলাম; কারণ সদাপ্রভু আমাকে ধারণ করেন।

® ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও

গীতসংহিতা ৪:১ হে আমার ধার্ম্মিকতার ঈশ্বর, আমি ডাকিলে আমাকে উত্তর দেও। সঙ্কটে তুমি আমাকে মনের প্রশস্ততা দিয়াছ; আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শুন।

® আমার বাক্যে কর্ণপাত কর

গীতসংহিতা ৫:১-৩ হে সদাপ্রভু, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, আমার কাকূক্তিতে মনোযোগ কর। মম রাজন্, মম ঈশ্বর, মম আর্ত্তনাদের রব শুন, কেননা আমি তোমারই কাছে প্রার্থনা করিতেছি। সদাপ্রভু, প্রাতঃকালে তুমি আমার রব শুনিবে; প্রাতে আমি তোমার উদ্দেশে [প্রার্থনা] সাজাইয়া চাহিয়া থাকিব।

® আমাকে উদ্ধার কর

গীতসংহিতা ৭:১ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি; আমার সকল তাড়নাকারী হইতে আমাকে নিস্তার কর, আমাকে উদ্ধার কর।

® আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না

গীতসংহিতা ২৫:১-৫ সদাপ্রভু, তোমারই দিকে আমি নিজ প্রাণ উত্তোলন করি। হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না; আমার শত্রুগণ আমার উপরে

উল্লাস না করুক। যে সকল লোক তোমার অপেক্ষা করে, তাহারা লজ্জিত হইবে না; যাহারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহারাই লজ্জিত হইবে। সদাপ্রভু, তোমার পথ সকল আমাকে জ্ঞাত কর; তোমার পন্থা সকল আমাকে বুঝাইয়া দেও। তোমার সত্যে আমাকে চালাও, আমাকে শিক্ষা দেও, কেননা তুমিই আমার ত্রাণেশ্বর; আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষায় থাকি।

গীতসংহিতা ৩১:১-৩ সদাপ্রভু, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি; আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না; তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে রক্ষা কর। আমার দিকে কর্ণপাত কর; সত্বর আমাকে উদ্ধার কর; আমার দৃঢ় শৈল হও, আমার ত্রাণার্থক দুর্গগৃহ হও। কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ; অতএব তোমার নামের অনুরোধে আমাকে পথ দেখাইয়া গমন করাও।

® তিনি আমার আর্ত্তনাদ শুনিলেন

গীতসংহিতা ৪০:১-৩ আমি ধৈর্য্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতে ছিলাম, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার আর্ত্তনাদ শুনিলেন। তিনি বিনাশের গর্ত্ত হইতে, পঙ্কময় ভূমি হইতে, আমাকে তুলিলেন, তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন, আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন। তিনি আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের ঈশ্বরের স্তব দিলেন; অনেকে ইহা দেখিবে, ভীত হইবে, ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে।

® ঈশ্বরের জন্য প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত

গীতসংহিতা ৪২:১, ২ হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত। আমি কখন আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব?

® আমার প্রতি কৃপা কর

গীতসংহিতা ৫৭:১-৩ আমার প্রতি কৃপা কর, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কেননা আমার প্রাণ তোমার শরণাগত; তোমার পক্ষের ছায়ায় আমি শরণ লইব, যে পর্য্যন্ত এই সব দুর্দ্দশা অতীত না হয়। আমি পরাৎপর ঈশ্বরকে ডাকিব, আমার জন্য কার্য্যসাধক ঈশ্বরকেই ডাকিব। তিনি স্বর্গ হইতে দূত প্রেরণ করিয়া আমাকে নিস্তার করিবেন, আমার গ্রাসকারীর তিরস্কার কালে করিবেন; সেলা। ঈশ্বর আপন দয়া ও সত্য প্রেরণ করিবেন।

® আমাকে উদ্ধার কর

গীতসংহিতা ৭১:১-৩ সদাপ্রভু, আমি তোমার শরণ লইয়াছি; আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না। তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর; আমার দিকে কর্ণপাত কর, আমাকে ত্রাণ কর। তুমি আমার বসতির শৈল হও, যেখানে আমি নিত্য যাইতে পারি; তুমি আমার পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছ; কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ।

খ্রীষ্টে সংযুক্ত হলে, আমরা ঈশ্বরের উপাসক হয়ে যাই। যখন আমরা মহাপবিত্র স্থানে তাঁর উপস্থিতির অন্তরঙ্গতায় বাস করি, তখন আমরা পরাৎপরের অন্তরালে বাস করি।

গীতসংহিতা ৯১:১ যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে, সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।

আরাধনার জীবনধারার দ্বারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে নতজানু হবার দ্বারা আমরা সর্বশক্তিমানের ছায়ার নীচে অবস্থান করতে পারি। এবং, আমরা তাঁর মধ্যে আনন্দিত হই, তাঁর ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা হয়ে ওঠে।

গীতসংহিতা ৪০:৮ হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত, আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।

গীতসংহিতা ৩৭:৪ আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ করিবেন।

তাঁর সহিত গভীর এবং ঘনিষ্ঠ সহভাগীতার দ্বারা, আমাদের ইচ্ছাগুলি তাঁর ইচ্ছাতে রূপান্তরিত হয়। তারপরে আমরা কেবল যাচ্ঞা করি এবং তিনি আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষাগুলি দেন।

যীশু কি বলেছিলেন?

যোহন ১৫:৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।

সারাংশ - "তুমি যদি আমাতে থাকো"

ওহে, ঈশ্বরের সন্তানেরা কী চমৎকার সুযোগ আমাদের - কী দারুণ দায়িত্ব। আসুন তাম্বুর বাইরে আসি। আসুন আমরা আরও বেশি করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসি। আসুন সকাল, দুপুর এবং রাতে তাকে ধন্যবাদ জানাতে শিখি।অবিরাম তাঁর প্রশংসা করতে শিখি। তাঁর চরণে উপাসনা করতে শিখি যাতে আমরা আরও বেশি করে তাঁর সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হতে পারি। আসুন বিজিত জীবনযাপন করি! আসুন পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করি। আসুন পৃথিবীতে স্বর্গকে নামিয়ে নিয়ে আসি!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। প্রার্থনায় প্রবেশ করার নিদর্শন কি?

২। ২বংশাবলী ২০:১৮ পদে ঈশ্বর যিহোশাফটকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিল। তখন যিহোশাফট কি করেছিল?

৩। কেন ঈশ্বর বিশ্বাসীদের অবিরাম প্রার্থনা এবং প্রশংসা করতে বলেছেন?

৪। আপনার ভাষায় প্রার্থনার সংজ্ঞা লিখুন।

সম্পূর্ণ প্রশিক্ষন শ্রেণী

বাইবেল প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য চমৎকার বিষয় - বাইবেল স্কুল - সানডে স্কুল - শিক্ষা দল - এবং ব্যক্তিগত পাঠ

হোশেয়তে আমরা পড়ি যে, ''আমার লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে জ্ঞানের অভাবে'' (৪:৬) । আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি কারন আমরা জানি না ঈশ্বর আমাদের কি জোগান দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যেসব বিষয়ে আমরা জানি না ! এই প্রশিক্ষণ শ্রেণীটি তৈরি করা হয়েছে যাতে আমরা স্বাস্থ্য এবং শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাস করতে পারি।

আমাদের একটি শক্তিশালী, অলৌকিক-কার্যকারী বিশ্বাসীদের দেহ হতে হবে। এই শক্তিশালী, ভিত্তিগত, ব্যবহারিক জীবন- পরিবর্তনশীল শ্রেণীটি এই উদ্দেশ্যে - পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত লিখিত হয়েছে, যাতে পরিচর্যা- কাজ সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিস্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত , সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রিষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই ...(ইফিসিয় ৪:১২-১৩) প্রত্যেক বিশ্বাসী যীশুর কাজ করছেন ।

আমরা আপনাকে এই ক্রমের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিই ।

নতুন সৃষ্টির প্রতিমূর্তি - যীশুতে আমরা কে তা জানা

আমরা কার জন্য সৃষ্টি হয়েছি সেটা জানুন ! নতুন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি । ধার্মিকতার এই উদঘাটন অপরাধবোধের চিন্তা , নিন্দা, হীনমনতা এবং অপ্রতুলতা থেকে বিজয় লাভ করে এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করে ।

বিশ্বাসীর কতৃত্ব - কিভাবে হারতে ভুলে জিততে শিখতে হবে

ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তার চিরন্তন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, তাদের রাজত্ব হোক'' । আপনি একটি নতুন সাহসের সাথে হাঁটবেন । আপনি আপনার প্রতিদিনের জীবনে এবং পরিচর্যায় শয়তান এবং দৈত্য শক্তির উপর বিজয় লাভ করবেন ।

অতিপ্রাকৃত জীবন- পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে

পবিত্র আত্মার সাথে একটি নতুন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করুন । পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারে কিভাবে কাজ করতে হয় তা আবিষ্কার করতে আপনাকে সাহায্য করবে । অধীর আগ্রহে , এই উপহারগুলি

গ্রহণ করুন এবং যখন আপনি অতি প্রাকৃতিক নতুন জীবনে প্রবেশ করার সাথে সেগুলিকে প্রজ্বলিত করুন।

বিশ্বাস- অতিপ্রাকৃত জীবনযাপন

আপনি কীভাবে বিশ্বাসের জগতে এগিয়ে যাবেন তা শিখুন। আপনি কিভাবে ঈশ্বরের জন্য শক্তিশালী কাজ করতে পারেন। বিশ্বাসীদের জন্য তাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করা, অতিপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করা, এবং সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরের মহিমা দেখানোর সময় এসে গেছে!

সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের সংস্থান - ঈশ্বরের সুস্থতার শক্তি পাওয়া এবং পরিচর্যা করা

বাক্যের সঠিক ভিত্তি স্থাপন করলে বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয় যাতে কার্যকর ভাবে সুস্থতা গ্রহন এবং পরিচর্যা করা যায়। এটি যীশু এবং প্রেরিতদের পরিচর্যাকে বর্তমানের সুস্থতার জন্য একটি নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করে।

স্তুতি এবং আরাধনা - ঈশ্বরের আরাধনাকারী হওয়া

প্রশংসা এবং উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। উচ্চ প্রশংসার দ্বারা বিশ্বাসীরা বাইবেলের রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তিতে প্রবেশ করে । কিভাবে অন্তরঙ্গ উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে হয় তা আমাদের শেখায়।

গৌরব - ঈশ্বরের উপস্থিতি

কত আশ্চর্যকর দিনে আমরা বাস করছি! আমরা ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করতে পারছি। তিনি আমাদের চারিদিকে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই গৌরব কি এবং কিভাবে আপনি এটি অনুভব করতে পারেন তা জানুন।

আশ্চর্যজনক সুসমাচার প্রচার - সমস্ত জগতে পৌঁছানো হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আমরা, প্রেরিত পুস্তকের মতো, আমাদের জীবনেও চিহ্ন কাজ, বিস্ময় এবং আরোগ্যতার অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আমরা আমাদের মাধ্যমে অলৌকিক সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে শেষ সময়ের মহান ফসলের অংশ হতে পারি!

প্রার্থনা - স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা

কিভাবে আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে সম্পন্ন করতে পারেন যেমনটা স্বর্গে হয়। মধ্যস্থতা, বাক্য প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং চুক্তির প্রার্থনার মাধ্যমে, আপনি আপনার জীবন, এমনকি সমস্ত বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারেন।

বিজয়ী মণ্ডলী - প্রেরিত পুস্তকের দ্বারা

যীশু বলেছিলেন, "আমি আমার মণ্ডলী তৈরি করব এবং নরকের দরজাগুলি এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।" এই শিক্ষায়, আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে প্রেরিতের বইটি প্রথম দিকের মণ্ডলীর কাহিনী এটি হল বর্তমান যুগের মণ্ডলীর পুনরুদ্ধারের জন্য চিহ্ন।

পরিচর্যা উপহার - প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচারপ্রচারকারী, পালক, শিক্ষক

যীশু মনুষ্যদের উপহার দিয়েছেন। খুঁজুন কিভাবে এই উপহারগুলি মণ্ডলীতে একসাথে প্রবাহিত হয় যাতে ঈশ্বরের লোকদের সেবার কাজের জন্য প্রস্তুত করা যায়। আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে চেষ্টা করুন!

জীবনযাপনের নমুনা - পুরাতন নিয়ম থেকে

এই সাময়িক শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের সমৃদ্ধ মৌলিক সত্যগুলি জীবিত হয়ে ওঠে। আসন্ন খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী, উৎসব, বলিদান এবং পুরাতন নিয়মের অলৌকিক ঘটনা, সবই ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে থাকে।

এ.ল এবং জয়েস গিল এর দ্বারা রচিত পুস্তক

রাজত্বের জন্য নির্ধারিত

বেড়িয়ে যাও! যীশুর নামে

প্রতারণার উপর বিজয়

পাঠের নির্দেশিকা

গৌরবের জন্য যুগান্তকারী

অন্যায় থেকে মুক্ত

সমস্ত পাঠলিপি, পুস্তক এবং পাঠের নির্দেশিকাগুলী বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন www.gilministries.com থেকে

TRANSLATED BY: TAMASREE SENGUPTA SINGH